শ্রীগৌরাঙ্গ

(নাটক)

শ্রীমতিলাল দে প্রণীত

মূল্য ১৷৷০

প্রকাশক
শ্রীভগবতী কুমার দে,
১৯, চোরবাগান লেন, কলিকাতা।

প্রিণ্টার
শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস,
১২।১ চোরবাগান লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ

স্নেহের ও আদরের ধন বলিয়া যিনি
আমায় অহরহঃ প্রেমভক্তি ও সংসারের
দুরূহ রহস্য শিক্ষা দিয়াছিলেন,
সেই পবিত্রহৃদয় নিত্যধামগত
পিতৃদেবের পবিত্র নামে
এই গ্রন্থ উৎসর্গ
করিলাম।

গ্রন্থকার।



শ্রীমতিলাল দে

নিবেদন

আমাদের সোনার বাঙ্গালা—শ্যাম শ্যামার লীলাক্ষেত্র। আমার সৌভাগ্য—আমি এই সোনার দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

যে প্রেম ও ভক্তি লইয়া এ দেশের মাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, দুঃখের বিষয়—প্রাক্তনের ফলে সে প্রেম ও সে ভক্তি আমরা হারাইতে বসিয়াছি। তাই আমরা—"ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি।" বাস্তবিক প্রেম ও ভক্তি না থাকিলে, মানুষ উন্নত হইতে পারে না। স্বজাতি প্রেম, স্বদেশ প্রেম, দেবদ্বিজে ভক্তি, অতীতে অনুরাগ—একদিন আমাদের সোনার বাঙ্গালাকে পৃথিবীর কাছে পরিচিত করিয়াছিল। সেই প্রেম ও ভক্তির আণবিক বিস্ফূরণ—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। জীবনের শেষ সীমায় বসিয়া, আজ আমি অযোগ্য হইয়াও—সেই শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত। এ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়া আমি আমার মুক্তির পথ অন্বেষণেই অগ্রসর। ভরসার মধ্যে কেবল সেইটুকু। ভক্তগণ—আমার এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত—ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক। সুতরাং ইহা যথাযথ চিত্রিত করা, একরকম অসাধ্য ব্যাপার। আমি বিন্দু হইয়া সিন্ধু সৃজনের প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাই আমার নিবেদন।

বহু ব্যস্ততার মধ্য দিয়া—এই গ্রন্থের মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং স্থানে স্থানে ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণ—সে জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি—আমার অনুজতুল্য স্নেহভাজন—সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায়,—এই পুস্তক রচনায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন,—ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ না পাইলে, এ গ্রন্থ এত শীঘ্র মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে উদ্ধার হইত না।

দত্তঘাট, চুঁচুড়া।
৬ই আষাঢ়, ১৩২৮।

গ্রন্থকার।

চরিত্র নির্দ্দেশ

—ঃ * ঃ-

পাত্র

নারায়ণ ...	...	বৈকুণ্ঠেশ্বর।
নারদ ...	...	দেবর্ষি।
জগন্নাথ মিশ্র...	...	নিমা'য়ের পিতা।
হাড়াই ওঝা—(পণ্ডিত) ...		নিত্যানন্দের পিতা।
ঈশ্বরপুরী—		নিমা'য়ের দীক্ষা গুরু।
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত	...	
নিমাই ...	...	শ্রীগৌরাঙ্গ 'পূর্ণাবতার।'
নিত্যানন্দ	..	অংশাবতার।
কেশব ভারতী	...	সন্ন্যাসী।
অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ		ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণবগণ
বিশ্বরূপ ...	...	নিমা'য়ের অগ্রজ
গঙ্গাদাস ...	...	অধ্যাপক ব্রাহ্মণ।

রুদ্রযামল ... ... কাপালিক।

রামচন্দ্র খাঁ ... ... মদ্যপায়ী লম্পট জমিদার।

শিবানন্দ সেন·· কাচড়াপাড়া নিবাসী ধনী বৈদ্যবৈষ্ণব।

হুসেনশাহ্ ·· ... নবাব।

কাজী ·· ... পাটুলীর শাসনকর্ত্তা।

প্রতাপ নারায়ণ ... সমুদ্রগড়ের জমিদার।

জগন্নাথ রায় }
মাধব রায় } সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণ কিন্তু সদা কুকর্ম্মে রত —ইহারাই জগাই মাধাই নামে প্রসিদ্ধ।

বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গ্রামবাসী, ইত্যাদি।

পাত্রী

লক্ষ্মী ... ... বৈকুণ্ঠেশ্বরী।

শচীদেবী · · · নিমা'য়ের মাতা।

বিষ্ণুপ্রিয়া ·· ... নিমা'য়ের স্ত্রী।

মালিনী · · ... শ্রীবাসের স্ত্রী।

মোহিনী ... গণিকা, পরে হরিদাসী বৈষ্ণবী নামে প্রসিদ্ধা

প্রতিবেশিনীগণ ইত্যাদি।

শ্রীগৌরাঙ্গ

সুচনা

দৃশ্য—গোলক ধাম

(নারায়ণ ও লক্ষ্মী)

লক্ষ্মী। নারায়ণ! কেন আজ চিন্তায় মগন?
সহসা শ্রীমুখ কেন মলিন বিরস;
আবার কি কোন ভক্ত ক'রেছে স্মরণ?
তাই বুঝি মন উচাটন?

নারা। প্রাণেশ্বরি! সত্য তব অনুমান।
সহসা পড়িল মনে দ্বাপরের কথা।
প্রাণে ব্যথা বাজিল বিষম!
জানতো সুন্দরি! আছে প্রতিজ্ঞা আমার—
সাধুরে করিতে পরিত্রাণ, বিনাশিতে দুষ্কৃতির ভা-,
যুগে যুগে হব অবতার।
যবে শুনি ধরণীর আকুল রোদন,
নর-রূপ করিয়া ধারণ—ছুটে যাই অমনি ধরায়।
স্নেহ বিনিময়ে, ভক্তি ল'য়ে ফিরে আসি পুনঃ।
যে আমারে ভজে—তারে লই কোলে তুলে।

ধরণীতে যাই যত বার,—
কর্ম্মক্ষেত্র বিপুল বিস্তার, লইবারে গুরু কার্য্য ভার।
অসমাপ্ত কোন কার্য্য থাকে না কখনও।
দ্বাপরের লীলা—অসমাপ্ত রয়েছে এখনো—
তাই আজ মন প্রাণ হ'য়েছে কাতর।

লক্ষ্মী। কেন প্রভু! বহুদিন দ্বাপর হ'য়েছে অবসান,
কোন কার্য্য বাকি আছে তা'র ?

নারা। করি নাই ঋণ পরিশোধ।
আমার দ্বাপর লীলা—শুধু প্রিয়ে ঋণ শোধ তরে।
পাণ্ডবের ঋণ—করিয়াছি শোধ হ'য়ে রথের সারথি।
দ্রৌপদীর ঋণ করিয়াছি পরিশোধ—
দিয়ে তা'রে হস্তিনার রাজসিংহাসন।
বিদূরের ঋণ শোধিয়াছি—খেয়ে ক্ষুদ্র তণ্ডুলের কণা।
শুধিয়াছি—মহতের ঋণ,-
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য করিয়া স্থাপন।
কিন্তু প্রিয়ে—ছিল একজন—অভাগিনী,
প্রেমদায়ে বাঁধা আমি
তার ঋণ পারিনি করিতে পরিশোধ।

লক্ষ্মী। বল নাথ! কে সে ভাগ্যবতী ?

নারা। হায় লক্ষ্মী! তুমিও যে ভুলে গেলে তা'রে!
তোমারি যে অংশে জন্ম তা'র।
মনে নাই—তোমার সে রাধিকার কথা;

আমি কিন্তু—সন্থ দৃষ্ট সুখ-স্বপ্ন-সম—
তা'র কথা—এখনও রেখেছি মনে।
স্মৃতি তা'র—আরাধ্য আমার।

লক্ষ্মী। [সাভিমানে] ওঃ—সেই ব্রজের গোপিনী ?
যুগান্তের চিন্তা রাজি ল'য়ে—এখনো ভোলনি তা'রে হরি ¿
ধন্য ভালবাসা বটে !
ভাল,—তা'র কাছে ক'রেছ কি ঋণ ?
যে ঋণ ক'রেছে শান্তির গোলোক শান্তিহীন,
শুনিতে তা' বড় অভিলাষ,
করি তা' প্রকাশ—বল বল ওহে পীতবাস,
পূর্ণকর কমলার প্রাণের পিয়াস।

নারা। আমি—সে রাধার চিরদাস।
আমার লাগিয়া—স'য়েছে সে অকথ্য যন্ত্রণা,
সংসারের সুখ শান্তি দিয়া বিসর্জ্জন—
আমারি কারণে—পথে পথে করেছে ভ্রমণ,
আমারি প্রেমের তরে, কিনিয়াছে কলঙ্কিনী নাম।
ভুলিয়াছে আত্ম-পরিজনে।

লক্ষ্মী। তুমিও তো তা'র তরে অনেক ক'রেছ,
গোলক ত্যজিয়া ভূলোকেতে গিয়া,
ব্রজের বালক হ'য়ে পুলকে ক'রেছ গোচারণ,
ব'য়েছ নন্দের বাধা, যশোমতী ক'রেছে বন্ধন,
কংস ভয়ে শশঙ্কিত মন, তাতে ঋণ হয় নি কি শোধ ?

নারা। না. কমলা ! সে ঋণ হয় নি পরিশোধ।

লক্ষ্মী। ঋণ শোধ হবে তবে কবে ?

নারদের প্রবেশ।

নার। সে উত্তর আমি দিব মাতা।

[গান]

রাধার প্রেমের ঋণ, শোধ যাবে সে'দিন
নবদ্বীপে যে দিন গৌর হবেন হরি।
সাধের গোলোক ত্যেজে পথের কাঙাল সেজে,
"রাধা" ব'লে দেবেন ধূলায় গড়াগড়ি।
শিব হবেন "অদ্বৈত," নারদ—"শ্রীবাস"
স্বয়ং ব্রহ্মা হবেন ভক্ত "হরিদাস"
পিতা "নন্দ" মিশ্র রূপেতে প্রকাশ—
"শচী মাতা" হবেন যশোদা সুন্দরী ॥
"নিত্যানন্দ" হবেন দাদা বলরাম,
প্রাণের সুবল সখা—"স্বামী অভিরাম,"
"মুকুন্দ" শ্রীদাম, "উদ্ধারণ" সুদাম—
"বিষ্ণুপ্রিয়া" হবেন রাধা রাসেশ্বরী।
শ্যামাঙ্গ লুকায়ে শ্রীঅঙ্গে রাধার,
দুর্লভ হরিনাম হইবে প্রচার,
কলির জীবগণ পাইবে নিস্তার,
হেরি প্রেমময়ের অভয় পদতরী ॥

লক্ষ্মী। সেদিনের বাকী কত আর ?

নার। বাকী নাই আর,—সময় হ'য়েছে তা'র,
মা আমার ! অই শুন ধরণী করিছে হাহাকার,
না পারি সহিতে—কলির কঠোর অত্যাচার !
ধর্ম্মের নামেতে অধর্ম্মের হ'য়েছে সঞ্চার,
পাপ ভার—বৃদ্ধি শত গুণে !
এসেছি সংবাদ দিতে আমি।
হে গোলোক স্বামি ! অবনীতে চল একবার।
দ্বাপরের "ধ্বংস লীলা" নহেত এবার,
চল চল ভবকর্ণধার ! "প্রেমলীলা" করিতে প্রচার।
নবদ্বীপে গোরা রূপ ধরি' ঋণ হ'তে মুক্ত হও হরি।

[পট ক্ষেপ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম—গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্য পথ

দুই জন নাগরিকের প্রবেশ

১ম। নবাবের এত আক্রোশের কারণ কি ?

২য়। মুসলমান হ'য়ে হরিদাস "হরি হরি" ব'ল্ছেন, কাফেরের ধর্ম্ম নিয়েছেন, এ কি নবাবের সহ্য হয় ? তাই তাঁর হুকুম হ'য়েছে—হরিদাসকে কোড়ার বাড়ি আঘাত কর্ত্তে হবে। সেই প্রহারের চোটে যদি উনি বাঁচেন, তাহ'লেই নবাবের কাছে রেহাই। যেখানে হরিদাসকে মারা হবে, সেখানে লোকে লোকারণ্য! দেখ্তে যাবেন ?

১ম। খেপেছেন ? বৈষ্ণবের অঙ্গে আঘাত, তাই আবার দেখ্তে যাব ? ও সব চ'খে দেখ্লেও পাপ! আপনি ওদিকে গেছলেন নাকি ?

২য়। গেছলুম বৈ কি! সে এক বিরাট ব্যাপার! মহাপুরুষ মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর চতুর্দ্দিকে—নবাবের নৃশংস অনুচর—হাতে লোহার কোড়া! দেখেই আমার প্রাণটা ছাঁৎ ক'রে উঠ্লো—আর থাক্তে পার্ল্লুম না, পালিয়ে এলুম।

আর একজন নাগরিকের প্রবেশ

৩য়। পালিয়ে এলেন? কেন পালিয়ে এলেন? একটু দাঁড়িয়ে দেখ্‌লেন না কেন? এমন অমানুষিক কাণ্ড—কখনও দেখেন নি, কখনও শোনেন নি, নবাব শুদ্ধ অবাক হ'য়ে গেছে, হুকুম দিয়েছে—"হরিদাস যা ইচ্ছা করুক, যেখানে ইচ্ছা যাক্—কেউ যেন তাকে বাধা দেয় না। হরিদাস সত্যই সাধু পুরুষ।"

১ম। ব্যাপার কি মশাই? খুলেই বলুন না।

৩য়। খুলে আর ব'লবো কি? সে ঘটনা শুন্‌লে কি আপনাদের বিশ্বাস হবে? সে—অভূত পূর্ব্ব অমানুষিক কাণ্ড! নবাবের হুকুমে—নবাবের অনুচরগুলো হরিদাসের দেহে ক্রমাগত কোড়া মার্ত্তে লাগল। কোড়ার ঘায়ে—রক্ত পর্য্যন্ত বেরিয়ে গেল, তবুও বিরামনেই—ক্রমাগত প্রহার! যা'রা দাঁড়িয়ে দেখছিল, তা'রা চ'খে কাপড় দিলে, অনেকে সে স্থান ছেড়ে চ'লে গেল। সে কি দেখা যায় মশাই? শেষে মারের চোটে—হরিদাস অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলেন, নবাব মনে কল্লে মরে গেছে—হুকুম দিলে জলে ভাসিয়ে দে। কিন্তু আশ্চর্য্য মশাই! হরিদাসের হরিভক্তি,—আমি স্বচক্ষে দেখলুম—হরিদাসের দেহ জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে—নদীর ওপারে গিয়ে ঠেক্‌ল! অমনি হরি হরি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে—মহাপুরুষ তীরে উঠ্‌লেন! নবাব অবাক্! নবাবের লোকজন অবাক্! আমরাও অবাক্!

এই ব্যাপার দেখে নবাব—সকলকেই আদেশ দিলে—"হরিদাসকে আর কেউ বিরক্ত করো না।"

১ম। আশ্চর্য্য বটে! হরিদাস একজন প্রকৃত বৈষ্ণব। তাঁর ভক্তি অতুলনীয়।

৩য়। শুধু কি ভক্তি? তাঁর ক্ষমাও অতুলনীয়!

২য়। সেটা কি রকম শুনি।

৩য়। যখন নবাবের অনুচরেরা কোড়ার বাড়ী মার্ত্তে লাগল, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কেবল হরিধ্বনি ক'র্ত্তে লাগলেন, আর ব'ল্‌তে লাগলেন—হরি দয়াময়! এরা অবোধ এদের অপরাধ নিওনা, এদের কোনও দোষ নেই,—এরা মনিবের হুকুম পালন ক'র্চ্ছে—তুমি এদের ক্ষমা ক'র"—হরিদাসের উদারতা যে দেখেছে, সেই কেঁদেছে, শত্রুকে এমন ক্ষমা করা—শত্রুর এমন মঙ্গল প্রর্থনা করা, আর কখনও শুনিছি ব'লে বোধ হয় না।

১ম। তাইত মশাই! কথা শুনে যে তাঁর পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

৩য়। চলুন না—একবার পারেই যাওয়া যাক্, এখনও ত বেলা বেশী হয় নি, এখনি ফিরে আসা যাবে।

২য়। পারে যেতে হবে কেন? তিনি কি আর এদেশে আস্‌বেন না?

৩য়। বোধ হয় তিনি নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ দেখ্‌তে যাবেন। এদেশে আর আস্‌বেন না।

১ম। তবে চলুন, মহাপুরুষকে দেখেই আসা যাক্—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয়—গর্ভাঙ্ক

শ্রীবাসের কুটীর

[অদ্বৈত ও শ্রীবাস উপস্থিত]

অদ্বৈ। কৈ শ্রীবাস! তাঁর দেখা তো পেলেম্ না। তিনি যে নিজের মুখেই ব'লেছেন—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মং সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

মানুষের বিপদ দেখ্‌লেই তিনি দেখা দেবেন, এই ত তাঁর শ্রীমুখের বাণী! তবে কেন এখনও দেখা দিচ্ছেন না?

শ্রীবা। বিশ্বাস হারাবেন না, আচার্য্য! নিশ্চয়ই তিনি আস্‌বেন; তবে, এখনও ত মানুষের তেমন বিপদ হয় নি, এখনও কেউ তাঁকে ডাকার মত ডাকে নি,—বোধ হয় তাই আস্‌ছেন না।

অদ্বৈত। তেমন বিপদ হয় নি? বল কি শ্রীবাস! বিপদের আর বাকী কি? মানুষ ধর্ম্ম ভুলেছে, নীতি ভুলেছে, নিষ্ঠা ভুলেছে,—দেশে দুর্ভিক্ষ, অকাল মরণ, মহামারী দেখা দিয়েছে, ভাই ভায়ের বুকে ছুরি বসাচ্ছে—নারী বিশ্বাসঘাতিনী হ'য়ে পতি ছেড়ে উপপতির ভজনা ক'র্চ্ছে—ব্যভিচারের বিরাট স্রোতে সোণার বাংলা ভেসে যাচ্ছে, ব্রাহ্মণ মূর্খ হ'য়ে শাস্ত্রালোচনা ছেড়েছে, ঘরে ঘরে শোকের রোদন রোল উঠেছে, সত্য, সদাচার, পরোপকার—আর কারও মনে নাই। সন্তান পিতৃমাতৃ-ভক্তি হারিয়েছে,—তান্ত্রিকগণ ধর্ম্মের নামে

অধর্ম্ম আচরণ ক'র্চ্ছে,—পঞ্চ-মকারের সাধনায়—পশুর রক্তে, সুরাস্রোতে ধরণী রঞ্জিত হ'চ্ছে,—সতী-সতীত্ব হারাচ্ছে—এখনও ব'লছ তেমন বিপদ হয় নি? এই ত তাঁর আস্‌বার সময় শ্রীবাস! কবে আস্‌বেন তিনি? কি ভাবে, কি বেশে, আস্‌বেন তিনি? শ্রীবাস! আমাদের কামনা কি পূর্ণ হবে না?

গীত

হরিতে ধরার— দুষ্কৃতি-ভার,
সাধুরে করিতে ত্রাণ,
গীতার বচন— 'অবতার' হ'ন
যুগে যুগে ভগবান।

ভক্তি স্বামীরে, কামিনী না করে,
লম্পট সদা পর-নারী হরে,
রোগে অনাহারে জীবগণ মরে
দ্বিজ করে সুরা পান।

নিখিল ভুবনে ওঠে হাহাকার
বিপদের বল বাকি কিবা আর?
আসার সময় হয়নি কি তাঁর
করিতে শান্তি দান?

কতদিন আর রব সে আশায়,
দিন ব'য়ে যায়, আয়ু যে ফুরায়
দেখিতে সেরূপ পাবনা কি হায়—
থাকিতে এ দেহে প্রাণ?

শ্রীবা। অধীর হবেন না আচার্য্য! তিনি এলেন ব'লে, তিনিই ত বলেছেন—

ভুবন ভরিবে পাপে অবনীআকুল তাপে,
নরনারী হারাবে বিশ্বাস,
সে সময় আমি সখা! আবার দিব হে দেখা
পরিহরি বৈকুণ্ঠের বাস।

আমরা কাতর হ'য়ে দিন রাত তাঁকে ডাকৃছি, তাঁর মধুর নাম শ্রবণ কীর্ত্তন ক'র্চ্ছি,—তিনি কি আর থাক্তে পারেন? তাঁর আসন ট'লেছে,—তিনি এলেন ব'লে।

অদ্বৈ। আস্‌বেন তিনি? আমাদের কান্না তবে তিনি শুন্তে পান শ্রীবাস? বল, বল, কবে আস্‌বেন তিনি? কখন আস্‌বেন তিনি? কোথায় আসবেন তিনি?

শ্রীবা। শীঘ্রই তিনি আস্‌বেন, আমাদের মধ্যেই আস্‌বেন। তিনি ব'লে দিলেন—নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ!

এ কথার কি অন্যথা হয়? তিনি আস্‌বেন, আমাদের মাঝেই ভক্তবৎসল রূপে বিরাজ ক'র্ব্বেন।

অদ্বৈ। আর যে অপেক্ষা ক'র্ত্তে পারিনে শ্রীবাস। বড় বুড়ো হ'য়েছি, ইন্দ্রিয়ের শক্তি নষ্ট হ'তে ব'সেছে, আর ত বেশী দিন বাঁচব না। তাই ভয় হ'চ্ছে—বুঝি ভগবৎ বাক্য বিফল হ'য়ে যায়, বুঝি জ্ঞান থাক্তে থাক্তে তাঁকে না দেখ্‌তে পাই,—বুঝি ধর্ম্মের গ্লানি চিরস্থায়ী হয়।

বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

১ম। আজ কি সঙ্কীর্ত্তন হবে না?

অদ্বৈ। সঙ্কীর্ত্তন হবে না? সঙ্কীর্ত্তন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাণ। আপনারা আসুন, নাম আরম্ভ করুন—

সকলের সঙ্কীর্ত্তন।

ব্যথিতের তরে বহি সান্ত্বনা, আশা নিরাশের তরে হে!
এসো গোবিন্দ! এসো মুকুন্দ! মর্ত্ত্য ভুবন পরে হে!
এসো নিশান্তে উজ্জ্বল জ্যোতি যেমতি সে শুক তারা,
এসো নিদাঘের সন্তাপ মাঝে স্বচ্ছ সলিল ধারা,
এসো বরাভয় করে ল'য়ে, হরি! জীব-উদ্ধার-তরে হে।
মোহের ছলনে মুগ্ধ মানব ভুলেছে তোমার নাম;
তুমি দয়াময়! দীনের বন্ধু! হ'য়ো না তা'দের বাম;
প্রেমে ও পুণ্যে মঙ্গলে কর ধন্য এ চরাচরে হে।

নিমায়ের প্রবেশ।

নিমা। আচার্য্য! আমার দাদা কোথায়?

অদ্বৈ। তা' তো জানিনে।

নিমা। আজ কি তিনি আসেন নি?

অদ্বৈ। রোজ এমন সময় থাকে, আজ সকাল থেকে দেখিনি।

নিমা। যাই, তবে কোথায় গেলেন খুঁজে দেখিগে। রান্না হ'য়ে গেছে, মা দাদার জন্য ব'সে আছেন, এখনও কারও খাওয়া হয়নি। [প্রস্থান।

শ্রীবা। আচার্য্য! এই নিমাইকে দেখে আপনার কি মনে হয়?

অদ্বৈ। কি যে মনে হয়, ঠিক্ ঠাউরে উঠ্‌তে পারিনে, নিমাইকে দেখ্‌লে কেমন যেন সব ভুলে যাই। অদ্ভুত প্রকৃতির শিশু, অতি চঞ্চল,—সর্ব্বদাই ক্রীড়া রত, কিন্তু কোথাও হরিনাম শুন্‌লে, শিশু অস্বাভাবিক গম্ভীর হ'য়ে বসে। যেখানে নাম সঙ্কীর্ত্তন হয়,—কোথা থেকে নিমাই যেন সেখানে এসে উপস্থিত হয়। চল শ্রীবাস—হরির লুট দেবে চল, নৈলে বৈষ্ণবদের অন্ন গ্রহণ নিষেধ। [সকলে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৈঠকখানা

(রামচন্দ্র খাঁ উপস্থিত।)

রাম। [স্বগতঃ] বটে! বোষ্টম ব্যাটার এত বাহাদুরী হরিদাসটা এত বড় সাধু? সকলেই ধন্য ধন্য ব'লছে! আচ্ছা—আমি একবার বুঝে নেব—সে কেমন ধার্ম্মিক। কামিনী আর কাঞ্চন—এর মায়া ছাড়্‌তে পারে—এত বড় লোক ত দুনিয়ায় দেখা যায় না। হরিদাস কি দুনিয়া ছাড়া নাকি? মোহিনীকে তো ডাক্তে পাঠিয়েছি—দেখি সে কি বলে! তা'কে দিয়েই হরিদাসকে মজাব, এ শাক্তর দেশে সে ব্যাটা যে কেবল

"কিষ্ট কিষ্ট" ক'রে বেড়াবে, তা' আর হ'চ্ছে না। ব্যাটার গোঁপ কামানো মুখে—পাঁঠার হা'ড় গুঁজে দেব—তবে আমার নাম রামচন্দ্র খাঁ।

মোহিনীর প্রবেশ।

মোহি। কি বাবু! আজ অসময়ে, এমন তলব কেন?

রাম। আরে—এসো এসো মেরা জানি! তোমার মুখখানি দেখ্‌লে—প্রাণটা একটু তাজা হয় কি না, তাই ডেকে পাঠিয়েছিলুম, দয়া ক'রে যে এসেছ,—এই আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।

মোহি। এখন কি হুকুম? একবার ব'লে ফেল, তামিল কর্ব্বার চেষ্টা করি।

রাম। দেখ মোহিনি! তুমি আমার মনমোহিনী—তোমায় আমি বড়ভালবাসি। কিন্তু বোষ্টম ব্যাটারা—আমার পেছনে বড় লেগেছে, আমার অনেক টাকা আছে কি না,—ব্যাটাদের তা'তে ঝোঁ'ক—বলে কি না, টাকা থাক্‌লে যে তা'র সদ্ব্যবহার করে না,—সে অতি পাষণ্ড! আরে মর ব্যাটারা! আমি আবার টাকার ব্যবহার জানিনে?—মদ, মেয়েমানুষ—এইত পৃথিবীর সার, আমি তোদের কথায় এসব ছেড়ে দেব? গাছ পিতিষ্ঠে, পুকুর পিতিষ্ঠে ক'রে আমি টাকা ওড়াব! ব্যাটারা আমার নিন্দে ক'রে বেড়ান,—আমি মাল্‌পো মাল্‌সা ভোগের মর্ম্ম বুঝিনে ব'লে! ওরে ব্যাটারা—মেয়েমানুষ, মদ,

মাংস—এতে যে মজা, তোর, মাল্‌পো মাল্‌সা ভোগে কি এ মজা আছে ?

মোহি। কেন, বোষ্টমরা ব'লেছে কি ?

রাম। ব'ল্‌বে আর কি ? কিছু টাকা চায়—মন্দির পিতিষ্ঠে ক'র্ব্বে, আরে পাগল ! আমি কি ওসব কাজে বাজে খরচ ক'র্ব্ব ?—ওর চেয়ে বরং, মেয়ে মানুষ পিতিষ্ঠে ক'র্ব্ব, মদের জলছত্তর খুলে দেব,—মাতালরা দু'হাত তুলে আমায় আশীর্ব্বাদ কর্ব্বে। আমি ত ভেবেছি—আমার জমিদারীর ভেতরে যে টোল ঠাকুর বাড়ীগুলো আছে—এবার সব তুলে দেব। সেখানে শুঁড়ি- খানা, কসাইখানা বসিয়ে দেব। আগে বোষ্টম ব্যাটাদের তাড়াই—তা'র পর সব ব্যবস্থা হবে।

মোহি। বোষ্টম তাড়াবে কি ক'রে ? নবাব ওদের হরিনাম ক'র্ত্তে হুকুম দিয়েছে, ওরা কি আর কাকেও ভয় করে ?

রাম। সে আমি বুঝে নেব। এখন তোমাকে একটু সাহায্য ক'র্ত্তে হবে। ঐ যে হরিদাস—ব্যাটা মুসলমান হ'য়ে, মুর্গী ছেড়ে মাল্‌পোর প্রেমে ম'জেছে—ঐ ব্যাটাই যত নষ্টের গোড়া। ও ব্যাটাকে একবার মজাতে পার ? তাহ'লে—লাখ টাকা পুরস্কার !

মোহি। তাহ'লে পারি বৈকি ! তবে কি না, মিন্সে নাকি মেয়ে মানুষের মুখ দেখে না, সেই ভাবনা—

রাম। আরে ওসব বুজরুকী আমি খুব জানি। ভেতরে ভেতরে সব ব্যাটারই সেবাদাসী আছে। দোহাই মোহিনি ! তুই ভাই ! একবার চেষ্টা কর, হরিদাস ব্যাটাকে

একবার খপ্পরে ফেলে দে, আমি তোর কেনা গোলাম হ'য়ে থাক্‌ব !

মোহি। সে তো অনেক দিনই হ'য়েছ। এখন টাকাটা বার ক'র্ত্তে পার্ব্বে ত ? তাহ'লে বরং চেষ্টা করে দেখি।

রাম। এই নে অর্দ্ধেক টাকা আগাম দিচ্ছি, কাজ হাসিল হ'লে বাকী অর্দ্ধেক। কেমন রাজী ত ?

মোহি। তোমার কোন্ কথাটা শুনিনি ? তবে আমি এখন চল্লুম, একটু সেজেগুজে তৈরী হ'য়ে নিইগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বুঢ়ন গ্রাম—হরিদাসের কুটির

হরিদাস উপস্থিত

হরি। হরি দয়াময়! আমাকে কি তুমি পরীক্ষা ক'চ্ছ? আমি এই নির্জ্জন কুটিরে একলা ব'সে তোমার বিপদভঞ্জন নাম স্মরণ করি—এখানেও লালসাময়ী বেশ্যার আবির্ভাব! বেশ্যা আজ তু'দিন ধ'রে যাতায়াত ক'চ্ছে—তবুও আমায় চিন্তে পার্লে না, তবুও তা'র মতিগতির পরিবর্ত্তন হ'ল না। হরি! তোমার নাম যদি আমি অন্তরের মর্ম্ম মন্দিরে ভক্তি ভ'রে জপ ক'রে থাকি,—যদি তাতে আমার একটুও পুণ্য সঞ্চয় হ'য়ে থাকে,—তাহ'লে সেই পুণ্যটুকুর বলে—বেশ্যাকে তুমি মুক্ত কর। তা'রে তোমার নাম-মাহাত্ম্য শিক্ষা দাও। নৈলে, তোমার পতিতপাবন নামের সার্থকতা কৈ? এ কলিযুগে তোমার চেয়ে তোমার নামই ত বড়, সে নামের মহত্ত্ব দেখাতে এত কৃপণতা ক'চ্ছ কেন ঠাকুর? তোমার দাস হয়ে—আমি কি এই সব পাপী-পাপিনীদের নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌ব? তোমার কাজ তুমি ক'র্ব্বে না? ঐ যে—আজও আবার হতভাগিনী আস্‌ছে! এই জরাপলিত-বৃদ্ধের দেহে—

এমন কিসের আকর্ষণ আছে, যা'র জন্য—ঐ যুবতীর এত আগ্রহ? জানি না ভগবান্! এ তোমার কোন্ প্রেমের লীলা! এই অলস অপরাহ্নে—প্রকৃতির মায়া মাধুরী যেন ফুটে উঠেছে, কোথায় নির্জ্জনে ব'সে একটু জপ ক'র্ব্ব—তা'নয় একেবারেই মূর্ত্তিমতী মোহ সম্মুখে এসে উপস্থিত! নারায়ণ!—নরের জীবননাটকের মহানায়িকা নারী কি এতই বাসনার দাসী? সংসারের মায়াজালে—মানুষকে ইন্দ্রজালের মোহ দেখাবার জন্যই কি তুমি নারীজাতির সৃষ্টি ক'রেছ!

গীত

নিরজনে নিশিদিন নারায়ণ নাম স্মরি।
নাগিনী-নারীর মুখ নাহি নিরীক্ষণ করি।
　নরকে নয়ন-শরে
　নরকে নিক্ষেপ করে,
নিখিল নাশের তরে নারী নিরমিল হরি!
　নিয়ত নিকটে রয়,
　না রাখে নিন্দার ভয়,
নিষেধ না মানে হায়! নির্লাজ এ নিশাচরী।

বেশ্যার প্রবেশ

বেশ্যা। [স্বগতঃ] দু'দুদিন ফিরে গেছি, আজ আর ফির্‌ছিনে। কি অনাছিষ্টি জপ বাপু! একেবারেই রাত্ কাবার? এই তিন কেলে বাহাত্তুরে বুড়ো—আমি ষোড়শী

সুন্দরী এসে প্রেম ভিক্ষা ক'র্চ্ছি—এতো ভাগ্যির কথা! এতেও বুড়োর মন ভোলে না? আচ্ছা, দেখ্‌ছি তুমি কত বড় বকা ধার্ম্মিক। আমার এই রূপের জন্যে—কত লোক পাগল—আর এই ঘাটের মড়া কি না সে রূপ ফিরেও চায় না। এই যে চোখ দু'টী,—যা'র একবার দৃষ্টিপাতে কোটি কোটি মদন—অধীর হ'য়ে ত্রিভুবনে প্রলয় ঘটাতে পারে, সে চ'খ বুড়ো একবার চেয়েও দেখ্‌লে না—এ শুধু আমার অপমান নয়, এ সৌন্দর্য্যের অপমান। আজ আর কোনও কথা শুন্‌ছিনে, আজ বুড়োর সঙ্গে একটু প্রেমালাপ ক'র্ব্ব, তবে ছাড়ব। দেখি আজ আবার কি ব'লে ভোলায়। এই দরোজা চেপে ব'সলুম্, এক পাও নড়্‌ছিনে। [প্রকাশ্যে] কি ঠাকুর! আজ কি হুকুম?

হরি। নারি! আজও আসিয়াছ তুমি?
বুঝিলাম বড় স্নেহ আমা প্রতি, তব;
কিন্তু কহ, কেন এ প্রয়াস?
আমি বৃদ্ধ—জরাজীর্ণ জড়-কলেবর,
নাহিরূপ, নাহিক যৌবন, নাহি জানি ভালবাসা প্রেম,
নাহি অর্থ—দীনহীন পথের ভিখারী,
মম পাশে, কি আশ্বাসে—এসেছ রূপসি?
আমা হ'তে কোন্ আশা পূর্ণ হবে তব?
বৃথা কেন, হেন অভিসার?
এত কষ্ট, পাইতেছ কেন বার বার?

বেশ্যা। সে যে আমিও বুঝতে পার্চ্ছিনে। তোমার কাছে যে কেন আসি—তাতো জানিনে! কেবল জানি, তোমাকে না দেখ্‌লে থাক্তে পারিনে। তুমি আমায় পাগল ক'রেছ। তোমার ঐ চ'খ্‌ দু'টিতে যে কি মাধুরী আছে,—তা' ব'ল্‌তে পারিনে। তোমাকে দেখ্‌লেই আবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। দেখ, তুমি বুড়ো ও তোমার রূপ নেই অর্থ নেই ব'ল্‌ছ,—কিন্তু মেয়ে মানুষ কি রূপ ঐশ্বর্য্যে ভোলে? না, বয়স খোঁজে? মেয়ে মানুষ চায় মনের মিল, প্রাণের সোহাগ। তুমি আমায় ভালবেস, আমি তাতেই সুখী হব। দেখ, তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই, দু'টীতে বেশ—একসঙ্গে, মুখে মুখে চ'খে চ'খে থাক্‌ব। তুমি ভিক্ষে ক'রে আন্‌বে, সেই আমার অমৃত ভোজন হবে। তোমার সঙ্গে কুটিরে থেকে, বনের ফল খেয়ে, পাতার শয্যায় শুয়ে—আমি স্বর্গসুখ ভোগ ক'র্ব্ব। আমায় আর কষ্ট দিওনা,—তুমি আমার হও—আমার প্রাণ-ভরা প্রেম, বুক-ভরা ভালবাসা —সব তোমার। আমি তোমার দাসী—আমাকে তাড়িয়ে দিওনা, তোমার পদ সেবার অধিকার দাও—আমাকে বাঁচাও—

হরি। [স্বগতঃ] শ্রবণ! বধির হও তুমি,
অন্ধ হও নয়ন যুগল,—
হেন পাপ দৃশ্য আর পারিনা দেখিতে
পাপ কথা না পারি শুনিতে আর।

হরি! সকল রকমে—
দাস হরিদাসে তুমি ক'রেছ কাঙ্গাল,
পাছে কভু নীতি পথ হ'তে—মোহঘোরে হই বিচলিত,
পাছে—মনে জাগে অহঙ্কার, পাছে করি কূলের গৌরব,
পাছে—করি ঐহিকের সুখের কামনা,
তাই, দাও নাই এ অধমে—রূপ কিম্বা ধন ও যৌবন,
অধম তারণ! নীচ কূলে—দিয়েছ জনম,
কেন কর নাই মোরে অন্ধ ও বধির?
তাহ'লে ত আজ এই—মায়াবিনী নারী মুখ হ'তে—
শুনিতে হ'তোনা—পাপ লালসার বাণী,
দেখিতে হ'তোনা—মণি-বিভূষিতা কাল-ভুজঙ্গিনী-মুখ।
হরি! হরি! এ রহস্য পারি না বুঝিতে—
সংযমের পাশে—কেন কামনা জগতে!
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্প-তরু! দীন ভক্তে আর কত দিন—
এই ভাবে করিবে পরীক্ষা নিদারুণ!

বেশ্যা। [আত্মগত] মিন্সে বিড়্ বিড়্ ক'রে কি ব'ল্ছে! ব'লবে আর কি—মতলব ঠিক্ ক'চ্ছে, এত ধার্ম্মিক, হঠাৎ কি ব'ল্লেই বা রাজী হয়? লোকলজ্জা চক্ষুলজ্জাও তো আছে! যাই বলুক, আর যাই ভাবুক,—আজ বুড়োর মুণ্ডু ঘুরে গেছে! আজ আমায় দেখে—বুড়োর প্রাণটায় বোধ হয় একটু কাতুকুতু দিয়ে উঠ্ছে। আমার রূপ—যে রূপে, জমীদার রামচন্দ্র খাঁ সংসার ছেড়ে আমার উপাসনা ক'চ্ছে,—তা'র সমস্ত ধন

ঐশ্বর্য্য আমার চরণে ঢেলে দিয়েছে—সে রূপ উপেক্ষা ক'র্ব্বে—এই ঘাটের মড়া বুড়ো ডোক্‌রা? কেন, এ চ'ক্ষে কি চাউনি নেই, এ ওষ্ঠাধরে কি প্রেমের কাঁপুনি নেই—এ বুকে কি সোহাগের ঢেউ খেলে না? এ লাবণ্যে কি জলুষ ছোটেনা?—মুখপোড়া বুড়ো হ'ক্—কাণা ত নয়—আমার রূপে কি ওর প্রাণ গ'লচে না? ওর প্রাণে কি আগুন জ্ব'ল্‌চে না? কে ব'ল্লে?—অমন বিশ্বামিত্র ঋষি—সেই যা'র রূপের ফাঁদ এড়াতে পারেনি, এতো মানুষ! আমার হাব-ভাবে, কত শুষ্কগাছে—পাতা গজিয়ে ওঠে, কত মজা নদীতে জলের লহর ছোটে, কত মরুভূমিতে—সাধের কুসুম ফোটে, কত নবাব রাজা পায়ের তলায় লোটে,—তাতে একটা বুড়ো বশ হবে না? আজ ওর হরি বলা ঘোচাব, তবে ছাড়্‌ব। এই যে আড় চ'খে চাইছে—কাজ এগিয়ে এসেছে দেখ্‌ছি। আজ আবার যে রকম সেজে এসেছি—মিন্সে না বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করে। [প্রকাশ্যে] কি বুড়ো ইয়ার! আর কেন, ভোগাচ্ছ,—এসো দু'টো প্রেমের কথা কই। দিব্যি-নির্জ্জন স্থানটী, কেউ কোথাও নেই, দিব্যি বাতাস্ বইছে, পাখী ডাক্‌ছে,—ফুলের গন্ধ ভেসে আস্‌ছে, এ সময় প্রাণটা কি করে বল দেখি—ও সব পূজোটুজো এখন থাক্—এসো একটু প্রাণের কথা কই—

হরি।　নারি! ধৈর্য্য ধরি রহ কিছুক্ষণ,
আমার নিয়ম—লক্ষবার নাম জপ না করি কখন
অন্য কার্য্যে নাহি দিই মন।

অপেক্ষা করহ তুমি,—
আগে করি ইষ্ট নাম ধ্যান,
তারপর—প্রেম আশা পূরাব তোমার,
শিখাব যে প্রেম—সে প্রেম ধরার স্পর্শমণি,
হে রমণি ! নাহি তায় কলঙ্কের ভয়,
সে প্রেমে—প্রেমের পাত্র সনে, প্রেমিকার বিরহ না হয়,
সে প্রেমের মাদকতা—মানবে দেবতা ক'রে তোলে,
সে প্রেমের পুলক পরশে—নর-নারী আত্মসুখ ভোলে,
সে প্রেমের পবিত্রতা—চণ্ডালে ব্রাহ্মণ করে কোলে,
নাগর ও নাগরীর বুকে সে প্রেম "কৌস্তুভ" হ'য়ে দোলে।
সে প্রেমের কোমলতা মাখি, আদর্শ প্রেমিকা হবে তুমি।
অল্পক্ষণ করহ বিশ্রাম—জপি আমি ইষ্ট-দেব নাম,
তা'র পর, পূর্ণ হবে—তোমার যা' আছে মনস্কাম।

[ধ্যানমুগ্ধ ভাবে উপবেশন]

বেশ্যা। [আত্মগত] আমি আর চুপ্ ক'রে ব'সে কি ক'র্ব্ব ? দেখি আজ আবার মিন্সের কতক্ষণে ধ্যান ভাঙ্গে। ততক্ষণ একটা গান গাই—

গীত

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে, মলয়-বাতাস বইছে ধীরে ;
প্রাণের টাণে, আমার পানে, ও রসময় ! চাওনা ফিরে !
তোমায় বড় ভালবাসি,
ছুটে ছুটে তাইত আসি,
বিরহে হায়, বুক ফেটে যায়, দেখাব তাই হৃদয় চিরে।

সোহাগ ভরা নব-যৌবন,
রেখেছি নাথ ক'রে যতন,
তুমি কেন নিদয় এমন, কেন ভাসাও নয়ন-নীরে।
কলঙ্ক পসরা শিরে,
দিয়েছ তো দুঃখিনীরে,
ঘুচাও ব্যাথা, কওনা কথা, ও প্রাণনাথ! মাথার কিরে !!

[কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর] তাইত! কি করি? এ পোড়া ধ্যান আজ ভাঙ্‌বে না নাকি? রাতও ত প্রায় শেষ হ'য়ে এল! আর কি ব'সে থাকা যায়? ঘুমে চ'খ জড়িয়ে আস্‌ছে। মশায় কাম্‌ড়ে খেয়ে ফেল্লে! এ কেমন পুরুষ মানুষ বাপু মেয়ে মানুষকে এত হেনস্তা—এ মিন্সের এক ঢং, ও জপ তপ সব মিছে, আমাকেই মনে মনে ভাবছে, সাধু যদি হবে, তবে আমায় আশা দিয়ে বসিয়ে রাখ্‌বে কেন? আর তো ব'সে থাকা চলে না, যা থাক্ কপালে,—রামচন্দ্র খাঁর লাখ টাকা আমি ছাড়্‌তে পার্ব্বনা--এইবার মুখপোড়ার হরিনাম করা বার করি—একবার গিয়ে জড়িয়ে ধরি—

নিবৃত্তির প্রবেশ

নিবৃ। আরে—আরে পিশাচী রাক্ষসী!
এত স্পর্দ্ধা—এত দর্প তোর;
কলুষিত কামনায়—সাধুর পবিত্র অঙ্গ যাস্ পরশিতে?
আকাশে কি বজ্র নাই? মৃত্যু নাই ধরণীর বুকে?
পাপের কি প্রতিফল নাই?

অতি তুচ্ছ নরকের কীট—এ সাহস কোথা থেকে পেলি ?
ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম নাশ—কার-সাধ্য ক'রে এ জগতে ?
চেয়ে দেখ্—দেখ্ রে কামুকী !
এই তীক্ষ্ণ শূলে—বিদ্ধ হবে মর্ম্ম স্থল তোর,
রূপ প্রলোভনে,—দেখাইয়া ভালবাসা ভাণ,
কতজনে ক'রেছিস্ পথের ভিখারী,
তোর লাগি'—স্বামী প্রেমে হইয়া বঞ্চিত,
কত সতী ভাসিতেছে নয়নের জলে,
কত পিতা-মাতা—অঞ্চলের নিধি হারাইয়া—
নিঃসঙ্গ জীবনে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিবানিশি,
তোর পাপ আশা পুরাইতে—
শ্মশান হ'য়েছে কত সোনার সংসার,
ভুঞ্জ—আজ প্রায়শ্চিত্ত তা'র,
চিহ্ন তোর না রাখিব আর,
কি কর্ম্মের কি যে ফল দেখ এইবার—

বেশ্যা। এ কি! একি! কি ভয়ানক মূর্ত্তি! তুমিই কি যম দূত! আমাকে শাসন ক'র্ত্তে এসেছ? না, না, মেরো না, মেরো না,—এখনও আমার নব যৌবন, এখনো প্রাণে অগাধ আশা, এ বয়সে আমি ম'র্ত্তে পার্ব্ব না—[হরি দাসের চরণে পতিত] ঠাকুর! ঠাকুর! আর আমি এমন কাজ ক'র্ব্বনা, আমি তোমায় চিনেছি, তুমি মানুষ নও—দেবতা, মানুষ কি প্রলোভন জয় ক'র্ত্তে পারে, নারীর কটাক্ষে আহত হ'য়ে

মানুষ কি এমন অটল থাক্তে পারে? রক্ষা কর, ঠাকুর আমায় রক্ষা কর—

[নিবৃত্তির প্রস্থান।

হরি। [ধ্যান ভঙ্গে] একি! এ গোলমাল কিসের? [সহসা বেশ্যার প্রতি দৃষ্টি পতিত] ওঃ—তুমি? এখনও এখানে রয়েছ? আমার ধ্যান ভঙ্গ ক'রে তোমার কি ইষ্ট সিদ্ধি হবে? তুমি কি চাও?

বেশ্যা। আর কিছু চাইনা প্রভু! কেবল আপনার চরণে ক্ষমা চাই—আমি মহাপাপের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হ'য়েছিলুম, লম্পটের অর্থলোভে—আপনার মত পুণ্যাত্মার ধর্ম্মনাশ ক'র্ত্তে প্রস্তুত হ'য়ে ছিলুম। আপনার চরণ স্পর্শে—আমার ভ্রম ঘুচেছে—মোহ কেটেছে—ঠাকুর, আর আমি কিছু চাইনে, কেবল একটী ভিক্ষা চাই—

হরি। ভিক্ষুকের কাছে—ভিক্ষা চাও তুমি?
একি প্রহেলিকা মায়াবিনি!
ভাল, বল—কি চাও?
কি কামনা তোমার?
চাহ রূপ? সেই বিশ্বরূপ হ'তে কেবা রূপবান?
চাহ গুণ? যিনি ত্রিগুণ অতীত গুণময়—
তাঁ'র চেয়ে গুণবান্ আছে কোন জন?
চাহ প্রেম? প্রেমময় শ্রীহরি আমার—
তাঁ'র চেয়ে কেবা জানে প্রেম?

চাহ ধন ? কোটি কুবেরের ধন—পদরেণু যাঁর,
ধনঞ্জয় সখা যিনি, নিধনের কালে যিনি নিখিলের গতি,
গোকুলে গোধন ল'য়ে—যে করিল খেলা,
তা'র চেয়ে—সারধন কোথা পাবে তুমি ;
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী তিনি, চরণে তাঁহার—
কর আত্ম সমর্পণ ; পূর্ণ হবে আশা, মিটিবে পিপাসা,
তাঁর ভাল বাসা—পৃথিবীর পদ্মরাগমণি !
হে-রমণি ! চিন্তামণি চরণ দু'খানি—
সুরমণি শিরোমণি জানি,
পার যদি সেবিতে জীবনে,
অনন্ত যৌবনে, গোলোকে করিবে বাস,
ধন-জন-রূপ অহঙ্কার
সকলি অসার,
সার মাত্র সারাৎসার হরি।
এ সংসার পারাবার, তুমি তা'র বুদ্বুদ সুন্দরি !

বেশ্যা। বাবা ! আর আমার রূপের গর্ব্ব নেই, আমি আপনাকে চিন্তে পেরেছি, আপনিই আমার হরি, পায়ে ধরি আমায় পরিত্যাগ ক'র্ব্বেন না ! আপনি পিতা, আমি আপনার কন্যা, আমি অজ্ঞানান্ধ নির্ব্বোধ রমণী, আমায় আপনি রক্ষা করুণ।

হরি। বৎসে ! করিয়াছ পিতৃসম্ভাষণ মোরে তুমি,
সন্তুষ্ট হইনু তোমা' প্রতি, সহসা সুমতি হেরি তব,

কিন্তু তুমি, বারনারী, এ ভবের ভোগ বারি,—
নারী—বারি,—এ দুই সমান,
এ দের নিজের কোন শক্তি নাই,
যেমন আধারে থাকে—তাহারই স্বভাব পায় দোঁহে,
নারী বারি উচ্ছৃঙ্খল যদি নাহি হয়,
তা হ'লে নিশ্চয়—মানবের কল্যাণ সাধন করে,
আর যদি—শাসন ভুলিয়া, উদ্দাম গতিতে ছোটে—
দুই কুল ভাঙে,—বন্যারূপে কত গ্রাম দেয় ভাসাইয়া।
তুমি সেই নারী! চির দিন ভোগ বিলাসিনী,
সাধনের পথে, কেমনে চলিবে তুমি?
কভু একাহার, কভু উপবাস করি,
ধূলি শয্যাপরি কাটাইতে হবে বিভাবরী,
আপন বলিতে—যা' কিছু তোমার আছে,—
দিতে হবে সব বিসর্জ্জন;
পারিবে কি, করিতে গ্রহণ,—
এ কঠোর ব্রত ও জীবনে?
পারিবে কি করিতে জীবনে,—ধনজন প্রলোভন জয়?

বেশ্যা। পার্ব্ব। আর আমার পদস্খলন হবে না। ইন্দ্রের শচী হ'লেও আর আমার ভোগ-সুখের প্রবৃত্তি হবে না। জীবনে অনেক পাপ সঞ্চয় ক'রেছি—এই বার তা'র প্রায়শ্চিত্ত ক'র্ব্ব। পিতা! কন্যাকে ভক্তির সরল পথ দেখিয়ে দিন, যে হরি নামে নবাবের কোড়ার প্রহারেও—আপনি মৃত্যুকে

জয় ক'রেছেন, যে হরি নামের সাধনায়--বেশ্যার হাব ভাব আপনাকে একটুও বিচলিত কর্ত্তে পারেনি, আমায় সেই মহামন্ত্র হরিনামে দীক্ষিত করুণ, বড় জ্বালায়—শান্তির আশায়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় আমি আপনার অভয় চরণে শরণ গ্রহণ ক'র্চ্ছি—আমায় রক্ষা করুন্—[চরণে পতন]

হরি। উঠ মা! আমার—

মন-সাধ পূরিবে তোমার,
হরির চরণ কর সার, - কোন জ্বালা না থাকিবে আর,
যাও,—গৃহে ফিরে,
পাপ পথে যা কিছু ক'রেছ উপার্জ্জন,
গরীব দুঃখিরে, অচিরে তা' কর দান,
বস্ত্র, অলঙ্কার যা' আছে তোমার—কর গিয়ে বিতরণ,
তা'র পর, মস্তক মুণ্ডন করি, গৈরিক বসন পরি,
ভিক্ষা পাত্র করে ধরি,—দীন ভাবে' এসো এ কুটিরে,
দিব দীক্ষা মা! তোমারে আমি;
আজ থেকে "হরিদাসী" নাম—
এ জগতে রহিল তোমার।
হরি পদে প্রাণ সমর্পণ—মুখে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
মনে-মনে হরি আরাধন,
হরি কার্য্য করিতে সাধন—উৎসর্গ জীবন,
আজ থেকে এই পূণ্য ব্রত—
এ সংসারে হ'ল মা! তোমার।

গীত

পতি ভেবে যদি পার মা ! পূজিতে, পতিত পাবন হরি !
পুণ্য-প্রভাবে, পরিনামে পাবে—পরমেশ পদ-তরী।
পর পুরুষের প্রেম পিপাসায়,
প্রেত-ভূমে ভ্রম পিশাচীর প্রায়,
পরকাল ভয় পাশরিলে হায়,
পাপ প্রলোভনে পড়ি'।
পৃথিবীর সুখ প্রতারণা ময়,
পাষাণে কে পায় প্রকৃত প্রণয়,
পুলকে কর মা ! প্রবৃত্তি জয়,
পাপ-পথ পরিহরি !

বেশ্যা। যে আজ্ঞে,—এখনি আমি আপনার উপদেশ পালন ক'র্ব্ব। পিতা ! আবার কোথায় আপনার দেখা পাব ?

হরি। এক পক্ষ পরে, এই কুটিরেই আমাকে দেখ্‌তে পাবে।

বেশ্যা। দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রস্থান]

হরি। ধন্য হরি ! ধন্য তোমার মহিমা। তোমার কৃপা হ'লে অন্ধও দেখ্‌তে পায়, পঙ্গুও পর্ব্বত লঙ্ঘন করে। তোমার ভক্তির ইন্দ্রজালে বিধির সৃষ্টি—মর্ত্তের মাটিতে নন্দনের শোভা এনে দিতে পারে। এই সুখ বিলাসিনী বেশ্যা—আজ তোমার করুণার অমোঘ শক্তিতে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসিনী সাজ্‌তে চ'ল্লো ! পাপের স্থান পুণ্য এসে অধিকার ক'র্লে ! সংযমের অনলে—

বাসনা ভস্ম হ'য়ে গেল! জগৎবাসি নর-নারি! আজ থেকে তোমরাও শিক্ষা কর,—সকল প্রেমের সার হরি-প্রেম! হরি বোল! হরি বোল! হরি বোল!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

বিশ্বরূপের প্রবেশ

বিশ্ব। [স্বগতঃ] সংসার ছাড়বার এই ত' ঠিক সময়। নিমাই একটু বড় হ'য়েছে,—এখন যদি আমি চ'লে যাই, বাবা ও মা নিমাইকে দেখে অনেকটা ধৈর্য্য ধ'র্ত্তে পারবেন। এই আমার পালাবার সময়। আর বাড়ী ফির্ব্ব না। আমি কৃতবিদ্য হ'য়েছি জেনে—বাবা আমার বিবাহের উদ্যোগ কর্চ্ছেন, কিন্তু সাধ ক'রে কি সাধের ফাঁসি প'র্‌ব? তা'তে সুখ কোথায়? সংসারে থেকে—সুখী কে? সংসার ত পাগলের হাট। কেউ ধনের পাগল, কেউ মানের পাগল, কেউ যশের পাগল, কেউ হিংসার পাগল, কেউ প্রতিহিংসার পাগল, সংসারে পাগল নয় কে? কেউ ঔদরিক—রসনার ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য, কত আয়াস কত উদ্যোগ, কত প্রাণিহিংসা ক'চ্ছে—কিন্তু এর শেষ ফল কি? অতি ভোজনে উদরাময়—পরিণাম মৃত্যু! কেউ কৃপণ—পেটে না খেয়ে; অঙ্গে না প'রে, আপনাকে

বঞ্চনা ক'রে অর্থ সংগ্রহ ক'চ্ছেন! নানা রকমের সং নিয়ে না সংসার, সংসারে তৃপ্তি কোথায়? শান্তি কোথায়? নিবৃত্তি কোথায়? সে সংসারে আমি থাকি কেন? আমি না সংসার ছাড়্‌লে—গৌর-লীলার ত বিকাশ হবে না। আমি চ'ল্লেম—সাধের নদীয়া ছেড়ে, চ'ল্লেম্। পিতৃদেব! মা-জননি! আমার অপরাধ নিওনা। জানি, আমার জন্যে তোমরা কাতর হবে, কিন্তু আমি যে থাক্তে পার্চ্ছিনে মা! তোমার নিমায়ের কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তার ঘটাতে—আমাকে যেতেই হবে। কিছু মনে ক'রো না মা! তোমাকে আর পরমারাধ্য পিতৃদেবকে উদ্দেশে প্রণাম ক'রে, আজ আমি জন্মের মত বিদায় নিচ্ছি—হরি! আমার সাধনা যেন সিদ্ধ হয়—

[প্রস্থান।

গান গাহিতে গাহিতে বালকগণের প্রবেশ

ছাড়ি ধূলো-খেলা, এসো এই বেলা, হরি-গুণ-গাইরে!
ভজি গোবিন্দ, পদারবিন্দ, কিযে আনন্দ পাইরে!
সে যে বাঁকা শ্যাম—ত্রিভঙ্গ ঠাম,
ভুবনাভিরাম,—চির-গুণ-ধাম,
মুখে অবিরাম, বল হরি নাম, নেচে নেচে চল যাইরে!
নব নটবর, নীরদ বরণ,
নর-নারায়ণ, নীরজ নয়ন,
নয়ন রমণ, শ্রীপদ শরণ, কর অনুক্ষণ ভাইরে।

১ম। আজ গান গেয়ে তেমন ত সুখ হ'চ্ছেনা ভাই!

২য়। আজ যে নিমাই নেই, গান জমেও জম্‌ছে না।

৩য়। নিমাই কেন এখনও এলো না?

১ম। হয় ত তা'র বাবা আস্‌তে দেয় নি।

২য়। না, তা' নয়, নিমাই বাড়িতেও নেই, আমি তা'কে ডাক্‌তে গেছলুম, শুন্‌লুম—তা'র দাদাকে সে খুঁজতে গেছে, সকাল থেকে নাকি তা'র দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

১ম। ঐ যে—নিমাই আস্‌ছে—সে কি আমাদের ছেড়ে থাক্তে, পারে?

গান গাহিতে গাহিতে নিমায়ের প্রবেশ

"উদিত পূরণ, নিশি নিশাকর, কিরণ করু তম দূরি।
ভানু নন্দিনি, পুলিন পরিসর, শুভ্র শোভত ভূমি॥
মন্দ মন্দ সুগন্ধ শীতল, চলত মলয় সমীর।
ভ্রমরগণ ঘন ঝঙ্করু কত কুহকে কোকিল কীর॥
বিহরে বরজ কিশোর।
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী পেখি পরম বিভোর॥
কঞ্জলোচনে ললিত অভিনয় বরিষে রস জনু মেহ।
ভনয কিয়ে ঘনশ্যাম প্রকটত জগতে অতুলিত লেহ॥"

সক। নিমাই! আয় ভাই! খেলা করি।

নিমা। না ভাই! আর আমি খেলব না, দাদা কোথায় চ'লে গেছেন, বাবা মা কাঁদছেন, এখনি বাড়ী যেতে হবে।

তোরা হরিনাম ক'র্চ্ছিলি, শুনে থাক্তে পার্লুম না তাই ছুটে এলুম। চ'না ভাই! আমাদের বাড়ীতে চ'না—

১ম। এখন আর যাবনা ভাই! বেলা হ'য়ে গেছে, খেয়ে দেয়ে তো'দের বাড়ীতে যাব।

নিমা। দেখিস্ ভাই! ভুলিস্‌নে,—আমাদের বাড়ীতে আজ ক'দিন ধ'রে অতিথ্ এসেছে, সে বড় ছেলে ভাল বাসে, আজ তা'র সঙ্গে এক নতুন খেলা খেল্‌তে হবে। নিশ্চয় যাস্—

সক। যাব বৈ কি! তুই ভাত খেগে যা'—আমরা শীগ্‌গীর যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জগন্নাথ মিশ্রের বহির্বাটী

একজন অতিথি ও জগন্নাথ মিশ্র

অতি। বালকের কি নাম রেখেছেন?

মিশ্র। নিমাই। ইতিপূর্ব্বে আমার অনেকগুলি সন্তান নষ্ট হ'য়ে গেছে, তাই ওকে "নিমাই" ব'লে ডাকি। ঠাকুর! আমি বড় মন্দভাগ্য, ভগবান্ পুত্র-সুখ আমার ভাগ্যে লেখেন নি। নৈলে বড় ছেলেটী, ষোড়শ বর্ষ বয়সেই ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায় দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে—অগাধ পণ্ডিত হ'য়েছিল,—আজ

তিন দিন সে কোথায় বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছে। গৃহিনী আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে কেবল—"বিশ্বরূপ" "বিশ্বরূপ" ব'লে রোদন ক'চ্চেন। আমারও মনের অবস্থা শোচনীয়। কেবল আপনি অতিথি,—নারায়ণ—আপনার সেবার জন্যই আমি উঠেছি! ছোট ছেলেটী—বড় দুরন্ত—তা'র চাঞ্চল্যতো দেখলেন,—আপনার প্রস্তুত অন্ন দু' দু'দিন নষ্ট ক'রে দিলে!

অতি। বালক—ওর আর কত বুদ্ধি হবে? এদিকে কথা বার্ত্তায় ত বেশ দেখ্‌লেম্, কেবল একটু চঞ্চল স্বভাব। তা' আর একটু বড় হ'লে ও দোষ শুধরে যাবে। আপনি ছেলেটীকে লেখা পড়া শিখ্‌তে দিন। লেখা পড়া শেখ্‌বার বয়স হ'য়েছে।

মিশ্র। ওকে লেখা পড়া শেখাবার আর আমার ইচ্ছা নাই। বেশী লেখা পড়া শিখে বেশী বুদ্ধিমান্ হ'য়েই বিশ্বরূপ আমার সংসার ছেড়েছে, নিমাইও কি আবার লেখা পড়া শিখে সন্ন্যাসী হবে? ও মূর্খ হ'য়েই আমার ঘরে থাক, বেঁচে থাক—আর আমি কিছু চাইনে। গৃহিনী আপনার অন্ন চড়িয়ে দি'চ্ছে আপনি কেবল নামিয়ে নেবেন।

[প্রস্থান।

অতি। [স্বগতঃ] এই মিশ্র মহাশয় বড় ভদ্রলোক, আমাকে কি যত্নই না ক'চ্ছেন! ছেলে সংসার ত্যাগী হ'য়ে কোথায় চ'লে গেছে,—পাছে আমার যত্নের ত্রুটী হয়, সেই ভয়ে

—ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী সেই সদ্যজাত সন্তান-বিয়োগ-বেদনাও ভুলে গেছেন। এমন মানুষ কি আর হয়? যাই, আমিও স্নানাহ্নিক সেরে নি।

[প্রস্থান

মিশ্র ও শচীদেবীর প্রবেশ

শচী। এই স্থানেই আহারের ঠাঁই ক'রে দিই?

মিশ্র। হাঁ, এই স্থানেই দাও। অতিথি একাহারী—আজ যেন তাঁর খাওয়াটী ভাল হয়। নিমাই দু'দু'দিন তাঁর আহার্য্য নষ্ট ক'রে দিয়েছে। ব্রাহ্মণের দু'দিন খাওয়াই হয়নি, আজ যদি আবার ভোজনে ব্যাঘাত হয়, তাহ'লে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে! সেই জন্যে আজ বারবাটীতেই ব্রাহ্মণের খাওয়ার ব্যবস্থা কর্ল্লেম। আমার ভয়ে নিমাই এদিকে ঘেঁসবে না।

[শচীদেবী কর্ত্তৃক অতিথির ভোজন স্থান মার্জ্জন, গঙ্গাজল প্রক্ষেপ, কুশাসন বিস্তার, ইত্যাদি করণ]

মিশ্র। ঐ যে ব্রাহ্মণ স্নান ক'রেও এসেছেন। তুমি যাও—ওঁকে পরিধেয় পরিবর্ত্তনের বস্ত্র দাওগে। আমি কলা পাতা ও লবণ নিয়ে আসি।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

[অন্ন স্থালী হস্তে অতিথির প্রবেশ তৎপশ্চাৎ
কদলী পত্র ও লবণ হস্তে মিশ্রের প্রবেশ।
যথাদ্রব্য যথাস্থানে রক্ষা।]

মিশ্র। তবে আপনি আহার করুন, আমি দ্বার দেশে অপেক্ষা করি গে। নিকটেই আছি, কিছুর প্রয়োজন হ'লে অনুমতি ক'র্ব্বেন।

অতি। আপনার ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি যান, একটু বিশ্রাম করুণ। [মিশ্রের প্রস্থান। অন্ন পাত্র সম্মুখে রক্ষা পূর্ব্বক অতিথি ধ্যান-মগ্ন] "বিষ্ণুরাত্মা তথৈবান্নং ভুঙ্ক্ষ ভক্ত মিদং শুভং। তেন সত্যেন মদ্ভুক্তং জীর্য্যত্যন্নমিদং তথা।"

নিমায়ের প্রবেশ

নিমা। এই যে, অতিথ ঠাকুর ভাত নিয়ে চ'খ বুজে ব'সে আছেন। আমি এই বেলা এঁটো ক'রে দিই।

[অন্ন কবল ভক্ষণ]

অতি। [নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক] এ কি! তুমি আবার আজ ও আমার অন্ন উচ্ছিষ্ট ক'র্লে?

নিমা। আপনি যে আমায় খেতে ব'ল্লেন।

অতি। কখন তোমায় খেতে বল্লুম?

নিমা। এই মাত্র। খেতে না ব'ল্লে, আমি খাব কেন?

অতি। সে তো আমি নারায়ণকে নিবেদন কল্লুম।

নিমা। অতিথি! তুমি আমার বাড়ী এসেছ, তুমি আমার "নারায়ণ," আমি বামুনের ছেলে—আমি তোমার কাছে "নারায়ণ"। তুমি আমাকেই' ভাত খেতে ব'লেছ, আমি তোমায় প্রসাদ ক'রে দিলুম। এখন তুমি খাও—

অতি। বালকের মুখে একি অদ্ভুত কথা! আঁ্যা—সত্যইত এ শিশু নারায়ণ, এর দেহের উজ্জ্বল কিরণ যেন এস্থানকে জ্যোতির্ম্ময় ক'রে তুলেছে। এই শিশুর দেহে অবতারের সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান, কেবল শ্যাম বর্ণের অভাব, নৈলে, সব ঠিক মিল্‌ছে। বালক! এইবার তোমায় চিনেছি, তুমি অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে গৌরাঙ্গ হ'য়ে—জগৎমুগ্ধ ক'র্ত্তে এসেছ। বুঝেছি প্রভু! শ্যাম হ'য়ে রাধাকে কাঁদিয়েছিলে, আজ গৌর হ'য়ে নিজে কাঁদতে এসেছ'। তোমার ঋণ পরিশোধের সময় হ'য়ে এসেছে! আমি মূর্খ—অজ্ঞান—তাই ছ'দিন তোমার প্রসাদকে উচ্ছিষ্ট মনে করে অবজ্ঞা করেছি—প্রভু আমাকে তুমি ক্ষমা কর—

নিমা। ও কি, ওসব কথা কি ব'লছ ঠাকুর?

অতি! আর ভোলাতে পাচ্ছনা, এবার ধরা প'ড়েছ ঠাকুর!
তুমিই, সেই—মৎস্য অবতারে—চতুর্ব্বেদ ক'রেছ উদ্ধার,
সে সময় ছিল সৃষ্টি জলে জলময়,
তাই, মৎস্য রূপে তোমার উদয়,
বিবর্ত্তন বাদ বলে—জলে স্থল ভাগ জাগিল যে যুগে,—
সেই যুগে—জল স্থল উভচর—কূর্ম্ম রূপে অবতার তুমি!

স্থল ভাগ উদ্ভিদে আচ্ছন্ন হ'ল যবে,
তুমি এলে বরাহের বেশে,
প্রাণী জগতের ক্রমোন্নতি—
অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ নর—নৃসিংহ মূরতি,
পশুভাব ক্রমে অন্তর্হিত—
বিকৃত মানব বেশে হইলে বামন অবতার,
ঘুরিল উন্নতি চক্র পুনঃ,—ধরিলে পরশুরাম বেশ,
তা'র পর—পূর্ণ নরাকার,—
সমাজে শান্তির সংস্থাপন,
রামরূপে আসিলে তুমিহে নারায়ণ!
ত্রেতাযুগ অস্ত হ'ল—আসিল দ্বাপর—
কৃষ্ণ অবতার হ'লে তুমি,
এসেছ এবার,—মিশ্রের বালক সেজে হে কলি-পাবন!
এ যুগে—প্রেমের খেলা এসেছ খেলিতে,
প্রেমময় তুমি পরমেশ!
দয়াময়! অপূর্ব্ব করুণা তব, ভক্তের উপর।
ভক্তাধীন, আশা পূর্ণ হ'য়েছে আমার,
ধর প্রভু!—দীনের প্রণতি নমস্কার!

নিমা। না, তুমি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'র্লে, দেখ্‌ছি বাবার কাছে আমায় বকুনি খাওয়াবে—আমি পালাই।

[প্রস্থান]

শচীর প্রবেশ

শচী। আপনার অন্ন যে সবই প'ড়ে রয়েছে, আহার করেন নি ?

অতি। আর আমার ক্ষুধা নেই মা! এ অন্ন আমার মহা প্রসাদ, এ অন্ন উত্তরীয় ক'রে বেঁধে নিয়ে গিয়ে, আমি দেশে দেশে বিতরণ ক'র্ব্ব। আমার ইষ্টদেব প্রসন্ন হ'য়ে এ অন্ন ভক্ষণ ক'রেছেন। মা! তুমি ভাগ্যবতী, তোমার পুত্রের মহিমায়, শীঘ্রই তুমি দেবী ব'লে পূজিতা হবে। তোমাদের অতিথি সৎকারে আমি পবিত্র হ'য়েছি। তুমি একবার আমার সম্মুখে দাঁড়াও আমি তোমার পদরেণু মাথায় মেখে জন্ম সফল করি!

বেগে জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ

মিশ্র! ব্রাহ্মণি! ব্রাহ্মণি! সর্ব্বনাশ হ'ল—দেখ্‌বে এস' তোমার নিমাই কি কর্চ্ছে—

শচী! অ্যাঁ—কি হ'য়েছে ?

মিশ্র। ঠাকুর ঘরে গিয়ে দোল চৌকী থেকে শালগ্রাম ফেলে দিয়ে, তাতে নিজে ব'সে দোল খাচ্ছে—আর পাড়ার ছেলে গুলোকে শেখাচ্ছে—"দোল দোল দোল, কেষ্ট-রাধার দোল"—'ব্রাহ্মণি! দেখে আমার গা' কাঁপ্‌ছে, কপালে কি আছে জানিনে, দেব বিগ্রহের অপমান—মহা অকল্যাণ, এই ছেলে হ'তেই হয়ত ধ্বংস হ'তে হবে।

অতি। ভাগ্যবান,—মিশ্র তুমি,
ত্যজ অমঙ্গল ভয়,
তোমার তনয়, সামান্য ত নয়, সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার!
ক'রোনা তাহারে তিরস্কার, সর্ব্বজয়ী এ শিশু তোমার।
[শচীর প্রতি] চল মাতা! দেখে আসি, শ্রীহরির দোল!
হয়ত জীবনে আর পাবনা দেখিতে!

মিশ্র। আসুন ঠাকুর! কাণ্ড দেখ্‌বেন আসুন সামান্য বালক—তা'র এত সাহস। ঠাকুরের সিংহাসনে ঠাকুর হ'য়ে বসে! এ তো ভাল লক্ষণ নয়।

[মিশ্র ও অতিথির প্রস্থান।

শচী। নারায়ণ! একি কথা শুনি—
দেবের আসনে, দেব হ'য়ে বসে,
এ কুমতি কেন নিমায়ের?
সত্যই কি দেব অংশে জন্ম এ শিশুর!
কিছু না বুঝিতে পারি, কোন্ ভাবে কখন কি করে!
পিতা মাতা কারেও না ডরে, উচ্ছৃঙ্খল দারুণ স্বভাব।
নিমাই কি বাঁচিবে আমার?
নিমাই কি সন্তান আমার?
যখন সম্মুখ দিয়া যায়,
শুনি যেন পায়ে তা'র নুপূরের ধ্বনি!
নিশিতে স্বপনে দেখি—সিংহাসনে ব'সেছে নিমাই,
কর যোড়ে দাঁড়াইয়া যত দেবগণ, নিমায়ের স্তব করে।

ভয়ে কাঁপে প্রাণ—স্বপনের কথা স্মরি,
অন্তরে শিহরি—পরিণাম ভাবি বালকের !
বিশ্বরূপ ছেড়ে গেছে, এ ও বুঝি ছেড়ে চ'লে যায় !
জিজ্ঞাসিব কায়, কি উপায়—করি প্রতিকার।

প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ

১ম। হ্যাঁগা নিমায়ের মা ! তোমার নিমাইকে একটু শাসন কর না কেন বাছা ? রোজ রোজ কি এ সব ভাল লাগে ?

শচি। কি ক'রেছে মা ?

১ম। কি দুষ্টু ছেলে বাপু, ওর জন্যে কি কিছু কর্ব্বার যো নেই ? গঙ্গায় নাইতে গিয়েছিলুম,—ঠাকুর পূজো ক'র্চ্ছিলুম—তোমার নিমাই গিয়ে বল্লে—আমায় পূজো করনা, আমিই যে তোমার ঠাকুর। ও পাড়ার বামুণ মা নৈবিদ্যি সাজিয়ে গঙ্গা পূজো কর্চ্ছিলেন, নিমাই গিয়ে সব নৈবিদ্যির চালকলা এঁটো ক'রে দিলে। কাদের একটী বৌ নিমাইকে বারণ ক'রেছিল, সেই রাগে নিমাই কিনা তা'র কাঁকের কলসীটা ভেঙে দিলে। ঘাটের ওপর কেউ কাচা কাপড় খানি রেখে জলে নেমেছে, নিমাই ছোঁচ পড়া হ'য়ে অমনি তা'র কাপড় খানি ছুঁয়ে দিয়ে ছুটে পালাল। আমরা পাড়াপড়্সী, আমরা না হয় চক্ষু লজ্জার ভয়ে চুপ ক'রে থাকলুম। অন্য লোকে এসব অত্যাচার কি সৈতে পারে ?

২য়। ঢের ছেলে দেখেছি' বাবা! এমন দজ্জাল ছেলে বাপের বয়সে দেখিনি, আমি সেদিন নারায়ণকে মালা চন্দন দেব ব'লে—মদন গোপালের মন্দিরে যাচ্ছিলুম, নিমাই চীলের মত ছোঁ মেরে মালা ছড়াটা কেড়ে নিয়ে কিনা গলায় প'রলে! ঠাকুর দেবতা নিয়ে এসব রঙ্গ কি ভাল মা?

শচী। আচ্ছা মা! আজ আমি তা'কে বেশ ক'রে শাসন ক'রে দেব। আর তাকে গঙ্গার ঘাটে যেতে দেব না। সে অজ্ঞান, তোমরা তা'র দোষ অপরাধ নিও না। আমার তো আর নেই, তাই একটু আবদেরে হ'য়ে প'ড়েছে, বল্লে মানে না। তোমরা তাকে তোমাদেরই পেটের ছেলে মনে ক'র। গাল মন্দ দিওনা মা!

২য়। গালই যদি দেব, তবে তোমার কাছে বল্‌তে আস্‌ব কেন? তোমার মুখ চেয়ে আমরা সব ভুলে যাই! এখন আমরা চল্লুম, বাড়ী এলে তুমি একটু ব'কো।

[প্রস্থান।

শচী। নিমাই দিন দিন অশান্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে। ব'কলে কর্ত্তা রাগ করেন, আজ আমি খুব ক'রে শাসন ক'র্ব্ব। কোনও কথা শুনব না। দেখি গেল কোথা?

[প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ

গৈরিক বেশ ধারিণী মোহিনী ও রামচন্দ্র উপস্থিত

রাম। আরে ছ্যা! মোহিনি! তুমি কি পাগল হ'লে? এত ধন দৌলত—সব বিলিয়ে দিলে?

মোহি। না, রামচন্দ্র! আমি পাগল হইনি। পাগলের কি অর্থলোভ থাকে? পাগল কি পরের পরামর্শে পরাৎপরের; পরমাত্মীয়কে পাপপ্রেমের প্রলোভন দেখাতে যায়? এখন দুঃখ হ'চ্ছে—শ্রীহরি কেন আমায় পাগল করেন নি; তাহ'লে যে অনেকদিন আগেই আমি পরলোকের পথ দেখ্‌তে পেতুম।

রাম। ওঃ—এতক্ষণে তোমার মনের কথা বুঝতে পাল্লুম, আমার উপর তোমার অভিমান হ'য়েছে। আমিই তোমায় বুড়ো হরিদাস ব্যাটার কাছে পাঠিয়ে ছিলাম, তা'কে তুমি ভোলাতে পারনি! তা' সে জন্যে আর দুঃখ কি? কাজ হাঁসিল ক'র্ত্তে পার্লে লাখ টাকা পেতে, এখন না হয় অর্দ্ধাঅর্দ্ধিতে রফা কর। আমি রামচন্দ্র খাঁ—মুখে যা' ব'ল্‌ব, কাজেও তা' ক'র্ব্ব। তুমি একটু থাক, আমি এখনি টাকা এনে দিচ্ছি।

মোহি। রামচন্দ্র! আর আমি তোমার পাপের অর্থ চাইনে; প্রভুর কৃপায় আমি পরমার্থের সন্ধান পেয়েছি। আমি জানি, তুমি

আমায় ভাল বাস্‌তে, সেই ভালবাসার অনুরোধে, তোমাকে একটা কথা ব'ল্‌তে চাই। দেখ, জীবনে অনেক পাপ ক'রেছ ; বেশ্যার প্রেমে আত্মহারা হ'য়ে সাধ্বী সতী পতিপ্রাণা পত্নীর প্রাণে কষ্ট দিয়েছ, প্রজা-পীড়ন ক'রে অর্থ সংগ্রহ করে, সে অর্থ বিলাসিতায় ব্যয় ক'রেছ ; তুমি আমার চেয়েও পাপী। সেই জন্যই ব'লছি—তোমার অনেক টাকা আছে, সে টাকার সদ্ব্যয় ক'রে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। এ পৃথিবীর সুখ আর কদিন ? মোহমুগ্ধ হ'য়ে তবে আর পাপের ভরা ভারি কর কেন ? যাও, বাড়ী যাও, দেখ—কে কোথায় দীন দুঃখী আছে—তা'র দুঃখ মোচন কর। যে খেতে পায় না, তাকে খেতে দাও, রোগি আতুরের চিকিৎসার উপায় ক'রে দাও, জলহীন প্রান্তরে পুষ্করণী কাটিয়ে দাও তোমার অর্থ সার্থক হবে। জীবনেও শান্তি আস্‌বে।

রাম। অ্যাঁ—হঠাৎ তুই এ কি হ'লি মোহিনি ? এযে একেবারে ভট্টচাজ্যি মশাই। চিরকাল পাপ ক'রে এসে,—এখন একেবারে এত পুণ্যি ! ওরে, আমরা যদি পুণ্যি করি, তাহ'লে যে একদিনও বাঁচব না। গরীব খাওয়ালে, পুকুর কাটিয়ে দিলে, আমাদের পাপ কি খণ্ডায় ? তুই হ'লি বেশ্যা, আমি হলুম লম্পট, আমরা ভাল কাজ কর্ল্লে, লোকে বিশ্বাস কর্ব্বে কেন ? দেখ্‌ছি,—তোকে সেই বুড়ো ব্যাটা মিছে ভুজুং দিয়েছে। ও বোষ্টম ব্যাটাদের আমি জানি, ব্যাটারা মেয়ে মানুষ দেখেছে কি ভুলিয়েছে। শুনিস্‌নে মোহিনি, বুড়ো

ব্যাটার কথা শুনিস্‌নে। এমন রূপ, এমন যৌবন শেষ কালে কিনা এক ব্যাটা বোষ্টমের সেবা দাসী হবি? ভিক্ষে ক'রে খাবি? ছিছি! ওসব বদ-মতলব ছেড়ে দে। তোর কি হরি নাম করা ভাল দেখায়? বেশ্যা কি হরি নামের ফল পায়।

মোহি। রামচন্দ্র! নিতান্ত অবোধ তুমি।

হরিনাম ব্যর্থ নয় গণিকারো মুখে।
শোননি কি উপাখ্যানে—
ছিল বেশ্যা "রত্নমালা" নামে,
রাজনাট্যশালে, করিত সে অভিনয়।
একদিন সে রমণী প্রহ্লাদ সাজিয়া,
ক'রেছিল হরি হরি ধ্বনি,
সেই পুণ্যে, মৃত্যুর সময়ে,—
যমদূত স্পর্শ তারে করেনিক ভয়ে!
অভিনয় ছলে—বারেক করিয়া হরিনাম,
বিষ্ণুলোকে, হ'য়েছিল শেষগতি তা'র।
কল্পতরু হরিনাম—সে নাম বিফল নয় বেশ্যার বদনে।
শুনেছি শ্রবণে—
একবার হরিনামে যত পাপ হরে,
পাপীর নাহিক সাধ্য তত পাপ করে।
পাপীর উদ্ধার তরে—এ জগতে হরিনাম হ'য়েছে প্রচার।
হরি বিনা গতি নাই আর,
হরি দাস—শ্রীগুরু আমার,

প্রসাদে তাঁহার এ প্রাণের মলা মাটী সব গেছে ধুয়ে।
তাঁর পুণ্যে, পাপে নাহি ডরি,
পাপহারী হরি,
করিবেন অন্তিমে উদ্ধার।
রামচন্দ্র! এখনও সময় আছে—
এখনো কুমতি ছাড়ি, হরি কর সার।
চিরশান্তি—মনে প্রাণে জাগিবে তোমার।
চলিলাম, এ দেশ ছাড়িয়া,
তব সনে এই শেষ সাক্ষাৎ আমার।
হরি বোল—হরি বোল—হরি বোল—

[প্রস্থান।

রাম। শালী খেপেছে। নৈলে ভেক নেয়? বোষ্টম ব্যাটাদের বাহাদুরী আছে বাবা! এক ফুস্ মন্তর ঝেড়েই—এমন ঘাগী মেয়ে মানুষটাকে বশ ক'রে নিয়েছে! শালীর আস্পর্দ্ধা দেখেছ—আমায় বলে কিনা হরিনাম ক'র্ত্তে। আরে মর্ বেটী! আমার কিসের অভাব যে ঐ বিচ্ছিরি, বেয়াড়া, বিটকেল বদনামটা ক'র্ব্ব? পুণ্যি ক'র্ত্তে হয়—মরবার সময়। এখন জোয়ান আছি—এখন ওসব ফ্যাচাং কেন? যখন পেটের ব্যারাম হবে, পেটে হাঁসের ডিম্ কাঁকড়া হজম হবে না,—তখন বোষ্টম হব। এখন—কেবল ফুর্ত্তি—কেবল ফুর্ত্তি—এখন, "সধবা বিধবা নাস্তি নাস্তি নারী পতিব্রতা! বিরলে যদ্যপি সাক্ষাৎ—ফুস্ফুসানি—মনের কথা!" এখন—অতি সরল

তরল লাল রূপং ! কিবা ঢল ঢল ফল কাম কূপং।" যাই, এ বেটী তো হাত ছাড়া হ'ল। আবার একটার যোগাড় দেখিগে। সোমত্ত বয়সে কি একলা থাকা পোষায় ?

[প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মিশ্রের বাটী

মিশ্র ও শচী দেবী উপস্থিত

মিশ্র। দেখ ব্রাহ্মণি ! নিমাই দিন দিন অশান্ত হ'য়ে উঠ্ছে, দেবতা ব্রাহ্মণ মানে না, ওর জ্বালায় কেউ পূজো ক'র্ত্তে পায় না ! অশুচি কাপড়ে সবাইকে ছুঁয়ে দেয়, বিষ্ণু পূজোর নৈবেদ্য কেড়ে খায়। এ সব ভাল লক্ষণ নয়। লোকে কেন পরের ছেলের এত অত্যাচার সহ্য ক'র্ব্বে ? তারা আমার খাতিরে প্রকাশ্যে কিছু না বলুক মনে মনে ত রাগ করে। তুমিই আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটার মাথা খেলে। এক ছেলে লেখা পড়া শিখে সন্ন্যাসী হ'ল ব'লে, একেও লেখা পড়া শিখ্তে দিচ্ছ না। বামুনের ছেলে ঘরে ব'সে আকাট মুখ্যু হ'লে—এই রকম স্বভাবই দাঁড়ায়। এখন ছেলে মানুষ আছে এর পর বড় হ'লে অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়্বে।

শুধু আমার দোষ দাও কেন? তুমিও তো নিমাইকে লেখা পড়া শিখ্‌তে দিচ্ছ না। অ্যালাকাড়ি পেয়ে সেও ধিঙ্গিপদ হ'য়েছে, দিন নেই রাত নেই ছেলের পাল নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তুমি আবার একটু শাসনও কর না।

মিশ্র। এবার আমি ঠিক ক'রেছি—অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে নিমাইকে প'ড়্‌তে দেব। তিনি আজ নিজেই আমাকে ডেকে এ কথা ব'ল্লেন। বামুনের ছেলে, এর-পর টোল ক'রে ত বাপ্‌ পিতামোর নাম রাখ্‌তে হবে। এখন ব্যাকরণ পড়ুক—গঙ্গাদাস নবদ্বীপের মধ্যে—ব্যাকরণের বড় পণ্ডিত। তা'র পর কাব্য অলঙ্কার, স্মৃতি ন্যায় সবই পড়্‌বে। ঐ যে নিমাই উঁকি মারছে, আমাকে দেখে এখানে আসতে সাহস ক'র্চ্ছে না। আমি এখন চল্লেম্, তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে ব'লো। বেশী ব'কোট'কো না।

[প্রস্থান।

নিমায়ের প্রবেশ

নিমা। বাবার সঙ্গে কি কথা ক'চ্ছিলি মা?

শচী। তোকে আবার পড়াতে দেব। তুই বড় দুরন্ত হ'য়েছিস্ তোর জন্যে পাড়া পড়্‌সীর কাছে মুখতুলে কথা কইতে পারিনে। তুই হ'লি কি নিমাই? ক্রমে ডাগর হ'চ্ছিস্—এখনও দুষ্টুপণা গেল না! তোর কি লজ্জাও হয় না?

তোর চেয়ে কত ছোট ছেলে—তারা কেমন লেখা পড়া শিখ্‌ছে আর তুই বাড়ীতেও একবার পুঁথি খানা খুলে দেখিসনে!

নিমা। লেখা পড়াত' আমি সবই শিখেছি মা!

শচী। তা জানি। বামুনের ঘরের আকাট মুখ্যু হ'য়ে থাক্‌বি। এরপর পেটের দায়ে চুরী ক'র্ব্বি আর কি?

নিমা। চুরি করা যে আমার অভ্যেস্ মা! এই জন্যেই লোকে আমায় "ননী চোর" "মাখন চোর" "বসন চোর" বলে!

শচী। কথা ত' খুব পাকা পাকা শিখেছিস্। এখন আমার কথা শোন্, কাল থেকে ছোঁড়াদের সঙ্গে আর খেলা ক'র্ত্তে যেতে পাবিনে।

নিমা। খেলা যে আমি বড় ভালবাসি মা!

শচী। তোকে ত' খেল্‌তে বারণ কর্চ্ছিনে। ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পাবিনে। খেলা ক'র্ত্তে ইচ্ছে হয়, বেশ ত, বাড়ী ব'সে খেলা কর না।

নিমা। আমি যে রোজ রোজ নূতন খেলা খেলি মা! বাড়ীতে ব'সে সে খেলা হবে কেন?

শচী। ওসব ছেঁদো কথা আমি শুন্তে চাইনে। আমি কিছুতেই তোমায় ছেলে গুলোর সঙ্গে মিস্‌তে দেব না।

নিমা। কেন মা?

শচী। শুন্তে পাই, ছোঁড়াদের সঙ্গে তুই এর ওর বাড়ী যাস্, গিয়ে জ্বালাতন করিস্, কেউ ঠাকুর পূজোর নৈবেদ্য রেখেছে

তুই গিয়ে তা' এঁটো ক'রে দিস্। এ তোর কেমন স্বভাব? লোকের বাড়ী যাস্ কেন?

নিমা। তা'রা আমায় ডাকে কেন?

শচী। হ্যাঁ—ডাকে! তা'দের ত ঘুম হ'চ্ছে না।

নিমা। না ডাক্‌লে কি আমি অম্নি যাই?

শচী। কৈ, কেউত তোকে ডাক্‌তে আসে না।

নিমা। ডাক্‌তে আস্‌বে কেন মা, তারা ডাক্‌লে যে আমি আপনিই তা'দের কাছে যাই।

শচী। এবার থেকে আর যেতে পাবিনে, যেই ডাকুক, তোর যাওয়া হবে না।

নিমা। ডাক্‌লে, না গিয়ে যে আমি থাক্‌তে পারিনে মা!

শচী। তবে রে দুরন্ত ছেলে! দাঁড়াত' তোকে বেঁধে রাখ্‌ছি।

নিমা। আজ আর নূতন ক'রে কি বাঁধবে মা! তুমি তো আমায় জন্ম জন্ম ধ'রে বেঁধে রেখেছ। তোমার বাঁধন যে যুগ যুগান্তরেও আমি ছিঁড়্‌তে পারিনে।

শচী। ষাট্। ষাট্ ওকি কথা? বাঁধার কথা কি ব'লছিস্ বাবা? আমি কি তোকে বেঁধে রেখেছি?

নিমা। তুমি আমায় স্নেহের বাধনে বাঁধনি?

শচী। দূর পাগল ছেলে! কথার শ্রী দেখ! এখন শোন, কর্ত্তা ব'লছিলেন—নিমাই আমার পণ্ডিত হয়ে টোল কর্ব্বে—বাপ্ পিতা মোর নাম রাখ্‌বে। তোর ওপর ওঁর অত আশা,—তুই

একটু বোঝ্, খেলা টেলা ছেড়ে একটু লেখা পড়ায় মন দে। সেই সকালে বেরিয়েছিলি, তিন পোর বেলায় বাড়ী ফিরে এলি। রোদে রোদে ঘুরে মুখখানি শুকিয়ে গেছে। চল্ কিছু খাবি চল্—

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৈঠকখানা

রামচন্দ্র খাঁ ও জগাই মাধাই উপস্থিত

রাম। কিরে জগা! তুই আর মেধো থাক্তে, ঠাকুরের চক্রের যোগাড় হবে না? তোরা কি ষোল বছরের একটা মেয়ে মানুষ যোগাড় ক'র্ত্তে পার্ব্বিনে?

জগা। কেন পার্ব্বনা হুজুর? আমরা কি চেষ্টার কসুর ক'র্চ্ছি? দিন রাতই ত নর্দ্দের পাড়ায় পাড়ায় ঘুর্চ্ছি,—কোনও বেটীকে বাগাতে পাচ্ছিনে! আমাদের দেখ্‌লেই অমনি বেটিরে ঘরে খিল দেয়।

রাম। আরে আহাম্মুখ, ও রকম ক'রে খুঁজলে কি মেয়ে মানুষ পাওয়া যায়? কারু বৌ ঝি পথে বেরিয়েছে, নাইতে যাচ্ছে, কি জল আন্‌তে যাচ্ছে—সেই রকম সময় ওৎ মেরে ব'সে থাক্‌বি, যেমন সুবিধে পাবি, অম্‌নি একটার মুখে কাপড় গুঁজে দিবি, আর সে চ্যাঁচাতে পার্ব্বে না,—তা'র পর তাকে কাঁধে তুলে অমনি রুদ্র ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাবি। তবে, নজর রাখ্‌বি—মেয়েটা যেন কুমারী হয়।

মাধা। সেইটেই ত শক্ত হুজুর! দূর থেকে মেয়েমানুষ চেনা—বড় শক্ত কাজ। তা'র একটা উপায় ব'লে দিতে পারেন? সে'দিন আমি একটা মাগীকে নিয়ে গিয়ে রুদ্দুর ঠাকুরের কাছে হাজির হ'য়েছিলুম,—ঠাকুর সেটাকে পছন্দই ক'র্লে না। ব'ল্লে,—"এ চ'ল্‌বে না, এ যে সধবা,—কুমারী চাই।" কুমারী এখন পাই বা কোথা, আর চিনিই বা কেমন ক'রে?

রাম। আরে ব্যাটা,—এত বয়স হ'ল আর কুমারী সধবা চিন্‌তে পারিস্‌নে? বেশ ক'রে—মেয়ে মানুষের কপালের দিকে চেয়ে দেখ্‌বি, যদি দেখিস্‌—সিঁদুর আছে, তা'হ'লে বুঝ্‌বি সে সধবা, আর যার কপালে সিঁদুর নেই সে হ'ল কুমারী—এ তো একটু লক্ষ্য রাখ্‌লেই বোঝা যায়।

মাধা। এবার থেকে তাই ক'র্ব্ব। আচ্ছা হুজুর! একটা কথা সুধুচ্ছি—মেয়ে মানুষ চাই, তা'র আবার অত ক্যাচাং কেন? কুমারী চাই, ষোল বছরের হওয়া চাই। এত বাছ্‌ গোছ কেন?

রাম। আরে ব্যাটা! এও জানিস্‌নে, ষোল বছরের মেয়ে মানুষ হ'চ্ছে—মেয়ে মানুষের রাজা। ষোল আনায় টাকা ষোল পয়সায় সিকি, ষোল কলায় চাঁদ পূর্ণ। ষোলর সবই ভাল! তাই তান্ত্রিকরা ষোল বছরের মেয়ে মানুষের তারিফ করেন।

জগা। আচ্ছা হুজুর! রুদ্দুর ঠাকুর ত সন্নিসি, তেনার অত মেয়ে মানুষের দিকে নজর কেন?

রাম। জানিস্‌নে ? মেয়ে মানুষ যে "শক্তি" আর তান্ত্রিকদের মা কালীও মহাশক্তি, শক্তি না হ'লে কি শক্তির পূজা হয় ?

জগা। এযেন বুঝলুম, কিন্তু হুজুর ! রুদ্দুর ঠাকুর ত মদ ও খান মদ খেলে কি ধর্ম্ম হয় ?

রাম। তান্ত্রিকরা যে মদ খায় সে কি মদরে ব্যাটা ? সে যে মা কালীর পেসাদী কারণ বারি। তা'দের ধর্ম্মই হ'চ্ছে পাঁচটী "ম''। মদ, মাংস, মাছ, মুদ্রা, আর মেয়ে মানুষ।

জগা। আহাহা ! বড় সেরা ধর্ম্ম হুজুর—মদ, মাংস, মাছ, মেয়ে মানুষ—কটাই ত উমদা জিনিস ! আচ্ছা হুজুর ও কটায় ত আমাদের খুব ঝোঁক, তবে আমাদের লোকে ধার্ম্মিক বলে না কেন ? মদ মাংস খাই ব'লে ব্যাটারা আমাদের মহাপাপী বলে কেন ?

রাম। সেইটেই ত লোকের দোষ। বিশেষ বোষ্টম ব্যাটারা—ও গুলোকে বড় ঘেন্না করে। সেই জন্যই ত আমি বোষ্টম ব্যাটাদের ওপর চটা !

জগা। আচ্ছা হুজুর ! পাঁচটা 'ম' যদি তান্ত্রিকদের ধর্ম্ম হয়, তবে মুচুনমানেরাও ত তান্ত্রিক। ওদেরও ত সব "ম''। ওরা খায়—মুর্গি, ওদের পুরুতের নাম—"মৌলভী' ওদের ঠাকুর বাড়ী হ'চ্ছে—মসজিদ্, ওদের ঠাকুর হ'চ্ছে—'মহম্মদ' ওদের তিথ্যির নাম মক্কা-মদিনা।

রুদ্র যামলের প্রবেশ

রাম। আসুন—আসুন—প্রণাম।

রুদ্র। কৈ রামচন্দ্র! আমার কুমারী কৈ? আর চার দিন পরে ত অমাবস্যা—এখনও তুমি নিশ্চিন্ত রয়েছ? মায়ের পূজায় —তবে কি আমি পূর্ণাহুতি দিতে পার্ব্ব না? তোমার ভরসায় আমি সমস্তই উদ্যোগ ক'রেছি, কেবল একটা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কুমারী হ'লেই হয়। তুমিও কুমারী সংগ্রহ ক'রে দেবে ব'লে ইতিপূর্ব্বেই প্রতিশ্রুত হ'য়েছ। দেখো যেন—আমার চক্র-সিদ্ধি নিষ্ফল না হয়। তুমি প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার, তোমার পক্ষে কুমারী সংগ্রহ অতি সহজ, সেই জন্যই আমি অন্য শিষ্যদের ছেড়ে—তোমাকেই সে ভার দিয়েছি। এখন দেখ ছি, আমার ভার অপাত্রে ন্যস্ত হ'য়েছে!

রাম। গুরুদেব! রাগ ক'র্ব্বেন না। আপনার কাজে—আমার জীবন-পণ। কুমারীর জন্যে আমি চতুর্দ্দিকে লোক পাঠিয়েছি। এই দু'জন—লোক ত আপনার সম্মুখেই উপস্থিত, ওদের বরং জিজ্ঞাসা করুন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—আর তিন দিনের মধ্যেই কুমারী যোগাড় ক'র্ব্ব।

রুদ্র। বেশ! আর তিন দিন আমি অপেক্ষা ক'র্ব্ব। কিন্তু মনে জেনো,—কুমারী না পেলে, আমার সাধনের কায সমস্ত পণ্ড হবে। সে পাপের ভাগী হবে, তুমি।

রাম। গুরুদেব! ক্ষমা করুণ, তিন দিনের মধ্যেই আমি কুমারী সংগ্রহ ক'রে দেব। এ কথার অন্যথা হবেনা। আমার ধন ঐশ্বর্য্য—সুখ বিলাস—সমস্তই আপনার চরণাশীর্ব্বাদে। আপনি আমার ইহলোকের প্রত্যক্ষ দেবতা, আপনার আদেশ আমার শিরধার্য্য। এই কুমারী সংগ্রহের জন্য যদি আমাকে ব্রহ্মহত্যা গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা ক'র্ত্তে হয়, তাতেও আমি পশ্চাদ্‌পদ হব না।

রুদ্র। তোমার ভক্তিতে বড় সন্তুষ্ট হ'লেম—রামচন্দ্র! দেখ এ সাধনায় যে কেবল আমারই সিদ্ধিলাভ হবে, তা' নয়। এ মহাচক্র সাধনায়—তোমাদের দেশের মঙ্গল হবে। এই যে তোমাদের দেশে—দিগন্তব্যাপী আর্ত্তনাদ,—হোমানলে কুমারীর সতীত্ব আহুতি দিলে, দেখবে—এদেশে স্বর্গের অনিন্দ্যসুন্দর শান্তি বিরাজ ক'র্ব্বে। সে' দিন আমি যে—সেই অসহায় ব্রাহ্মণ যুবাকে মাতৃমন্দিরে বলি দিয়েছিলেম, তা'র কণ্ঠ-রক্তে ধরণী সিক্ত হ'য়ে—অচিরেই শস্য পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে, তখন দেখ্‌বে—দেশে আর কখনও দুর্ভিক্ষ হবে না,—ক্ষুধার্ত্তের দারুণ ক্রন্দন বিশ্বদেবতার মহিমায় মহাকাশে জন্মের মত মিশে যাবে। আমার মন্ত্রপূত কারণ বারি—যে একটু পান ক'র্ব্বে, সে আর অকালে জরাগ্রস্ত হ'য়ে ভোগ সুখে বঞ্চিত হ'য়ে থাক্‌বে না। তার অঙ্গে চির যৌবন জেগে উঠ্‌বে। রামচন্দ্র—দেশের বড় দুর্দ্দিন উপস্থিত, বৈষ্ণব ধর্ম্ম মাথা তোল্‌বার চেষ্টা ক'র্চ্ছে—আমি জগতকে দেখাতে চাই—তান্ত্রিক ধর্ম্ম—নরনারীর একমাত্র ধর্ম্ম। আমি

মানুষকে বুঝাতে চাই—তন্ত্রের মহিমায় এই মাটীর মানুষ দেবতা হ'তে পারে। আমি যাজ্ঞিক,—কৃতকর্ম্মে কাপালিক—তোমরা আমার উত্তর সাধক। তোমরা যদি একটু চেষ্টা কর,—তা হ'লে আমি মর্ত্ত্যে—মায়ের সিংহাসন নামিয়ে আন্‌ব।

রাম। আমাদের যা' অনুমতি ক'র্ব্বেন, আমরা তাই পালন ক'র্ব্ব। এই জগাই মাধাই আমার সর্ব্বপ্রধান অনুচর, এরা—আপনার অনেক কাজ ক'র্ব্বে। জগতে এদের অসাধ্য কাজ নাই।

রুদ্র। উত্তম! আমি খুব সন্তুষ্ট হ'লেম। দেখ, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় আমার নিতান্ত অসহ্য। মনে ভেবেছিলাম, মুসলমান শাসন কর্ত্তা এর প্রতিকার ক'র্ব্বেন! কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তাঁরা—এ বিষয়ে উদাসীন, আর যেন তাঁদের প্রাণে ততটা বৈষ্ণব বিদ্বেষ নেই। সেই জন্য বৈষ্ণব-দমনের ভার, মাতৃ আজ্ঞায় আমিই স্বহস্তে গ্রহণ ক'রেছি। তুমি আমার সাহায্য কর্ল্লে,—আমি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ ক'র্ব্ব। আমার জীবন ব্রত—সার্থকতায় রূপান্তরিত হবে।

রাম। বৈষ্ণবের প্রাধান্য আমারও অসহ্য প্রভু! আমি অনেক চেষ্টাতেও বৈষ্ণব হরিদাসকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ক'র্ত্তে পারিনি, আমার সকল প্রয়াসই সে বিফল ক'রে দিয়েছে। তা'র অদ্ভুত ক্ষমার কথা—দেশে দেশে ভাগবতের পুণ্যকাহিনীর মত কীর্ত্তিত হ'চ্ছে। যে নবাবের আদেশে—তার প্রহার দণ্ড হ'য়েছিল, সেই নবাবের কন্যা হরিদাসের আশীর্ব্বাদে মৃত্যুমুখ হ'তে ফিরে

এসেছে। তাই নবাব আদেশ দিয়াছেন—কেউ যেন হরিদাসের প্রতি কোনও অত্যাচার না করে। এতে বৈষ্ণবরা বড় উৎফুল্ল হ'য়েছে। আমি তা'দের দেখাব—শাক্তের সাধনার কাছে—বৈষ্ণবের তেজ কত হীনবীর্য্য। শোন জগাই! মাধাই! আজ থেকে তোমরা কুমারীর জন্য চেষ্টা কর,—এর জন্য বিশ্বের বিপদ তোমাদের প্রতিকূলে দাঁড়ালেও ভয় ক'রোনা। যত অর্থের প্রয়োজন, সবই আমি দেব। যাও—তোমরা সমস্ত নদীয়া তোলপাড় ক'রে মেয়ে মানুষ খুঁজে আন।

জগাই। যে আজ্ঞে হুজুর, আমরা এই চল্লুম—একটা কুমারী কি হুজুর!—এ নদের কারোর ঘরে আর কুমারী রাখ্‌ছিনে। কচি কচি মেয়ে মানুষ পাব, আর ধরে আন্‌ব। মেয়ে মানুষের হাট বসাব, মদের জল ছত্তর খুলে দেব। চ' মেধো! চ— আগে দক্ষিণ পাড়াটা খুঁজে আসি—

[উভয়ের প্রস্থান।

রুদ্র। আমিও এখন চল্লেম। এখনও মায়ের পূজা বাকি। তুমি যেও রামচন্দ্র! তোমার জন্য দেবীর নির্ম্মাল্য রেখেছি।

রাম। যে আজ্ঞে,—আমি আরতির পূর্ব্বেই উপস্থিত হব।

[উভয়ের নিক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

শচীদেবী জপ নিরতা। সম্মুখে—তাম্রপাত্র, পুষ্পপাত্র, পঞ্চপাত্র প্রভৃতি সজ্জিত।

শচী। হরি নারায়ণ! তোমার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে; আমার নিমাই অল্প বয়সেই অনেক লেখা পড়া শিখেছে। সকলেই নিমায়ের সুখ্যাতি করে, শুনে প্রাণে বড় আনন্দ হয়। কিন্তু ঠাকুর! দেখো—যেন নিমাই আমার কোথা'ও চ'লে না যায়! নিমায়ের মুখ দেখেই প্রাণ ধ'রে সংসারে রয়েছি। ঠাকুর! তুমি নিমাইকে সুবুদ্ধি দাও, সংসারী ক'রে দাও, আমি ষোড়শোপচারে ঘৃত পরমান্ন দিয়ে তোমার ভোগ দেব।

নিমায়ের প্রবেশ

নিমা। কার পূজা কর্চ্ছিস্ মা?

শচী। তোর কল্যাণে, হরির পূজা ক'র্চ্ছি বাবা!

নিমা। তুইত হরির পূজ কচ্ছিস্ নে, তুই আমার পূজ কর্চ্ছিস্।

শচী। বালাই! ষাট! ছিঃ বাবা! ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে? তোকে কি আমি পূজ কর্ত্তে পারি? তুই যে আমার ছেলে।

নিমা। হরিও তো তোর ছেলে মা! হরি যে ছেলে হ'তে বড় ভালবাসে মা!

শচী। বাবা! আমি না হয় হরিকে ছেলে বল্লুম, হরি আমায় মা ব'ল্‌বেন কেন?

নিমা। হরি তোমায় 'মা' না বলেন, আমি তোমায় মা ব'লব মা!

শচী। [সাশ্রু নেত্রে] জন্ম জন্ম তুমি আমায় 'মা' ব'লো,—তোমার 'মা' হ'য়ে আমি যেন লোকের কাছে গৌরব ক'র্ত্তে পারি। তুমিই যে আমার সর্ব্বস্বধন নিমাই! চ'—বাবা! বেলা হ'য়েছে,—খাবি চল্—

নিমা। এখন আমার ক্ষিদে পায়নি মা। এখন, পড়াও শেষ হয়নি, আমি—"কৌশিক সূত্র" পুঁথি খানি নিতে এসেছি। অধ্যাপক আমার অপেক্ষায় ব'সে আছেন। আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

শচী। নিমায়ের এখন পড়ার দিকে খুব ঝোঁক্ দেখ্‌চি। বলে—"আমি পণ্ডিত হ'য়ে নবদ্বীপে টোল খুল্‌ব, অনেক গরীব দুঃখীর ছেলেকে খেতে দেব, পড়াব।" আহা তাই হ'ক্। নিমাই মানুষ হ'য়েছে দে'খে আমি যেন মর্ত্তে পারি। নিমাই আমার বিদ্বান হ'য়েছে, কিন্তু এখনও সেই ছেলে বেলার পাগলামি গেল না। এখনও যাকে তাকে বলে—"আমি নারায়ণ"—লোকে আমাকেই পূজা করে।" কবে যে নিমায়ের সুবুদ্ধি হবে, নারায়ণই জানেন।

জগন্নাথমিশ্রের প্রবেশ

মিশ্র। ব্রাহ্মণি! দেখ্‌বে এসো—কেমন একটী মেয়ে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে। মেয়েটী অপূর্ব্ব সুন্দরী, যেন মা কমলা। নাম শুনলেম "লক্ষ্মী', তা লক্ষ্মীই বটে! নিমাই—আমার ঘর থেকে পুঁথি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল,— মেয়েটী নিমাইকে দেখে ব'লে উঠ্‌ল—"ঐ আমার বর।" তা'র কথা শুনে নিমাইও দাঁড়াল, তা'র পর তা'র দিকে তাকিয়ে হেসে চ'লে গেল। মেয়েটীর সঙ্গে তা'র 'মা' এসেছেন, তিনি তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে চাচ্ছেন! তাঁর ইচ্ছে নিমায়ের সঙ্গে এই মাসের মধ্যেই লক্ষ্মীর বিয়ে হয়।

শচী। তা' তোমার নিমায়ের মন যেমন উড়ু উড়ু, এই বেলা বিয়েটা দিয়ে দিতে পার্লে বোধ হয় ভালই হয়। আর লক্ষ্মী ত আমাদের জানা শোনা বড় ঘরের মেয়ে। মেয়েটী বড় পয়মন্ত। নিমায়ের সঙ্গে মানাবেও ভাল।

মিশ্র। এখন তুমি এসো—লক্ষ্মীর মা ওঘরের দাওয়ায় ব'সে আছেন। তুমি এ ঘরে আহ্নিক পূজা ক'চ্ছিলে ব'লে, তিনি তোমায় বিরক্ত ক'র্ত্তে আসেন নি। চল তার সঙ্গে কথা কৈবে চল। আমার মেয়েটী বড় পছন্দ হ'য়েছে।

[উভয়ের নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অদ্বৈতের গৃহ

অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুরারীগুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত।

অদ্বৈ। মুরারি গুপ্ত! বড় বুড়ো হ'য়ে পড়েছি, আর বেশী দিন বাঁচব না। দেখ্‌ছি আমার ভাগ্যে আর প্রভুর দর্শন ঘট্‌লো না। নবদ্বীপের চতুর্দ্দিকে যে সব আনুষঙ্গিক লক্ষণ দেখ্‌ছি—আমার বিশ্বাস বৈকুণ্ঠনাথ এই নবদ্বীপের মাটীতেই অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু, যত দিন অতীত হ'চ্ছে, ততই ভরসা ক'মে আস্‌ছে।

মুরা। প্রভু! নিশ্চয়ই আস্‌বেন আচার্য্য! ভগবৎ বাক্য কি কখনও নিষ্ফল হয়? এক মনে এসো তাকে ডাকা যাক্,—দেখি তার দয়া হয় কি না?

অদ্বৈ। আমায় বুঝিয়ে দাও মুরারী! কেমন ক'রে ডাক্তে হয়। আমি ত দিন রাত তাঁকে ডাক্‌ছি, আমার ধৃতি স্মৃতি ধ্যান ধারণা—সবই তো সেই হরির চরণ, এতো তিনি জানেন! এতেও যখন আস্‌ছেন না,—তখন বুঝি আর দেখা হ'লো না।

মুরা। না, আচার্য্য! তাঁকে আস্‌তেই হবে। আমি তা'র পূর্ব্ব লক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছি। দেখনা কেন, নবাব—বৈষ্ণব-দের ওপর কতই বিরূপ ছিল, তাঁর অনুগ্রহে—সেই নবাবের প্রকৃতির ও পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। ভক্ত হরিদাসের ভক্তির মাহাত্ম্য

দেখে, নবাব পর্য্যন্ত মুগ্ধ হ'য়েছে। এখন আমরা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ক'র্লে, নবাব অনুচরেরা আর ত বাধা দেয় না। নিশ্চয় জেনো—এ একটা ঐশ্বরিক প্রভাব। এসো—আচার্য্য! আজ আবার তেম্‌নি ক'রে—কীর্ত্তন আরম্ভ করা যাক্। ভক্তগণ উপস্থিত রয়েছেন, এই ত কীর্ত্তনের শুভ অবসর। তিনিও ত ব'লেছেন—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

তাঁর নাম গান যেখানে হয়, তিনি সেইখানেই বাস করেন। আচার্য্য! পণ্ডিত! ভাগবত! এসো সকলে মিলে তাঁর নাম গান করি। ভক্তের কণ্ঠস্বরে—ভগবানের বৈকুণ্ঠের আসন ট'লে উঠবে, তিনি কখনই স্থির থাক্তে পার্ব্বেন না॥

সকলের সঙ্কীর্ত্তন

"কৃষ্ণ কমলেশ, কৃষ্ণ কৃপাময়, কেশী মথন কংসারী।
কেশব কালিয়-দমন করুণাময়, কালিন্দীকূল বিহারী
গোপীনাথ, গোপতিনন্দন, গোবিন্দ গিরিবরধারী।
গোকুলচন্দ্র, গোপাল সহচর, গোপীগণ মনহারী॥
ঘন তনু সুন্দর, ঘোর তিমির হর, ঘোষত নবঘনশ্যাম।
চম্পক গোরি, চিতহর চঞ্চল, চতুর চতুর্ভুজ নাম॥
চক্রধারী, চক্রী চাণুরহর, চক্রপানি চিতচোর।
শ্রীপতি শ্রীধর, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, শ্রীমুখচন্দ্র চকোর॥

জগজ্জীবন, জগন্নাথ জনার্দ্দন, যদুপতি জলধরশ্যাম।
যশোদানন্দন, জগত দুর্ল্লভধন, জলধর রুচি ধাম॥
অচ্যুতউপেন্দ্র, অধোক্ষজ অতিবল, অজিতাদ্ভুত রূপ অবতারী॥
অমল কমল আঁখি, অখিল ভুবনপতি, অনুপম অতনুবিহারী।
ত্রিভুবন তিলক, ত্রিতাপ-বিমোচন, তর্জ্জিত তরুণ তমাল।
দৈত্যদলন, দামোদর, দেবকি নন্দন দীন দয়াল॥
নন্দ-নন্দন, নয়নানন্দ নাগর নিতি নব নীরদ কাঁতি।
পীতাম্বর, পরমানন্দ প্রমোদ পুরুষোত্তম পদ নখ বিধু পাঁতি॥



সহসা নিমায়ের আবির্ভাব

নিমা। আচার্য্য! আমি আপনাদের গান শুন্তে এলুম। টোলে ব'সে ছাত্রদের পড়াচ্ছিলুম,—ভাল লাগ্‌ল না। আপনারা বড় সুন্দর গান কর্চ্ছেন। শুন্তে ইচ্ছে হ'ল। সব ছেড়ে চ'লে এলুম।

অদ্বৈ। এসো—নিমাই এসো। তুমি যে এসেছ, আমাদের কর্কশ কণ্ঠের সঙ্কীর্ত্তন যে তোমার ভাল লেগেছে—এত আমাদের সৌভাগ্য! আজ কাল নবদ্বীপের মধ্যে তুমিই সকলের বড় পণ্ডিত, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দাও, তাহ'লে আমাদের গৌরব বর্দ্ধিত হয়।

নিমা। আচ্ছা আচার্য্য! আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ভগবান্‌কে ত মনে মনে ডাক্‌লেই হয়, তবে আপনারা চীৎকার ক'রে তাঁর নাম গান করেন কেন?

মুরা। তোমার ও প্রশ্নের উত্তর আমিই দিচ্ছি, নিমাই! ভগবান্‌কে মনে মনে ডাকা—কেবল আপনার উদ্ধারের জন্য, আর তাঁর নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা—সকল লোকের উদ্ধারের জন্য। যা'রা বৈষ্ণব, তা'রা ত নিজের মঙ্গল চায় না, তা'রা চায়—যা'তে পরেরও মঙ্গল হয়। এই জন্যই বৈষ্ণব শাস্ত্রে লেখা আছে—"ত্রিলোকাণাং উদ্ধারায় কীর্ত্তনীয়ো সদা হরি।" আমরা সেই হরিনাম কীর্ত্তন করি—উদ্দেশ্য, যদি তা' শুনে একটী কীটও উদ্ধার হয়। তা' হ'লেই আমাদের সঙ্কীর্ত্তন সার্থক। অন্যান্য ধর্ম্মে—আত্মোন্নতি, বৈষ্ণব-ধর্ম্মে—পরার্থে ত্যাগ। তাই বৈষ্ণবের, ভগবান বলেন—"সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,"

নিমা। মুরারি গুপ্ত! আজ বুঝলেম্ আপনারাই বৈষ্ণব প্রকৃতধর্ম্মের মর্ম্মগ্রাহী। আর একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্ব—প্রায়ই দেখ্‌তে পাই—বৈষ্ণবেরা ছিন্ন কান্থা ও মলিন বেশ ধারণ করেন, এর উদ্দেশ্য কি? উৎকৃষ্ট বেশ ভূষায় সজ্জিত হ'লে কি ধর্ম্মাচরণ হয় না?

মুরা। উৎকৃষ্ট বেশ ভূষায় সজ্জিত হ'লে—মনে একটু গর্ব্ব ভাব উপস্থিত হয়—মনে হয় আমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে, আমার দিকে কত লোক লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌ছে। তাই বৈষ্ণবগণ—ছিন্ন মলিন বেশ পরিধান করেন। তা'তে নিজেকে খুব দীন ব'লে মনে হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ—"তৃণাদপি সুনীচেন কীর্ত্তনীয়ো সদা হরি।" তৃণের মত নীচ হ'য়ে, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ক'র্ব্বে।

নিমা। আচ্ছা, বৈষ্ণবেরা মুক্ত-কচ্ছ হ'য়ে পশ্চাৎদিকে—কেশগুচ্ছ ধারণ করেন কেন? তাঁহাদের মুখ শ্মশ্রু গুম্ফ মুণ্ডিত কেন?

মুরা। বৈষ্ণবদের ধারণা—জগতে এক মাত্র হরি ভিন্ন আর পুরুষ নাই। হরি পুরুষ, আর যত নরনারী সমস্তই তাঁর প্রকৃতি। এই জন্য বৈষ্ণবেরা স্ত্রী মূর্ত্তিতে সজ্জিত হ'য়ে জগতের পতিকে পতিত্বে বরণ করেন।

একজন ছাত্রের প্রবেশ

ছাত্র। ঠাকুর! একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছেন, ব'ল্ছেন—তিনি আপনার সঙ্গে শাস্ত্র বিচার ক'র্ব্বেন।

নিমা। বেশ—তাঁকে সমাদরের সহিত বসাওগে, আমি এখনি যাচ্ছি। মুরারি গুপ্ত! এখন আমি চ'ল্লেম, ইচ্ছা আছে আর একদিন এসে—আপনাদের মুখে প্রেমধর্ম্ম শুন্‌ব। তবে আসি আচার্য্য!

[প্রস্থান

অদ্বৈ। আচ্ছা মুরারি গুপ্ত! একি আশ্চর্য্য! আমরা যখনই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করি, কিম্বা হরিনাম করি, ঠিক সেই সময় নিমাই পণ্ডিত এসে উপস্থিত হয়। এ যেন ভগবানের প্রেরণায় আসে। আপনার এই নিমাইকে কি রকম মনে হয়?

মুরা। নিমাই যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি, তা'র আর সন্দেহ নাই। নিমাই যে কি? তা' যেন অতীন্দ্রিয় রহস্তে আচ্ছন্ন

নিমাইকে দেখ্‌লেই আমার মনে হয়—এই বুঝি নররূপী নারায়ণ নিমাইকে যখনই দেখি, তখনি আমি যেন আবিষ্ট হ'য়ে পড়ি। আচার্য্য! জান্‌বেন, এই নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিত শীঘ্রই কীর্ত্তিভাস্বর হ'য়ে উঠ্‌বে।

[সকলে নিক্রান্ত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বীরভূমি—একচক্র গ্রাম

কুটীর

হাড়াই ওঝা ও বিশ্বরূপ

হাড়া। পবিত্র এ পুরি দেব! পদস্পর্শে তব।
ধন্য আমি—পাইলাম তব সম অতিথি সুজন।
আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—
পারিনি করিতে অতিথির যোগ্য সৎকার,
নিজগুণে ক্ষমা ক'রো সব ত্রুটী মোর।

বিশ্ব। মহাভাগ! বহুদেশ ক'রেছি ভ্রমণ,
কিন্তু তোমার এ পর্ণের কুটিরে,—
পেয়েছি যে যত্ন সমাদর, কোথাও পাইনি তাহা।
বিশেষতঃ পুত্রটী তোমার—

সত্ত্বগুণে বিভূষিত, নির্ম্মল স্বভাব,
সত্য, সদাচার, বিনয়, সরল ব্যবহার,
একাধারে শোভে অঙ্গে তা'র, স্বর্ণ—অলঙ্কার সম।
বহু পুণ্যফলে—হেন পুত্র পেয়েছ ধীমান্,
তব সম কেবা ভাগ্যবান ?

হাড়া। সন্ন্যাসীর বরে—পেয়েছি হে নিত্যানন্দ ধনে,
দেবতার প্রসাদে জনম, দেবভক্ত বাছা তাই মোর,
সুকুমার শৈশব হ'তেই—হরিপদে ভক্তি বড় ওর,
আশীর্ব্বাদ কর, বেঁচে যেন থাকে নিত্যানন্দ।
পুত্র হ'তে থাকে যেন বংশের গৌরব।

বিশ্ব। আশীর্ব্বাদ করি—পুত্র তব থাকুক কুশলে,
ধরাতলে—মহান অক্ষয় কীর্ত্তি করুক স্থাপন।
জেনো মনে—এই পুত্র হ'তে—
কুল তব হবে সমুজ্জ্বল।
সামান্য মানব নয় সন্তান তোমার।
বাল্যকালে ক'রেছিনু জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা—
তারি বলে—করিনু দর্শন,
তোমার পুত্রের দেহে বহু সুলক্ষণ।
মহাত্মন্! এক নিবেদন মোর,
যদি কর অতিথির কামনা পূরণ—
নির্ভয়ে বলিতে পারি।
করিবে কি এ টুকু করুণা—এ দীনহীনের প্রতি ?

হাড়া। মহামতি! বরেণ্য অতিথি তুমি,
অতিথিরে অদেয় কি আছে?
কি চাও? এখনি বল, সাধ্যমত পুরাব বাসনা।
বিশ্ব। বলিব যে কথা, হয়তো শুনিয়া পাবে ব্যথা,
আমার প্রার্থনা—কোন পিতামাতা—
পারিবে না করিতে পূরণ;
তাই ভয় হয়, তোমা সম মহাত্মার পাশে—
কোন্ মুখে সে কথা করিব উচ্চারণ?
হাড়া। অবধূত! কুণ্ঠিত হতেছ কি কারণ?
মনোভাব করহ প্রকাশ, অবশ্য পুরাব অভিলাষ—
সূর্য্য সাক্ষী করি, করিলাম এই অঙ্গীকার।
বিশ্ব। শুন তবে—হে ব্রাহ্মণ!
সন্ন্যাসীর বেশে—দেশে দেশে করেছি ভ্রমণ,
কিন্তু, পাইনি কোথাও একটুও জুড়াবার স্থান।
যেখানে গিয়াছি,—শুধু দেখিয়াছি—
তান্ত্রিকের তাণ্ডব নর্ত্তন!
ধর্ম্মের নামেতে—সারা দেশ যুড়ি,—
চ'লেছে ভীষণ প্রেতলীলা,
বীরাচারী—বামাচারী গণ,
করিতেছে কামিনীর সতীত্ব হরণ,
মদ্যপানে—আরক্ত বয়ানে—
করিতেছে সংহারের মন্ত্র যেন পাঠ।

পিশাচী প্রকৃতি—নিবিড় কুন্তল জাল এলায়ে চৌদিকে,
কঙ্কালের করতালি বাজায়ে সঘনে—
গাহিতেছে দিবানিশি প্রলয়ের গান !
যেখানেই যাই—দেখিবারে পাই—
অসহায় পশু—যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হয়ে ছাড়ে আর্ত্তনাদ।
রক্তসিক্ত পদে—কাপালিক ছাড়িছে হুঙ্কার !
অনধিকারীর হাতে পড়ি—
যুগ যুগ ধরি যে তন্ত্রের মহিমা প্রচার,
যে ধর্ম্মের বক্তা স্বয়ং—কৈলাসেশ্বর,
শ্রোতা যার—ঈশানী শঙ্করী,
সেই ধর্ম্ম—সেই তন্ত্র কলুষিত আজ।
কাপালিক অত্যাচার হ'তে—
এ দেশ ক'রিতে রক্ষা, রোধিতে রক্তের স্রোত,
নদীয়া নগরে—ব্রাহ্মণের ঘরে—
জন্মেছে ব্রহ্মণ্য দেব—নর নারায়ণ,
শীঘ্রই সে মহাজন—
মোহমুগ্ধ নারী নরে দিবে দেখাইয়া—
ভক্তির প্রশস্ত পথ—
প্রাণারাম হরি নামে—শীঘ্র ধরা হবে শান্তিময়।
অচিরে ধ্বনিবে—সুধাময় কৃষ্ণনাম সকলের মুখে,
কৃষ্ণের প্রতিমা গড়ি মন্দিরে দেউলে—
মানব করিবে পূজা !

কিন্তু মহাভাগ—একা একেশ্বর মহাজন
পারিবে কি করিতে সে অসাধ্য সাধন ?
উত্তর সাধক চাই তার।
তোমার কুমার—তার যোগ্য সহচর!
হে ব্রাহ্মণ! এ দীনের এই নিবেদন—
পর হিতে কর পুত্র দান ;—
রক্ষা কর দুর্ব্বল পশুর প্রাণ,
কুল বালা কুলে—
কামাগ্নির ইন্ধন হইতে, কর চিরতরে পরিত্রাণ,
লালসার লেলীহান শিখা—আঁখি জলে হউক নির্ব্বাণ,
সার্থক হউক—তোমার পুত্রের—প্রেমময় নিত্যানন্দ নাম
হাড়। অবধূত! পুত্রদান—বড়ই কঠিন,
কিন্তু,—বরেণ্য ব্রাহ্মণ বংশে জনম আমার,
যে ব্রাহ্মণ—সৃষ্টির প্রথম—
পরার্থে সকল সঁপি,—করিয়াছে দারিদ্র বরণ,
যে ব্রাহ্মণ—জগতের হিতে, নিজ অস্থি ক'রেছে প্রদান,
যে ব্রাহ্মণ—পরার্থের পূর্ণ অবতার,
সেই ব্রাহ্মণের বংশে উদ্ভব আমার!
এক পুত্র পরিত্যাগে—কোটি পুত্র পায় যদি প্রাণ,
কেননা করিব পুত্র দান ?
জানি,—বুক ফেটে যাবে,
জানি—নিত্যানন্দ বিনে—নিরানন্দ হবে এ সংসার—

তবু পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ, করিব তোমারে পুত্রদান।
কৃষ্ণের এ ইচ্ছা--পুত্রস্নেহ দিতে হবে বিসর্জ্জন মোরে।
এক সন্ন্যাসীর বরে—পেয়েছিনু পুত্র ধ'নে কোলে,
পুনঃ এক সন্ন্যাসীর করে—সেই পুত্র দিব হে তুলিয়া।
ল'য়ে যাও—নিত্যানন্দে তুমি—
দেবতার দত্ত ধন—দেব পদে করিনু অর্পণ।

বিশ্ব। স্বার্থ ত্যাগী—নিষ্কাম পুরুষ—
দেবতা কোথায় আর ? দেবতার দেবতা যে তুমি !
আজ থেকে ভক্তি মুক্তি তব—চরণ সেবার দাসী।
পদ ধূলি দেহ শিরে মোর,—
এত দিনে —সিদ্ধ হ'ল সন্ন্যাস আমার।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পথ

নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপ

নিত্য। আর কত দূরে—ল'য়ে যাবে মোরে—হে সন্ন্যাসি !
কোথা নবদ্বীপ ? কোথা নদীয়ার চাঁদ—
গৌরাঙ্গ আমার ?

বিশ্ব। বেশী দূর নহে আর পথ,—
যাও তুমি এই পূর্ব্ব দিকে,

শুনিবে যে গ্রামে উঠিতেছে হরি হরি ধ্বনি,
প্রেম তীর্থ সেই নবদ্বীপ।
তুমি প্রেমের যমুনা,—শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবের জাহ্নবী,
তোমাদের দুই স্রোত—এক হ'য়ে মিশে যাবে
নবদ্বীপ ধামে,
ভেসে যাবে—অধর্ম্মের দর্প ঐরাবৎ,
সেই পুণ্য মিলনের ফলে—ভুবন ভরিবে হরি নামে।
কার্য্য মম শেষ এইবার,
কৃষ্ণ প্রেম মহাসিন্ধু মাঝে—বুদ্ বুদের মত আমি—
উঠে ছিনু ফুটে, বুদ্‌বুদের, মত আজ অনন্তে মিশাব।
আত্মা মোর, জ্যোতি মোর, সাধনা আমার—
রহিল তোমার অঙ্গে। যাও ভাই! কোন ভয় নাই—
কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে তোমার। [তিরোভাব]

নিত্য। [শিহরিত কলেবরে] একি—একি! চপলার মত—
কি মিশিল—অঙ্গে মোর!
তড়িত কম্পনে—কেন কাঁপে বুক!
তরল আবেশে কেন ঢ'লে পড়ে দেহ?
হে সন্ন্যাসি! কোথা তুমি?
দেখা দিয়ে লুকালে কোথায়?

নেপথ্যে। নিত্যানন্দ! তোমাতে মিশেছি আমি,—
তোমারি আত্মার মাঝে অন্বেষণ কর মোরে,
নয়নের দেখা আর হবেনা জগতে।

আমি বিশ্বরূপ, এ জগত বিষ-স্বরূপ মম,
সেই বিষ—তোমার পরশে,—নির্ব্বাপিত জনমের মত,
যাও ভাই! গৌরাঙ্গ রয়েছে প্রতিক্ষায়—
দেশে দেশে কৃষ্ণপ্রেম করগে প্রচার।

নিত্যা। হা কৃষ্ণ! হা গোবিন্দ! গোপাল!
নবদ্বীপে আসিয়াছ তুমি,—নন্দলাল!
তবে কেন, পর ক'রে রেখেছিলে মোরে এতকাল?
দ্বাপরের কথা—সব গেছ ভুলে ভাই?
কিন্তু, নিশান্তের সুখস্বপ্ন সম—
আমি তো ভুলিনি কিছু প্রাণের কানাই?
হা গৌরাঙ্গ! হা নিষ্ঠুর! কেন মোরে রেখেছিলি একা?
কতদিনে পাব তোর দেখা?

[উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

চত্বর

জগাই ও মাধাই

জগা। না, শালারা দেখ্‌ছি পাগল ক'রে তুল্লে! ঠাকুর মিছে বলেনা—নেড়া নেড়িতে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে! আচ্ছা মেধো! আমাদের সোনার ন'দেয় এ পাপ কোত্থেকে এল বল দেখি!

মাধা। আমিও তোকে ঐ কথাটা জিজ্ঞেস্ ক'র্ব্ব ভাবছিলুম। ছেলে বেলায়,—ক্বচিৎ কখনও এক আধটা ভি[illegible]রী বোষ্টম পথে ঘাটে দেখতে পাওয়া যেত, আজকাল দেখ্‌ছি শালারা এক একটা দল বেঁধেছে। ঠাকুর তো জোর হুকুম দিয়েছে—দেশ থেকে বোষ্টম তাড়াতে হবে। আমি ভেবে পাচ্ছির্নে, কি ক'রে ব্যাটাদের তাড়াই।

জগা। তুই ভাবছিস্ কেন? নিজ্জশ শালাদের তাড়াব। এই পথের ধারে একটু লুকিয়ে থাকি আয়,—এইখান দিয়ে আজ অনেক শালা বোষ্টম যাবে, আমি তোকে দিব্বি ক'রে ব'ল্‌ছি—আজ সব শালাকে মদ খাইয়ে ছাড়ব, শালারা একবার এলে হয়।

মাধা। এখানে তারা কি ক'র্ত্তে আস্‌বে? আমাদের ভয়ে এ পথে মানুষ চলে না, বোষ্টম ব্যাটারা কি এ পথে আস্‌তে পারে?

জগা। আরে আহাম্মুক! এ পথ দিয়ে বোষ্টম ব্যাটারা যাবেই যাবে। আজ নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী জম্‌কালো খ্যাট্‌, সে লোভ কি শালারা ছাড়তে পারে?

মাধা। নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী কিসের খ্যাট্ রে?

জগা। শুনিস্‌নি? আজ যে নিমাই পণ্ডিতের বৌভাত?

মাধা। তুই শালা পাগল না কি? নিমাই পণ্ডিতের বিয়ে হ'য়েছে—এক বছরেরও বেশী, আর বৌভাত হবে আজ?

জগা। তুই শালা দিনরাত মদখেয়ে বেহুঁস হ'য়ে থাক্‌বি, তা' দেশের খবর জান্‌বি কি ক'রে? নিমাই পণ্ডিতের সাবেক বৌটা যে একমাস হ'ল সাপে কামড়ানোয় ম'রেছে। তাই ও পাড়ার সেই বিষ্ণুপ্রিয়ে ব'লে যে বামুনদের ফুট্‌ফুটে মেয়েটা ছিল,—শচী ঠাকরুণ তা'র সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছে। সেই নতুন বৌয়ের আজ বৌভাত, খুব ঘটা, দেশশুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন হ'য়েছে।

মাধা। বটে? তবে চ'না, আমরাও গিয়ে বামুন বাড়ীতে পেসাদ পেয়ে আসি।

জগা। আরে রাম কহ! পাঁটার রোঁ। গাছটি নেই, সে বাড়ীতে যেতে আছে? নিমাই পণ্ডিতটে আধা বোষ্টম হ'য়ে গেছে—অদ্বৈত বোষ্টমটা তাকে দলে নেবার ফন্দিতে আছে। সে বাড়ীতে কি আমরা ক'ল্‌কে পাই?

মাধা। বলিস্ কি? নিমাই পণ্ডিতটাকেও শালারা বোষ্টম করবার যোগাড়ে রয়েছে? তা'হলে তারিপ্ আছে বাবা—শালাদের চেল্লানোর! অমন জাঁহাবাজ ছোক্‌রা, শেষকালে নেড়ানেড়ির দলে ভিড়বে? আচ্ছা, জগা! তুই জানিস্—শালারা এই পথ দিয়ে যাবে?

জগা। নিশ্চয়ই যাবে। 'পোড়া-মার তলা' যাবার এইটেইত সোজা রাস্তা।

মাধা আচ্ছা—নিমাই পণ্ডিত যে অত লোক নেমন্তন্ন ক'রেছে খাওয়াবে কোত্থেকে? এতে ত অনেক খরচ হবে।

জগা। খরচের আবার ভাবনা? ওর বাপের অনেক বিষয় আছে, তা'র ওপর নিমাই নাকি মস্ত দিগ্‌গজ পণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে, অনেক জায়গা থেকে পত্র আস্‌ছে, বিদেয় পাচ্ছে, ওর আবার টাকার ভাবনা কি? দেখিস্‌নি, দেশ বিদেশের কত প'ড়ো এসে নিমাই পণ্ডিতের শিষ্যি হ'য়েছে। তারা সব নির্ভাবনায় ঝুরো লুসছে,—এর ওপর শচী ঠাক্‌রুণ বাড়ীতে ত সদাব্রত বসিয়েছে, যে ব্যাটা আসে—পেটভরে খেয়ে যায়। আবার বামুন বোষ্টম হ'লে—টাকাটা সিকেটা দক্ষিনেও পায়।

[নেপথ্যে—

প্রেমের হরি প্রেম বিলাতে নদীয়াতে আস্‌বে কবে?

হরিনামে ঝর্‌বে সুধা, মর্ত্ত্য আবার স্বর্গ হবে।]

ঐ যে বাছাধনেরা চুম্‌কুড়ী দিচ্ছে! এল ব'লে! আয় মেধো! আমরা ঐ গাছতলাটায় লুকুই। শালারা কাছে এলেই—শালাদের তেলক চেটে খাব।

মাধা। আমি ত শালাদের মুখে পাঁঠার হাড় গুঁজে দেব।

[উভয়ের অন্তরালে গমন]

অদ্বৈত ও কতিপয় বৈষ্ণবের প্রবেশ

১ম। নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী আর কতদূর?

অদ্বৈ। আর বেশী দূর নয়, খুব কাছেই। ঐ যে দূরে একটী অশ্বত্থ গাছ দেখ্‌ছেন—ওরি কাছে নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী

শক্তি ঠাকুরাণীর মন্দির—ওরি পর দুই চারটে বাড়ী অতিক্রম ক'ল্লেই নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী। সে স্থানটীর নাম—"পোড়া-মার তলা"। ঐ মন্দিরের বিগ্রহের নামই পোড়া মা।

১ম। আচ্ছা ওঁর পোড়া মা নাম হ'ল কেন?

অদ্বৈ। নিরঞ্জন মিশ্র নামে—এই নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ বাস ক'র্ত্তেন। নবদ্বীপের জমিদার বড় উৎপীড়ক ছিলেন, নিরঞ্জন সেই জমীদারের অত্যাচারের কথা, নবাব সরকারে জানাতে যান। তাঁর পরম সুন্দর রূপ দেখে নবাব নন্দিনী মুগ্ধ হ'ন—নবাবকে বলেন নিরঞ্জনকে বিয়ে ক'র্ব্ব। নবাব সে কথা নিরঞ্জনকে বলেন, তাঁকে অনেক ধনরত্ন দিতে চান, শেষে নবদ্বীপেরই শাসনকর্ত্তা ক'র্ব্বেন বলেন, কিন্তু—নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ নিরঞ্জন ঘৃণায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। নবাব রাগ ক'রে নিরঞ্জনকে কারাবদ্ধ করেন, সেই কারাগারে নিরঞ্জন তিন দিন ছিলেন, তিন দিনের ভিতর এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত খাননি। নবাব এই কথা শুনে—পাছে নরহত্যা হয় এই ভয়ে নিরঞ্জনকে ছেড়ে দেন। নিরঞ্জন দেশে ফিরে এলে তিনি যে নবাবের গৃহে বন্দী ছিলেন—এই অপরাধে, নবদ্বীপ সমাজের চারি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাঁকে জাতিচ্যুত করেন। এই জন্যে নিরঞ্জন দেবতা বামুনের উপর চ'টে—প্রতিজ্ঞা কর্ল্লেন সমস্ত দেবমূর্ত্তি তিনি ভাঙ্গবেন, আর প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে জাতি—চ্যুত ক'র্ব্বেন। স্বজাতির প্রতি আক্রোশে নিরঞ্জন মুসলমান হ'ন, নবাবের কন্যাকে বিবাহ ক'রে, নবাবের সেনাপতি

গ্রহণ করে—যেখানে যত দেবমূর্ত্তি ছিল সব ধ্বংস করেছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণকেও মুসলমান ক'রেছিলেন। নিরঞ্জন কালাপাহাড় নামে পরিচিত হ'য়ে অনেক অত্যাচার ক'রেছেন, নবদ্বীপের শক্তিমূর্ত্তি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই অবধি দেবীর নাম "পোড়া মা।"

১ম। বটে? এতদূর?—হাঁ, কালাপাহাড়ের নাম শুনেছি বটে—আমাদের শ্রীহট্টেও সে অনেক দেবমূর্ত্তি ভেঙ্গেছে, এখনও তাঁর চিহ্ন আছে।

অদ্বৈ। আপনারা অগ্রসর হ'ন—আমি একবার মুকুন্দ, মুরারি, শ্রীবাস এদের একটা ডাক দিয়া আসি। সকলে এক সঙ্গে গেলে বড় আনন্দ হবে। বিশেষতঃ আপনারা অনেক দূরদেশ থেকে দয়া ক'রে নবদ্বীপে এসেছেন,—সকলে মিলে একটু সংকীর্ত্তন করাও যাবে। আমি এখনি আস্‌ছি বেশ দেরী হবে না।　　[প্রস্থান।

২য়। দেখ'—এই অদ্বৈত ঠাকুর বাস্তবিক একজন আদর্শ বৈষ্ণব। ওঁর সহবাসে কিছুক্ষণ থাকলে মন বড় পবিত্র হয়। ওঁকে একবার আমাদের শ্রীহট্টে নিয়ে যেতে হবে। সেখানকার বৈষ্ণবেরা যেমন দলাদলি নিয়ে মত্ত—ওঁর উপদেশে তাদের শিক্ষা হবে।

১ম। শুধু অদ্বৈত ঠাকুর কেন, এখানকার সকল বৈষ্ণবই ভক্তির আধার, নবদ্বীপ স্থানটীও বড় পবিত্র। এখানে এলে আর যেতে ইচ্ছা করে না। আমি মথুরা, বৃন্দাবন, বারাণসী,

হরিদ্বার অনেক তীর্থ ভ্রমণ ক'রেছি, কিন্তু এখানে একদিন এসে প্রাণে যে শান্তি পেয়েছি, এমন শান্তি—এমন তৃপ্তি আর কোথাও পাইনি।

সহসা জগায়ের আত্ম প্রকাশ

জগা। কাট্ শালাদের টিকী কাট্—

সহসা মাধায়ের আত্মপ্রকাশ

মাধা। চাট্ ব্যাটাদের তেলক চাট্—

জগা। [একজনের টিকী ধরিয়া] কোথা' যাও হে—দয়াময়! প্রেম ময়! মাল্‌পো-ময়! আহা দিব্যি টিকীটী, যেন বটগাছের ঝুরি নেমেছে—

বৈ। ওকি! টান্‌ছো কেন, লাগে যে!

জগা। লাগ্‌বে কেন বাবা! মনে করনা কেন, এ তোমাদের সেই নীলাচলের রথের টান্—

২য় বৈ। পাষণ্ড! বৈষ্ণবের সঙ্গে পরিহাস!

জগা। মেধো! তুই এ কাঁড়াদাস ব্যাটাকে জড়িয়ে ধর ত আমি পাষণ্ড, ব্যাটার পুণ্যির জোরটা একবার দেখেনি। [ধৃত ব্যক্তির টিকি টানিতে ২] আমরি মরি! প্রেমময়দের টিকিতেও কি প্রেম মাখা! আমার এই মৃদু মন্থর টাননে কেমন মধুর চড় চড় শব্দ হ'চ্ছে—যেন শ্রীমতী রাধা সুন্দরীর বৃন্দে দূতী, প্রভুর দোলে, চাঁচড়ের পাকাটী পোড়াচ্ছেন—

বৈ। আঃ—ছাড় না, কর কি!

জগা। এখন কি ছাড়ি বাবা! প্রাণে ভাব লেগেছে—

(কীর্ত্তনের সুরে)

আহা! শ্রীকর কমল, জুড়াল আমার,
পরশিয়া টাকি গুচ্ছং।
[প্রেমময় হে! তোমার পরশিয়ে টাকি গুচ্ছং]
ও হে ও ব্রজবাসী! আমি প্রেম পিয়াসী,
বিধি আমায় দেয়নিক পুচ্ছং।
[আমায় প্রেম দাও, সেবাদাসী দাও]
[পাঁচসিকের ওপর, আরো দু'আনা দেব,
সেবা দাসী দাও]
যদি সেবা দাসী পাই, মাল্‌সা ভোগ রোজ লাগাই
অসার সংসার করি তুচ্ছং।

মুরারি গুপ্তের প্রবেশ

মুরা। একি! জগাই! মাধাই! আবার তোমরা বৈষ্ণব পীড়ন ক'র্চ্ছ? তোমাদের কি কিছু মাত্র মনুষ্যত্ব নেই? ওঁরা বিদেশী, তোমাদের নদীয়ায় বেড়াতে এসেছেন, ওঁদের সঙ্গেও অসদ্ব্যবহার? ছি ছি! ছেড়ে দাও, ওঁদের কাছে ক্ষমা চাও—

জগা। মেধো! আর সুবিধে নয়, এখনি দেখছি বোষ্টমের দল এসে প'ড়বে। চ' স'রে পড়ি—

মাধা। সেই ভাল। কাঁড়াদাস ব্যাটাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবেনা। চ' এখন স'রে পড়ি।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

বৈ-গণ। [মুরারির প্রতি] আপনি আমাদের রক্ষা ক'র্লেন। নৈলে আর কিছু ক্ষণ এ রকম ব্যাপার চ'ল্লে—ঐ পাষণ্ড দুটোর হাতে আমাদের আরও লাঞ্ছনা হ'ত। এমন পাষণ্ডের নির্ম্মম দেশে,—সরল প্রাণ আপনি কে মহাশয়!

মুরা। আমি শ্রীহরির দাসানুদাস। সেবকের নাম মুরারি গুপ্ত। আপনারা বোধ হয় নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী যাবেন, আসুন আমার সঙ্গে আসুন।

[সকলের প্রাস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কুটীরের অলিন্দ

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও নিমাই।

দিগ্বি। আজ তিন দিন ধরি—
ক্রমাগত চলিছে বিচার;
ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার,
ন্যায়, স্মৃতি, মীমাংসা দর্শনে—
বুঝিলাম—অদ্ভুত পণ্ডিত তুমি;
কিন্তু, আজ শেষ দিন—
সুধাইব সমাজের কথা।
তা'র যদি সদুত্তর দিতে পার যুবা!
পরাজয় করিব স্বীকার।

নিমা। দিগ্বিজয়ী পরম পণ্ডিত তুমি দ্বিজ!
দীন হীন আমি, শাস্ত্রে মম সামান্যই আছে অধিকার-
প্রশ্ন কর,—যথাসাধ্য দিব সদুত্তর।

দিগ্বি। প্রশ্ন মম—"জাতিভেদ" আর "বর্ণভেদে"—
এ দেশের বিশেষত্ব ;
এ সম্বন্ধে কিবা অভিমত তব কহ।

নিমা। "বর্ণভেদ" "জাতিভেদ"—
এদেশের বিশেষত্ব ছিল একদিন ;
কিন্তু—কালধর্ম্মে হ'য়েছে তা' কলুষিত।
পবিত্র উত্তর কুরু হ'তে
যবে আর্য্যগণ—
উচ্চারি পবিত্র ঋক্, গাহি সাম গান,
আসিলেন এ ভারতে ;
ভারতে তখন ছিলনা ত চারি জাতি।
সমাজ রক্ষার তরে—
দেশমধ্যে সুশৃঙ্খলা করিতে স্থাপন,
শেষে আর্য্যগণ, লইলেন যবে—
কেহ শাস্ত্র, কেহ অস্ত্র, কেহ বা বাণিজ্য,
সমাজের হিতব্রতে,
হইল যখন—কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ বা মস্তক,
তখনই এ দেশে—দেখা দিল "জাতিভেদ" প্রথা,
কিন্তু তখনও এ দেশে—
বহিত হে একই রক্ত সকলের দেহে।
অতএব, এখন যে "জাতিভেদ" এ দেশের সাধে অকল্যাণ
নহে তাহা অকৃত্রিম। জিঘাংসায় জন্ম তা'র।

আমাদেরই দোষে—
"জাতিভেদ" প্রথা করেছে যে গরল উদ্গার,
যে গরলে জর জর হ'য়েছে সমাজ,
হিংসা দ্বেষ পরিণাম ত'ার !
এ দেশের তাই অধোগতি।
আমার বিশ্বাস—
আমরা নিজেই, ডেকেছি নিজের অমঙ্গল।
যে দেশের বনভূমি ধ্বনিল প্রথম বেদধ্বনি,
জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে যেই দেশ
করিল প্রথম সভ্যতা আবিষ্কার,
যে দেশের কাছে—সমগ্র পৃথিবী ঋণী ;
যে দেশের ঋষি—পরহিতে আজন্ম দীক্ষিত,
যে দেশের ব্রাহ্মণ দধিচী—
পর উপকারে নিজ অস্থি করিল প্রদান,
যে দেশের নারী—সতীত্বের আদর্শ প্রতিমা ;
যে দেশের পত্নী—হাসিমুখে পুড়ে মরে মৃত-পতি সনে,
সে দেশের কেন হ'ল এ অধঃপতন ?
অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে—অন্নাভাব কেন হ'ল আজ ?
সতীর আকরে—কেন ওঠে অসতীর কল হাস্যধ্বনি ?
সে শুধু মোদেরই দোষে।
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পবিত্র মুখ হ'তে—
জন্মিয়াছি আমরা ব্রাহ্মণ—

এ দেশের দেবতা—ব্রাহ্মণ, সমাজের সর্ব্বস্ব—ব্রাহ্মণ,
ব্রাহ্মণের বাক্যে—এ দেশের বিপুল গৌরব।
ব্রাহ্মণের পবিত্র চরণে—
এ দেশের মানচিত্র রয়েছে অঙ্কিত ;
ব্রাহ্মণ নিয়ন্তা—যন্ত্রসম চালিত এ দেশ।
এ দেশের মান গর্ব্ব সুখ শান্তি যশ—যে ব্রাহ্মণ হ'তে—
যে ব্রাহ্মণ হ'তে—সকল দেশের কাছে উন্নত এ দেশ ;
সেই ব্রাহ্মণ হ'তেই—এ দেশের সব গেছে আজ।
ব্রাহ্মণ—অখাদ্য ভোজী,—
তাই, গৃহে গৃহে ক্ষুধার্ত্তের ক্ষীণ হাহাকার,
ব্রাহ্মণ অগম্যা গামী, তাই—ঘরে ঘরে ঘৃণ্য ব্যভিচার !
ব্রাহ্মণ বিলাসে রত—তাই—বর্ষে বর্ষে দুর্ভিক্ষ সঞ্চার,
ব্রাহ্মণ দুর্নীতি পরায়ণ, তাই নারী নর,
নাহিমানে নীতির শাসন,
ব্রাহ্মণের পুণ্যবলে—পুণ্যভুমি ছিল এই দেশ,
ব্রাহ্মণেরি পাপে—এ দেশের অশেষ দুর্গতি।

দিগ্বি। বল, যুবা ! কিসে হবে দেশের উন্নতি ?

নিমা। প্রেম আর ভক্তির প্রভাবে—নরনারী হরিগুণ গাবে,
দেশে যবে গৌরবের ঢেউ ব'য়ে যাবে,
ব্রাহ্মণ যে দিন পুনঃ ব্রাহ্মণত্ব পাবে,
সেই দিন হবে এ দেশের উন্নতি আবার।

দিগ্বি। সে দিন আসিবে কবে ?

নিমা। অধিক বিলম্ব নাহি আর।
অচিরে এ দেশে--পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইবে প্রচার।
দ্বাপর যুগের অবতার—
গো-পালক গৃহে ধরি গো-পালক বেশ,
ক'রেছেন সূচনা তাহার।
গোপাল—কৃষ্ণের নাম.
এই বসুন্ধরা—গোচারণ-ক্ষেত্র গোপালের।
সমগ্র মানব জাতি গো-পাল তাঁহার।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—চারি জাতি—
এক হ'য়ে মিশে যাবে,
বৈদিক তান্ত্রিক দুই নদী—
গঙ্গা যমুনার মত হইবে মিলিত,
সেই সম্মিলন মানবের তীর্থ ভূমি হবে,
সেই তীর্থে পশি'—আবার ব্রাহ্মণ—
অজস্র ধারায় কৃষ্ণনাম অমৃত অনন্তে বিলাইয়া
করিবে প্রচার—"একমেবাদ্বিতীয়ম" কৃষ্ণ নারায়ণ।

দিগ্বি। নমস্কার—হে জ্ঞানী, ব্রাহ্মণ!
শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম—তুমিই বুঝেছ।
তোমার নিকটে—পরাজয় করিনু স্বীকার।
তোমার সঙ্গেতে তর্ক করি'—মহাপাপ ক'রেছি সঞ্চয়—
গয়াক্ষেত্রে গিয়া, শির মুড়াইয়া,
প্রায়শ্চিত্ত করিব তাহার।

নিমা। "গয়াক্ষেত্রে" যাবে ? সঙ্গে তব লও এ অধীনে।
কয় দিন হ'তে—জাগিতেছে মনে—
গয়াক্ষেত্রে করিব পিতার পিণ্ড দান।
সঙ্গীর অভাবে গয়াযাত্রা এতদিন হয়নি আমার।
কবে যাবে গয়াধামে তুমি ?

দিগ্বি। আজি রাত্রে যাবার কল্পনা।

নিমা। ভাল হ'ল,—আমিও সঙ্গেতে যাব তব।
ব'সো দ্বিজ,—মাতৃ অনুমতি ল'য়ে আসি।

[প্রস্থান।

দিগ্বি। [স্বগতঃ] আর আমার সন্দেহ নাই। এই ব্রাহ্মণ যুবাই—বিষ্ণুর যুগাবতার। নৈলে, তর্কে আমায় পরাজিত ক'র্ত্তে পারে ? এই যুবক হ'তেই—জগতে প্রেম ধর্ম্মের প্রচার হবে। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি—নিমাই পণ্ডিতের প্রভাবে শীঘ্রই এ নবদ্বীপ মহাতীর্থে পরিণত হবে।

শচীদেবীর প্রবেশ

শচী। ঠাকুর ! আপনি কি গয়ায় যাবেন ?

দিগ্বি। হ্যাঁ, মা !

শচী। আমার নিমায়ের ইচ্ছা—আপনার সঙ্গে যায়। কিন্তু নিমাই আমার সবে ধন নীলমণি, নিমাইকে কোথাও যেতে দিতে আমার ইচ্ছে হয় না। মনে হয়—কোথাও গেলে নিমাই আর ফিরে আস্‌বে না। ঠাকুর আমি বড় বিপদে পড়েছি

যখন ঝোঁক ধরেছে, তখন নিমাই কারো বাধা শুন্‌বে না। আপনি যদি ওকে বুঝিয়ে বলেন।

দিগ্বি। মাগো! নিমাই তোমার সামান্য বালক নয়। নিমায়ের ইচ্ছায় বাধা দিও না। আমি সঙ্গে যাচ্ছি—আবার তোমার নিমাইকে ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌ব।

শচী। দেখো বাবা! নিমাইকে যেন ফিরে পাই। আমার আর কেউ নেই। ফিরতে বেশী বিলম্ব করো না।

দিগ্বি। না মা! বেশী বিলম্ব ক'র্ব্ব না, শীঘ্রই ফিরে আস্‌ব।

শচী। তবে যাই বাবা! যাত্রার সব যোগাড় ক'রে দি।

দিগ্বি। যান। আমিও সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গয়াক্ষেত্র—অক্ষয়বট তল

ঈশ্বরপুরী ও নিমাই উপবিষ্ট

ঈশ্ব। শাস্ত্রমর্ম্ম আরো কিছু শুন—
শান্তি পাবে প্রাণে—মহাগ্রন্থ এ উপনিষদ্।

নিমা। হে পুরী গোঁসাই!
শাস্ত্র ব্যখ্যা—আর কাজ নাই
আজ্ঞা দেহ—নদীয়ায় পুনঃ ফিরে যাই।

ঈশ্ব। একি কথা বল, কি হেতু চঞ্চল মন তব ?
গয়াক্ষেত্রে—কত দূর হ'তে—
আসে লোক পিতৃকার্য্য করিতে সাধন,
যদি পুণ্যফলে—এসেছ এখানে তুমি,—
আরও কিছু দিন থেকে যাও।

নিমা। না, না, প্রভু ! থাকিতে না পারি হেথা আর,
বহুকার্য্য রয়েছে আমার,
গয়াক্ষেত্রে আসিয়াছি পিতৃপিণ্ড করিবারে দান,
শুনিলাম—গয়ালীর মুখে—
"দীক্ষিত না হ'লে—পিণ্ডদানে নাহি অধিকার,"
তাই, তোমা হেন বিজ্ঞ জনে, গুরুপদে করিনু বরণ,
তোমার প্রসাদে —পিতৃকার্য্য হ'ল সমাপন,
তোমার উদার অনুগ্রহে—বুঝিলাম সার—
জ্ঞান পথে—বিতর্ক বিচার,
কর্ম্ম পথে—কঠোর আচার,
ভক্তি বিনা জীবের তো গতি নাই আর।
মোহান্ধ মানব—ঐহিকের সুখে মত্ত হ'য়ে,
থাকে শুধু মিথ্যা বস্তু ল'য়ে—
কৃষ্ণভক্তি বিনা কে করিবে তা'দের উদ্ধার ?
কৃষ্ণপ্রেম—বিশ্বের আধার,
কৃষ্ণের এ অনন্ত সংসার,
কৃষ্ণ গতি, কৃষ্ণ মুক্তি,—ভব কর্ণধার।

গয়াক্ষেত্রে আসি—সকল সংশয় গেছে ঘুচে।
বাসনা হ'য়েছে—কৃষ্ণনাম করিব প্রচার,
দেখাইব নারী নরে—
শান্ত স্নিগ্ধ সুশীতল ভক্তির সোপান,
বুঝাইব ভক্তি শ্রেষ্ঠ, ভক্তের অধীন ভগবান।

ঈশ্ব। যাগ যজ্ঞ, জপ ব্রত, শম, দম, ধ্যান,—
স্তব স্তুতি,—আজীবন সালোক্য সাধনা—
পারে না যে মুক্তি দিতে জীবে,
সেই মুক্তি হবে লাভ শুধু ভক্তি বলে?
শীতে জল মধ্যে থাকি, বর্ষায় থাকিয়া অনাবৃত,
গ্রীষ্মে—চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালি—পঞ্চতপ আয়োজন করি'
কভু করি একাহার, কভু উপবাস,
অনিদ্রায়—অনশনে, হেঁট মুণ্ডে থাকি—
মুনি ঋষি যে মুক্তির করে আরাধনা—
সেই মুক্তি পাবে নর শুধু ভক্তিবলে?
নহে এ বিশ্বাসযোগ্য কভু।
হেন অনায়াস লভ্য নহে কদাচন—
সালোক্য, সাযুজ্য, মুক্তি সামীপ্য নির্ব্বাণ।

নিমা। গুরু তুমি শিষ্য আমি—
তব সনে তর্ক নাহি সাজে
কিন্তু মম হয়েছে ধারণা—
বেদ বিধি সাংখ্য, পাতঞ্জল,

বেদান্ত উপনিষদ্—তন্ত্র ও পুরাণ
কোথা ভগবান—কেহ তার জানে না সন্ধান,
শুধু বাদ বিতণ্ডায়—মোক্ষ মুক্তি দূরে চ'লে যায়,
সরল ভক্তির পথে চলে যেই জন—
দেহ রথে সারথি তাহার নারায়ণ।
ঐ দেখ প্রভু! ঐ বিষ্ণু পাদপদ্ম—
আছে প'ড়ে যুগান্ত ব্যাপিয়া,
কত দেশ হ'তে—কত অগণন নারী নর আসি,—
ভক্তিভরে, পূজা করে ঐ পা'দুখানি,—
পিতৃপুরুষের মুক্তি কামনা জানায়,
সন্তানের দিব্য আকাঙ্ক্ষায়—পিতৃকুল তা'র মুক্তি পায়।
এর চেয়ে চাহ কি প্রমাণ গুরুদেব ?
এসো তবে সঙ্গেতে আমার—
দেখাইব বিষ্ণুশক্তি—পাদপদ্ম লীনা।

ঈশ্ব। বেশ, চল পার যদি মিটাইতে আমার সংশয়—
আমিও গাহিব—ভক্ত আর ভক্তির বিজয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীবাসের চণ্ডী মণ্ডপ

মুরা। হে আচার্য্য বৈষ্ণব প্রধান !
দেখ বিদ্যমান—ঘোর কলির প্রভাব ;
শক্তি উপাসক শাক্তগণ—
ধর্ম্মের নামেতে করে দেখ কত অত্যাচার !
মুখে করি মাতৃনাম সদা উচ্চারণ—
অনুষ্ঠান পঞ্চ মকারের,
জীব হত্যা, মদ্য পান, সতীত্ব হরণ,
ধর্ম্ম বলি' ক'রেছে গ্রহণ, নর নারী সকলে এখন।
সবাই তান্ত্রিক গুরু, বসি বেদী পরে,
নিরক্ষর-জনে উপদেশ সদা দান করে—
"মৎস্য, মাংস, মুদ্রা, মদ্য, মৈথুন আচরি'—
কালী নাম স্মরি' "সাগ্নিকের" অগ্নি সাক্ষী করি'
হে মানব ! হে রমণি ! পার যদি স পিতে আহুতি,
তুষ্টা তাহে হবেন প্রকৃতি ;
জপ মন্ত্র—
মুক্তি পাবে—নায়িকা সাধনে"

ভুলি প্রলোভনে—
ঘৃণ্য ব্যভিচার—হইয়াছে ধর্ম্মের আচার!
আসব অবলা, কলুষের পরিপূর্ণ কলা,—
প্রবৃত্তি প্রবলা, নর নারী সবাই উতলা,
এত দিনে রসাতলে যায় বুঝি ধরা।

শ্রীবা। শুধু শাক্তেরই এ ভাব নহে দেখি হে মুরারি!
যত নর নারী—সবাই ম'জেছে পাপে।
ব্রাহ্মণ ভুলেছে সাম গান,
যজন যাজন অধ্যাপন,—লক্ষ্য শুধু কামিনী কাঞ্চন,
বিধবা করে না ব্রহ্মচর্য্যের পালন,
কুমারী করে না—পুণ্য ব্রত আয়োজন,
ভক্তি ও বিশ্বাস—কার প্রাণে দিব্য জ্যোতিঃ
করে না প্রকাশ,
অতিথি বৎসল—ভুলে গেছে অতিথি সৎকার,
সন্তানের প্রাণে—পিতৃ মাতৃ ভক্তি নাহি জাগে!
সকলেই "বিলাসের দাস ;—স্বার্থপর সেজেছে সংসার,
এর চেয়ে সর্ব্বনাশ আছে কিগো আর?

অদ্বৈ।—মুরারি! শ্রীবাস!
না হইলে পাপরাজ কলির প্রকাশ,
শ্রীনিবাস—ধরণীতে আসিবেন কেন?
নর নারীগণ—মহা পাপে সবাই মগন ;
অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্যা গমন,

অকাল মরণ, দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড তাড়ন,
চৌর্য্য—হত্যা—মোহ প্রলোভন,
কলি প্রভাবের—ইহাই যে প্রধান লক্ষণ,
এ সব যখন, একত্রে দিয়েছে দরশন—
নিজ সৃষ্টি রক্ষাতরে নিশ্চয় তখন—
আসিবেন, পতিত পাবন।
পাপ পুণ্য, মিথ্যা, সত্য, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জণ,
এ জগতে কিছুই ত নহে অকারণ,
কলির কৃপায় উপস্থিত শুভক্ষণ—
ভক্তগণ! পর চর্চ্চা নাহি প্রয়োজন,
এস—করি নাম সঙ্কীর্ত্তন;
সবে মিলে—ডাকি এসো— সঙ্কটের শ্রীমধুসূদন,—

সকলের গীত

একবার এস হে!
ওহে গোলক আলোক! ত্রিলোক পালক!
ধরি' ব্রজবালকের বেশ হে!
এস—উষার কোলেতে অরুণের সম,
হর' মুরহর! জগতের তমঃ
নাশ'—প্রেমময়! পুরুষোত্তম!
জীবের দারুণ ক্লেশ হে,
পাপের পাবকে পুড়ে গেছে সব,
নামের মহিমা দেখাও কেশব!
জেগে যেন উঠে বিশকোটি শব,
দাও হেন উপদেশ হে!

নিমাই পণ্ডিতের প্রবেশ

নিমা। হে আচার্য্য ! শ্রীবাস ! মুরারি !
গৃহ বাসে তিষ্ঠিতে না পারি,—
তোমাদের করুণ আহ্বান—পশে যবে কাণে—
কি জানি কি জাগে প্রাণে,
চাহি চারি দিক পানে,
অদৃশ্য প্রেমের ডুরি দিয়ে যেন টানে—মুগ্ধ মন
মুরলীর তানে,
বারে বারে ছুটে আসি তাই,
এসে হেথা—হৃদয়ের যাতনা জুড়াই,
কৃষ্ণ ময় হেরি সব ঠাঁই,
কিন্তু কোথা সে প্রাণ কানাই ?
কাছে নাহি পাই, পলকে হারাই—
বল, বল, কি হ'ল আমার ?
তোমাদের আশীর্ব্বাদে বুঝিয়াছি সার,
কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই আর,
মন চায় দরশন তা'র,
কোথা পাব দেখা বঁধুয়ার ;
হে বৈষ্ণব চূড়ামণি ! কহ সত্য বাণী,—
সত্যই কি হইনু উন্মাদ ?
গৃহ বাস নাহি লাগে ভাল,

নিভে যায় নয়নের আলো,
জ্ঞান হয়—যে কার্য্য সাধন তরে,—
এসেছি এ ধরা পরে,—পারিনি ত সে কাজ করিতে,
বৃথা সুখে—এ চঞ্চল চিতে, রচিয়াছি কত ইন্দ্রজাল,
বিফলে কাটিয়া যায় কাল, জড়ায়ে রেখেছে মায়াজাল,
খুলে দাও—খুলে দাও—এ বন্ধন মোর !
পায়ে ধরি বাঁচাও আমায়,
কৃষ্ণ ভক্তি—কৃপা করি শিখাও কিঙ্করে।
কৃষ্ণভক্ত—তোমরা গোঁসাই,—
তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাই,—
শিখাও অচলা ভক্তি—এ অকৃতি জনে।
কর আশীর্ব্বাদ—পূর্ণ যেন হয় মনোসাধ,
সেবকের ক্ষমি অপরাধ,—মুখ তুলে চাহে যেন রাই।
অন্য আশ নাই—শুধু চাহি প্রাণের কানাই,
তোমাদের ভক্তিবলে যদি তারে পাই,
আজ থেকে বৈষ্ণবের দাস এ নিমাই।

অদ্বৈ। [স্বগতঃ] একি প্রহেলিকা ! এ রহস্য কাহারে সুধাই,
যখনি সে ইষ্টদেবে কামনা জানাই,
যখনি তাঁহার নাম গাই—
উল্কাসমবেগে ছুটে আসে এ নিমাই !
এই কি সে কামনার ধন,
মিশ্রের নন্দন রূপে নর নারায়ণ ?

(সোচ্ছ্বাসে) হরি ! হরি ! গোলক বিহারি !
কিছুই যে বুঝিতে না পারি,
কি যে খেলা খেলিছ মুরারি ! তত্ত্ব তা'র অজ্ঞাত নরের !
ভক্তগণ ! সত্য বুঝি হইল স্বপন,
কর পুনঃ নাম সঙ্কীর্ত্তন !
গাও—হরি নাম, গগনে, পবনে, তোল হরি হরি ধ্বনি,
ভক্ত ভক্তি—মিশে গেছে গোরা গুণমণি।

সক। হরিবোল, হরিবোল,

নিমা। হরিবোল, হরিবোল,
তোল উচ্চরোল, জনম সফল আজ মোর।
হরি চেয়ে বড় হরি নাম।
নাম ব্রহ্ম—নামের সমান, মর্ত্ত্যধামে কিছু নাই আর,
তোমরাই ধন্য—করিতেছ নামের প্রচার।
ধন্য তোমাদের মুখ—আছে শক্তি নাম গাহিবার,
ধন্য এই ধরাধাম—তোমাদের চরণ পরশে।
দাও পদধূলি, কর আশীর্ব্বাদ—পাই যেন দেখা তাঁর।

অদ্বৈত। কি কর, কি কর,—
পায়ে ধরি' অপরাধী কেন কর আর,
সামান্য বৈষ্ণব মোরা—নাহিক জ্ঞানের অহঙ্কার,
হরির কৃপায় বুঝিয়াছি—'হরিভক্তি' সার,
হরিভক্তি শিখাব তোমায়—
সে সুকৃতি আছে কি মোদের ?

নদীয়ার অদ্বিতীয় পণ্ডিত যে তুমি,—
অন্যে কি শিখাবে তোমা? সুধী-শিরোমণি!

নিমা। ছার—পাণ্ডিত্যের অভিমান!
বিদ্যা বুদ্ধি স্বপ্নের সমান,—
এ জগতে ভক্তিই প্রধান!
হে অদ্বৈত! শ্রীবাস! মুরারি!
আমি সেই ভক্তির ভিখারী—
তোমরা সে ভক্তির আধার,
ব'লে দাও—ব'লে দাও—কাতরে সুধাই—
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কোথা গেলে পাই?

গঙ্গাদাসের প্রবেশ

গঙ্গা। এই যে নিমাইও এখানে এসে জুটেছে! তা' হ'লে শচীদেবীর কথাই ঠিক; এই বৈষ্ণবগুলোই—মিশ্রের সংসার রসাতলে দিলে। (প্রকাশ্যে) নিমাই! আমি তোমার বাড়ী গেছলুম, দেখা হ'ল না—তাই এখানে এসেছি। তোমার সঙ্গে আমার গোটা কতক কথা আছে।

নিমা। আজ্ঞা করুন, গুরুদেব!

গঙ্গা। ভাল, আমি যে তোমার "গুরুদেব"—তা' নিজ মুখেই তুমি স্বীকার ক'র্চ্ছ। সেই গুরুত্বের অনুরোধে—আমি তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্চ্ছি—এ সব কাজ কি তোমার ভাল হ'চ্ছে?

নিমা। আমি ত কোনও অন্যায় করিনি প্রভু!

গঙ্গা। অন্যায় করনি? তুমি গৃহী—গৃহধর্ম্ম ছেড়ে,—এই সব বৈষ্ণবদের দলে মিশে—গৃহধর্ম্ম ভুলে হল্লা করে বেড়াচ্ছ,—এটা কি অন্যায় নয়? গৃহী যদি গৃহীর আচার পালন না ক'রে—উদাসীনের মত ঘুরে বেড়ায়,—তুমিই বল, তাতে লোকে তা'রে নিন্দা করে কি না? তুমিত পণ্ডিত, লেখা পড়া শিখেছ, শাস্ত্রে তোমার জ্ঞানও হ'য়েছে—তুমিই বল সংসারের চেয়ে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ?

নিমা। গুরুদেব! ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই না জানি,—
গৃহধর্ম্ম পানে, মন নাহি টানে—
কে যেন বুঝায়—সংসারের সার "কৃষ্ণধন",
তাই করি বৈষ্ণবের চরণ বন্দন,
নন্দের নন্দন যদি ফিরে চায়,
বৈষ্ণব সেবায়—যদি পাই পাণ্ডব সখায়।
উঠে যথা হরি হরি ধ্বনি—
মনে হয়—সেখানে আছেন চিন্তামণি,
হরিদরশন অভিলাষে—প্রাণের বিশ্বাসে—
ছুটে আসি হরিভক্ত পাশে।
বল প্রভু! প্রেমধর্ম্ম বিনা, কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এ সংসারে?
সে প্রেমের আধার সে শ্রীহরি আমার,
কাঁদে প্রাণ অদর্শনে তা'র;
প্রেমভক্তি বুঝিয়াছি সার, হরি বিনা গতি নাই আর।

পদ্মা। কিন্তু তুমি—গৃহ ধর্ম্মী—
গৃহ কর্ম্মে আছে তব কর্ত্তব্য পালন,
বৃদ্ধা মাতা—বেঁচে আছে তোমারই মুখের পানে চেয়ে,
পতিব্রতা সতী—রূপসী যুবতী,—
তোমা' বিনা গতি কিবা তা'র ?
নহে কি কর্ত্তব্য তব—রক্ষাকরা অবলা নারীকে ?
জন্ম তব ব্রাহ্মণের কুলে, ধর্ম্ম তব—
দেব সেবা যজন যাজন,
পিতা তব মৃত্যুকালে গেছেন বলিয়া,
গৃহমাঝে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া,
বিদ্যার্থীরে বিদ্যা শিখাইতে ;
তৃষিতের কণ্ঠে—সুশীতল সলিল ঢালিয়া,
ক্ষুধার্ত্তের মুখে—প্রাণময় অন্ন তুলে দিয়া,
অনাথ আতুরে—কোলে তুলে সুশ্রূষা করিয়া,
গৃহস্থের গৃহধর্ম্ম—থাকে হে বজায়,
বিজ্ঞ তুমি,—বল বৎস ! কি বুঝাব অধিক তোমায় ;
গৃহস্থের পুণ্যব্রত ভুলি'—
ভিখারীর ধর্ম্ম—সাজে কি তোমার কভু ?
মা তোমার—শোকাতুরা,
তোমারি পানেতে চেয়ে বাঁধিয়াছে বুক,
নারী তব—শান্তি চায় তোমারই আশ্রয়ে,
ছাত্রগণ—দূর দূরান্তর হ'তে, এসেছিল ছুটে,

তব পাশে, বিদ্যাশিক্ষা আশে,—
তোমার এ ঔদাস্য হেরিয়া, নিরাশ হইয়া,—
একে একে যেতেছে ফিরিয়া তা'রা ঘরে।
মা তোমার কাঁদে আর্ত্তস্বরে,
তোমার নিঠুর ব্যবহারে—তোমার পত্নির আঁখি ঝরে,
"প্রেম" "ভক্তি"—এই কি তোমার ?
আশ্রিতের প্রাণে ব্যথা দিলে,—
প্রেম ধর্ম্ম হয় কি সঞ্চয় ?
বল বৎস ! এ প্রশ্নের কি দিবে উত্তর ?

নিমা। গুরুদেব ! চাহ কি উত্তর ?—
চাহ কি জানিতে—শিষ্যের প্রাণের কথা ?
কি যে ব্যথা পাই—মাতা পত্নী পানে যবে চাই,—
সে যাতনা,—ভাষায় প্রকাশ করি হেন সাধ্য নাই।
মনে হয়—মাতা পত্নী মায়াপাশে বাঁধি'—
আমার আমিত্ব ল'য় অধিকার করি,
আমার যা' কিছু—সব তারা দেয় ভুলাইয়া !
মাতা পত্নী আশ্রিত পালন, নরের এ ধর্ম্ম সাধারণ,
কিন্তু, কে কারে পালন করে এ সংসার মাঝে ?
সকলেই অদৃষ্টের দাস,—কর্ম্মফলে শাসিত সংসার,
কেহ নহে কার,—"আমার" "আমার"—
মানবের ঘৃণ্য অহঙ্কার !
'আমার' আত্মীয় যারা,—

মুদিলে নয়ন তা'রা,—আমার কাতর আবাহনে,
প্ররে'ত আসেনা কেহ।
আমার দুঃখেতে—ফেলেনা'ত নয়নের একবিন্দু বারি।
তবে তা'রা কে আমার? আমি কে তা'দের?
সংসারে সম্বন্ধ—সেত' শুধু দুদিনের!
নয়নের অন্তরালে গেলে—সব ভুলে যায় নর।
স্ত্রী পুত্র বান্ধব,—যা'রা সংসারের "সর্ব্বস্ব" ও "সব"
শেষ দিনে, সঙ্গী তা'রা কেহই না হয়!
ধর্ম্ম শুধু—সঙ্গে সঙ্গে রয়;—কর্ম্ম ফল নিয়ন্ত্রিত করি'—
সেই কর্ম্মফল দাতা হরি,
তাঁহারে পাশরি'—সুখ শান্তি পায় কি মানব?
কিসের সংসার?
সংসারের সার সর্ব্বসারাৎসার নারায়ণ।

গঙ্গা। সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ তুমি—এই কি তোমার যোগ্য কথা?
শান্তিময় সংসারের সুখ—ধূলি মুষ্টি সম ত্যাগ করি'
মার প্রাণে ব্যথা দিয়ে,—পত্নীপ্রেম পদতলে দলি—
জীবনে—বৈরাগ্য লবে করিয়া বরণ?
যাক্, বেশী কথা না চাহি বলিতে,
তর্কে পটু চিরদিন তুমি,—
বুঝাতে তোমায়, বাক্য না যুয়ায় মুখে।
এই শিক্ষা পেলে বুঝি—বৈষ্ণব সেবনে?
সংসারের সকলি অসার,—

এই বৃদ্ধ বিষ্ণুভক্তগণ—এই শিক্ষা দিয়াছেন বুঝি ?
আমিও ভেবেছি তাই—
সে দিনের বালক নিমাই, তা'র কেন এত তত্ত্বজ্ঞান !
দিয়ে প্রলোভন—সুকুমার বালকের মন—
টলায়েছে এ বৈষ্ণবগণ !
কিন্তু শোন—অদ্বৈত ঠাকুর,
আমিও ব্রাহ্মণ ; করে থাকি বিষ্ণুপূজা,
তোমাদের মত,—বালকে ভুলায়ে,
পরের সংসার—পারি নাই দিতে ছারেখারে !
করিয়াছ তোমরা যে কাজ—
তা'তে ব্রাহ্মণের গুরু নারায়ণ, তিনিও পাবেন লাজ।

অদ্বৈ। গঙ্গাদাস ! আমাদের নাহি অপরাধ,—
দরিদ্র বৈষ্ণব মোরা,—
এই ক্ষুদ্র কুটিরে বসিয়া, করি ইষ্ট দেবতার নাম ;
জানিনাক' প্রলোভন কারে বলে,—
নিজগুণে, দয়া ক'রে আসেন নিমাই—
শুনিতে মোদের সঙ্কীর্ত্তন, নিমায়ের এ পরিবর্ত্তন,—
সে কেবল কৃষ্ণের কৃপায়।

গঙ্গা। বেশ ত, কৃষ্ণের কৃপায় কৃষ্ণে মতি হ'ক্, তাতে ত কেউ কোন কথা ব'লতে পারে না। এ যে বড় বাড়াবাড়ি হ'চ্ছে। নিমাই সংসারী, ওর সংসারে অন্য অভিভাবক নেই, ঘরে বৃদ্ধা মাতা, যুবতী ভার্য্যা, তা'দের পালন কে কর্ব্বে ?

কোথা থেকে তা'দের গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থ আস্‌বে ? নিমাইকে যেমন কৃষ্ণভক্তি বুঝিয়েছেন, তেমনি জীবিকার একটা পথ দেখিয়ে দিন। সরস্বতীর কৃপায় নিমাই কৃতবিদ্য হ'য়েছে—সারা বাঙ্গলা জুড়ে অধ্যাপক ব'লে নাম বেরিয়েছে, দূর দূরান্তর থেকে বিদায়ের নিমন্ত্রণ পত্র আস্‌ছে, এরকম বাউণ্ডুলে হ'য়ে বেড়ানো কি ওর সাজে ? আপনারাই বলুন না, নিমাই অধ্যাপকের পুত্র—নিজেও একজন অধ্যাপক, ছাত্র পড়ানো কি তার উচিত নয় ?

নিমা। প্রভু ! ইচ্ছা হয় ছাত্রগণ সনে—
রত থাকি শাস্ত্র আলাপনে.
কিন্তু পাঠকালে ব্যাখ্যা নাহি পড়ে মনে,
ছাত্র কহে—জগতের "ধাতু" কিবা ?
আমি দেখি—কৃষ্ণ ধাতু বিরাট বিশ্বের।
কৃষ্ণ নাম মালা—"বর্ণমালা" ব্যাকরণে,
কৃষ্ণ "শব্দ"—স্থাবর জঙ্গম সকলি "প্রত্যয়" তা'র,
কৃষ্ণ ভক্তি—ভাবের "বিভক্তি"
কৃষ্ণ বার্ত্তা—ইচ্ছা তাঁর "করণ কারক,"
কৃষ্ণ প্রেম "অব্যয়" ও "অপাদান"
প্রকৃতি পুরুষ—কৃষ্ণের "স-মাস" বর্ত্তমান,
জীবনে মরণে—জীবের দারুণ "সন্ধি,"
বন্দি কৃষ্ণ পদ—মুক্তি পায় বদ্ধ জীবগণ,
কৃষ্ণই চেতন,—কৃষ্ণকৃপা বিনা সৃষ্টি অচেতন.

শাস্ত্রের এ মর্ম্ম, জাগে মনে,
ছাত্রগণে বুঝাইতে যাই,—অর্থ তারা না পারে বুঝিতে।
কি পড়াব তাহাদের আর !
আদেশ দিয়েছি তাই,—
যাক্ তারা স্থানান্তরে অধ্যয়ন তরে।

গঙ্গা। [স্বগতঃ] সর্ব্বনাশ !
নিমায়ের মুখে, একি উন্মত্ত প্রলাপ !
[প্রকাশ্যে] গয়া থেকে এসে,—হয়ে গেছে মস্তিষ্ক চঞ্চল,
হেন কথা তাই আনো মুখে।
কিন্তু বৎস ! দেখ চিন্তাকরি,
মাতা ভার্য্যা—এ দোঁহার ভরণ ও পোষণের ভার—
রয়েছে তোমারি হাতে।

নিমা। আমি কে আবার ? গুরুদেব !
এ জগতে কে লয় কাহার ভার ?
ভ্রূণ যবে গর্ভে পায় স্থান,
মাতৃস্তনে তা'র, হয় দুগ্ধের সঞ্চার,
জান কি তা' কৌশলে কাহার ?
ক্ষুদ্র কীট হ'তে—সৃষ্টির প্রধান নর,
বিষ্ণু সবে করেন পালন,
বিরাট বিশাল বিশ্বে, যে যেখানে আছে—
কৃষ্ণ সব যোগান আহার।
জীব কি জীবের অভাব পূরাতে পারে ?

নয়নের অগোচর অদৃশ্য কীটাণু—
সযতনে কে খাওয়ায় তারে ?
সর্ব্বজীব অন্নদাতা হরি।
সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি আছে তাঁর,
মাতা আর পত্নীরে আমার,
অনাথ পালন, করিবেন আপনি পালন,
ক্ষুদ্র আমি,—কোন্ কার্য্য করি ? কত শক্তি ধরি ?
কে নির্ভর করে মম'পরি ?
তাই করি, যা' করান হরি।

গঙ্গা। সত্য বটে মানিনু এ কথা,
দয়ার দেবতা হরি, এই বিশ্ব করেন পালন,
কিন্তু উপলক্ষ চাহি একজন,
গৃহ ধর্ম্মে—একে লক্ষ্য করি,
বহুজন বেঁচে থাকে।
এক সূর্য্যে করিয়া বেষ্টন—
আশে পাশে ভ্রমে গ্রহগণ,
তোমার সংসারে—সেই সূর্য্যসম তুমি,
তোমারি আনন পানে চেয়ে আছে তব আত্মীয় স্বজন।
তুমি মাত্র তাহাদের গতি।

নিমা। নিখিলের পতি সে শ্রীপতি,
তিনি দেব ! সকলের গতি।
সংসারের কেহ নই, কিছু নই আমি,

হরি অন্তর্য্যামী,—সকলের স্বামী।
অখিলের অভাব পুরাতে—হরি যুগে যুগে অবতার।

গঙ্গা। "অবতার" কথা—পুরাণের অলীক কল্পণা,
শুধু উপন্যাস, না হয় বিশ্বাস।
যিনি বিষ্ণু'—বৈকুণ্ঠের পতি,
কেন ধরিবেন বৎস নররূপ তিনি ?
জন্ম জরাচ্যুত—ভগবান,
জন্মমৃত্যু কোলে কেন করিবেন আত্ম সমর্পণ ?

নিমা। সর্ব্বজ্ঞানী তুমি গুরুদেব !
"অবতারে" করনা বিশ্বাস !
"অবতার তত্ত্ব"—বোধগম্য হয়না সবার।
যুগে যুগে অবতার হরি—সাধিতে বিশ্বের প্রয়োজন।
যে যুগের যেমন আকার, সে যুগের সেই অবতার।
প্রথমে এ বসুন্ধরা ছিল জলময়,
সে যুগে—জলের উপযোগী, ভগবান মৎস্য অবতার।
বিবর্ত্তন নীতি বলে, প্রলয় পয়োধি জলে—
স্থল ভাগ জাগিল যখন,
সেই যুগে, জলস্থল উভচর "কূর্ম্ম" অবতার।
স্থল ভাগে উদ্ভিদ জন্মিল যবে,
অমনি শ্রীহরি ধরিলা "বরাহ" মূর্ত্তি।
বিজ্ঞানের কথা—ক্রমোন্নতি প্রাণী জগতের,
এ রহস্য বুঝাতে মানবে,

অৰ্দ্ধ পশু—অৰ্দ্ধ নর—শ্রীহরি নৃসিংহ অবতার।
ক্রমে পশুভাব অন্তর্হিত—
বিকৃত মানব মূর্ত্তি—ধরায় "বামন" অবতার!
ঘুরিল উন্নতি চক্র পুনঃ—
আসিল "পরশুরাম" বাধিল সংগ্রাম,—
কুঠারের ঘায়, হ'ল শান্তি স্থাপিত ধরায়!
তা'র পর—"বর্ণভেদ" প্রথার সৃজন—
প্রকৃত মানব করিলেন জনম গ্রহণ,
ক্ষত্রিয়ের কুলে—উদ্ভাসিল রামমূর্ত্তি ধনুঃশর করে,
ক্রমে ত্রেতাযুগ শেষ।
কালচক্রে সে দ্বাপর করিল প্রবেশ,
বিলাইতে বিশ্বপ্রেম, ধরি ব্রজ বালকের বেশ,
আসিলেন হৃষিকেশ—ধর্ম্মরাজ্য হইল স্থাপিত!
শুনেছ তো প্রভু! চতুর্ভুজ শ্রীহরি আমার,
এক হস্তে সুদর্শন তাঁর, সেই সুদর্শন—অনন্ত নীতির চক্র
অন্য হস্তে—"মহাশঙ্খ" শোভে;
সেই শঙ্খ অনিবার করিছে ঘোষণা—
"সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" !!
বলরূপী ধনঞ্জয় কৃষ্ণের তৃতীয় হস্ত—
শোভে তাহে গদা ও গাণ্ডীব, পাষণ্ড দলন হেতু!
সে হস্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মী—হরিবারে ধরনীর দুষ্কৃতির ভার!
কৃষ্ণের চতুর্থ হস্ত— ঋষি দ্বৈপায়ন,

এই হস্ত—নিয়ত নিযুক্ত জীবের কল্যাণে,
এই হস্ত করিল প্রচার—মধুময়ী "ভগবদ্‌গীতা" ;
সেই গীতামৃত পানে—মানবের হৃদ্‌পদ্ম চির বিকশিতা।
কর্ম্মফল নারায়ণে করি সমর্পণ
জ্ঞান পথে, কর্ম্ম পথে—চ'লেছে মানব।
এবে—"ভক্তিপথ" প্রসারিত জীবের সম্মুখে।
ভক্তি তাই বৈষ্ণবের কামনার ধন।
কলিযুগে কলুষ নাশিতে---
হের গুরু! হের ভক্তগণ! যুগ উপযোগী অবতার !!

[ষড়ভূজ মূর্ত্তি ধারণ]

হের—দুই হস্তে—ত্রেতার সে ধনুর্ব্বাণ,
পুনঃ হের—দুই হস্তে দ্বাপরের বাঁশী,
কলি যুগোচিত দুই করে—
হের, হের, দণ্ড কমণ্ডলু শোভা করে!

গঙ্গা। [সবিস্ময়ে] একি! একি! লীলাময় হরি,
শচী নন্দনের রূপে—এসেছ কি পতিত পাবন,
ধন্য আমি,—অধ্যাপক হ'য়েছিনু তব,
আজ তুমি গুরু মোর!
এতদিন পারিনি চিনিতে, এসেছিনু উপদেশ দিতে—
দাম্ভিকের অপরাধ ক্ষম দয়াময়!

অদ্বৈ। নারায়ণ! এতক্ষণে ঘুচিল সংশয়—
সঙ্কীর্ত্তনে হরি ব'লে যখনই ডেকেছি—

তখনি অমনি আসি হ'য়েছ উদয় !
মনে মনে ছিলহে বিশ্বাস—
আসিবেন পীতবাস, করিতে কলির ঘোর কলুষ বিনাশ,
পূর্ণ আজ প্রাণের সে চির অভিলাষ !
কি দেখ—মুরারি ! কি দেখ হে প্রেমিক শ্রীবাস !
জীবন সার্থক কর, নররূপী নারায়ণে হেরি ।

মুরা । জয় জয় ষড়্ভূজ ধারী ! বৈকুণ্ঠ বিহারী !
এতক্ষণে বুঝিলাম—সার্থক আহ্বান ।
এতক্ষণে বুঝিলাম,—ভক্তের অধীন ভগবান ।

শ্রীবাস । ধন্য নরজন্ম, ধন্য দেহ মন প্রাণ
বৈষ্ণবেরা বড় ভাগ্যবান,—
ধরা দেছে মনোচোর এতদিন পরে,—
কি আনন্দ ! কি আনন্দ ! উথলে অন্তরে ।
গাও ভাই ! হরিনাম গাও উচ্চৈস্বরে ।

গীত ।

মধুর মধুর গৌর কিশোর
মধুর মধুর নাট ।
মধুর মধুর সব সহচর
মধুর মধুর হাট ॥
মধুর মধুর মৃদঙ্গ বাজত
মধুর মধুর তান ।
মধুর রসেতে মাতল ভকত
গাওত মধুর গান ॥

মধুর হেলন মধুর দোলন
মধুর মধুর গতি।
মধুর মধুর বচন সুন্দর
মধুর মধুর জাতি ॥
মধুর অধর জিনি শশধর
মধুর মধুর হাস।
আরতি পিরীতি চরিতি মধুর
মধুর মধুর ভাষ ॥

হরিদাসের প্রবেশ

হরি। দাও ভাই! আনন্দের ভাগ আজ মোরে।
আসিয়াছি বড় আশা ক'রে,
মনোচোরে, বাঁধি প্রেম ডোরে—
প্রাণ ভ'রে গাব হরিনাম।
পথে যেতে, যেতে, পাইনু শুনিতে,
হরিভক্ত হরিগুণ গায়, তাই এনু ছুটিয়া হেথায়,
প্রাণ জ্ব'লে যায়, তপ্ত আকাঙ্খায়,
মরি নিদারুণ পিপাসায়, সুধা বিনা এ তৃষা কি যায়?
দাও ভাই! প্রেম সুধা দাও, অন্তরের যাতনা জুড়াও,
মরমের দাবাগ্নি নিভাও,
হরিভক্তে দেখিবার আশে, তোমাদের পাশে—
ঊর্দ্ধশ্বাসে—এসেছি অনেক দূর হ'তে।

অদ্বৈত। জ্যোতির্ম্ময় দেহ, হবে বুঝি মহাজন কেহ,
নাহিক সন্দেহ কভু তায়,
হে বিদেশি! কে তুমি দেহ গো পরিচয়।
কহ মহাজন! কি কারণ, হেথা আগমন?

হরি। নাম—হরিদাস, বুঢ়ন গ্রামেতে ছিল বাস,
স্মরি পীতবাস, ধরি বহির্ব্বাস,
বৈষ্ণবের দাস এবে আমি।
নাহি কোন শক্তি, ধর্ম্মে অনুরক্তি,
খুঁজি কোথা ভক্তি—কোথা ভগবান।
ভ্রমি যথাতথা, শুনি কৃষ্ণ কথা জুড়াই এ তাপদগ্ধ প্রাণ।
ছিনু নিদ্রাঘোরে—ইষ্টদেব মোরে, স্বপ্নে শুনাইল বাণী
যা'রে নদীয়ায়, খুঁজিস্ যাহায়, পাবি সেথা দেখা তার।
তিন দিন ধরি,—নদীয়ার পথে ঘুরে মরি,
ডাকি শুধু "কোথা আছ হরি!"
পূরেনি প্রাণের আশা হায়!
হরি নাম শুনে, আইনু এখানে,
স্থান দাও দাসে রাঙ্গা পায়।

অদ্বৈ। বুঢ়ন গ্রামের হরিদাস তুমি?
হরি! হরি! ধন্য লীলা তব,—
মহাভক্ত—প্রেমের আধার, হরিদাস,
এসেছেন কুটীরে আমার আজ—
তোমারই প্রেমের আকর্ষণে!

কি দেখিছ ভক্তগণ ! নদীয়ায় আজ শুভক্ষণ ।
আশৈশব হরি পরায়ণ—
হরিদাস মহাজন—উপস্থিত সম্মুখে মোদের !

শ্রীবা। গুণধাম !
বহুদিন হ'তে শুনিতেছি তব পুণ্য নাম,
সাধক নিস্কাম তুমি,
তোমা হেরি জনম সফল মানি প্রভু !
স্বাগত ! স্বাগত ! ভাগবত ভক্তির আধার !
পবিত্র এ পুরি, চরণের ধূলায় তোমার ।

নিমা। [স্বোচ্ছাসে] বৈষ্ণবের চূড়ামণি !
আমাদের পুণ্যফলে নদেয় তোমার পদার্পণ !
জগতে আদর্শ ভক্ত তুমি,—
কৃষ্ণ প্রেম লাগি সর্ব্বত্যাগী তুমি মহাশয় !
সহিয়াছ শত অত্যাচার,
যে ক'রেছে বিষম প্রহার,
কৃষ্ণপদে মাগিয়াছ কল্যাণ তাহার,
বারনারী এসেছিল মজাতে তোমায়;
লালসায়—চাহনি তাহার পানে হায় !
শেষ জলাঞ্জলি দিয়ে কামনায়—
সাজায়ে বৈষ্ণবী গণিকায়, কৃষ্ণমন্ত্র দিয়াছ তাহায় ।
পবিত্র নদীয়াপুরী তব আগমনে,
এসো সাধু ! হরিভক্তি শিখাও কিঙ্করে,

দাও মোরে আলিঙ্গন।

হরি। ওকি ! কর কি ? কর কি ?
তুমি,—পবিত্র ব্রাহ্মণ, আমি ঘৃণিত যবন,
স্পর্শ যোগ্য নহিত তোমার।

নিমা। প্রেমে কোথা জাতির বিচার ?
গুহক চণ্ডালে, শ্রীরাম দিয়েছেন কোল,
সমদর্শী নিজে নারায়ণ
উচ্চনীচ ভেদ জ্ঞান—নাহিত তাঁহার,
তুমি যে ভক্তির মহাজন ! এসো এসো করি আলিঙ্গন,
ভক্তস্পর্শে জুড়াক্ জীবন।

(হরিদাসকে আলিঙ্গন)

হরি। ওঃ—এতক্ষণে ফলিল স্বপন,
তুমিই প্রেমের মহাজন,
আমি দীন—খাতক তোমার,
ফাঁকি দিতে পারিবেনা আর,
স্বপ্নে আমি দেখেছি তোমায়—
জেনেছি—মানব দেহ ক'রেছ ধারণ,
নাম সুধা করিতে জগতে বিতরণ,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে,—তুমিই আমায়,
এনেছ যে নদীয়ায় টানি !
লুকোচুরি স্বভাব তো গেলনা তোমার,
কাঁদাতে যে ভালবাস তুমি।

নিমা। একি কারে কি কহিছ তুমি,
লুকোচুরি আমার স্বভাব ?
ভক্ত হরিদাস—ভক্তি শিক্ষা দাও মোরে,
ওরে তুই ভক্তির আদর্শ অবতার।

হরি। এও এক খেলা মুরারি! তোমার।

অদ্বৈ। সফল জীবন, সফল জনম,
ভক্তি ভক্ত ভগবান তিনের মিলন,
হে বৈষ্ণবগণ! কর হরিনাম সংকীর্ত্তন,
এতদিন খুঁজিয়াছ যারে, সে যে আজ উপস্থিত দ্বারে,
এসো—সকলে মিলিয়া মাতি নাম গানে
প্রাণের দেবতা—আজ আবির্ভাব প্রাণে!

[সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সকলের নিষ্ক্রান্ত।

জয় নন্দনন্দন, গোপীজন বল্লভ,
রাধা নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদীয়া পুরন্দর
সুরমুনিগণ মনোমোহন ধাম।
জয় নিজ কান্তা কান্তি কলেবর,
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।
জয় ব্রজ-সহচরী লোচন-মঙ্গল
জয় নদীয়া বধূ-নয়ন আমোদ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্য পথ

নিমায়ের প্রবেশ

নিমাই। বহুদূর—বহুদূর—যেতে হবে মোরে,
কর্ম্মক্ষেত্র করিছে আহ্বান,
কতকার্য্য রয়েছে পড়িয়া !
সাধের গৌড় ভূমি মম,
কি অধঃপতন তা'র হ'য়েছে এখন !
''তান্ত্রিকতা'' সর্ব্বত্র প্রবল
'মঠ' 'চৈত্য' 'মন্দির' 'বিহার'—
ব্যভীচারে পরিপূর্ণ হেরি ;
তান্ত্রিকের মুখে—ধ্বনিল প্রথম বাণী—
"প্রকৃতির অংশ রূপা নারী,
জীব প্রসবিণী, জগত জননী, মহামায়া,
মাতৃরূপে রমণীর সেবা কর জীব !''
কিন্তু হায় ! একি পরিতাপ !
কলির কুহকে,—
ভুলে গেছে নরনারী তন্ত্রের গৌরব :

বহ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া সম্মুখে—
'বামাচারি' সাধকের বেশে,
ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়, লালসায়,
ষোড়শী সুন্দরী পানে চায় !
'কামাচারী' মুখে করি' মাতৃনাম গান—
করে সুরা পান,
রক্ত নেত্রে তা'র শুধ্ গর্ব্ব অহঙ্কার,
কামনার অবতার, ধ্যানে খোঁজে যুবতী যৌবন ;
'পশ্বাচারী' পশুহত্যা করি'—
এক হস্তে মদ্যপাত্র ধরি'
কুমারীর ধর্ম্ম নাশি' হায় ! শবে চড়ি সিদ্ধ হ'তে যায় !
যে দেশের রবি—
প্রথম আলোক বিশ্বে দিল ছড়াইয়া,
যে দেশের বায়ু—
প্রথম প্রেমের মন্ত্র করিল প্রচার ;—
যে দেশের ঋক্ মন্ত্র—পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞান,
যে দেশের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ—
করিল জগতে জ্ঞান বিদ্যা বিতরণ,
নারায়ণ !
সে দেশের কেন আজ এ অধঃপতন ?
'জাতিভেদ' হিংসা, দ্বেষে রূপান্তর হ'য়ে—
পরস্পরে কেন করে ঘৃণা ?

'ত্যাগ' ও সন্ন্যাস—যে দেশের শাস্ত্রের শাসন—
সে দেশেতে কে আনিল প্রভু!
দারুণ স্বার্থের উপভোগ?
পশুরক্তে সিক্ত করি ধরণীর মাটী,
নারী মেদ-মাংস আস্বাদনে—
শ্মশানের ভস্ম মাখি দেহে,—
একি উপাসনা রীতি, শিখায় ভৈরব কাপালিক?
ধর্ম্মের নামেতে পিশাচের এ তাণ্ডব লীলা—
হে ধরণি! সহিবে মা! তুমি, বল বল আর কত দিন?
কত দিনে আর, ভ্রাতৃতন্ত্র হইবে প্রচার?
কত দিনে—বুঝিবে মানব—
সনাতনী প্রেমের মহিমা?
সাম্য মন্ত্র মুখে বলি 'হরি হরি' বোল—
কতদিনে, ব্রাহ্মণ শূদ্রেরে দিবে কোল?

একজন পল্লীবাসীর প্রবেশ

পল্লীবাসী। কে বাবা! তুমি?

নিমা। আমি ভিক্ষুক, দীনহীন সন্ন্যাসী—

লোক। সন্ন্যাসী? ওঃ বুঝেছি, তুমিও সেই কাপালিকের চর; কুমারী হরণ ক'র্ত্তে এসেছ? তা' বাপু! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের রুদ্র যামলের এ দেশের উপরেই এত নেক্ নজর কেন? আরও তো অনেক দেশ আছে,

সেখানে অনেক কুমারীও আছে, এ দেশটাতেই বা তোমাদের এত ঘন ঘন যাতায়াত কেন? এই যে, এখনও পনের দিন হয়নি, সদানন্দের ডব্‌কা মেয়েটাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে? তোমাদের রুদ্র যামলের পেট কি কিছুতেই ভরে না?

নিমা। সদানন্দের মেয়ে চুরি, একি ব্যাপার! রুদ্র যামল, সেই বা কে? আপনি ওসব কি ব'লছেন?

লোক। আহাহা! ন্যাকা আর কি! কিছুই জানেন না! তোমরাই ত রুদ্র যামলের চেলা, তোমরাই ত সদানন্দের মেয়েটাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছ; এখন আবার ছল ক'রে সাধুতা দেখাচ্ছ! আহা! মেয়েটার জন্যে কেঁদে কেঁদে বুড়ো বামুণ আর বামণী যেন পাগল হবার যোগাড়! তোমাদের একি অত্যাচার বাপু? মানুষ কি তোমাদের জ্বালায় স্ত্রী কন্যা নিয়ে ঘর কর্ত্তে পাবে না?

নিমা। সত্যি বল্‌ছি মশায়! আমি রুদ্র যামলকে চিনি না, তা'র নামও শুনিনি, আমি এ দেশে নূতন এসেছি। রুদ্র যামল কে?

লোক। তোমার মতনই সে সন্ন্যাসী,—শ্মশানে থাকে, মড়া খায়, মেয়েমানুষ চুরি করে, তা'র অনেক শিষ্য আছে। সে একজন বড় কাপালিক। বাংলা থেকে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে তা'কে না জানে কে?

নিমা। আমাকে একবার তা'র কাছে নিয়ে যেতে পারেন?

লোক। না বাপু! ইচ্ছে ক'রে কে বাঘের মুখে যায়?

তোমার সখ থাকে, যেতে পার। কংসাবতীর তীরে তা'র আড্ডা। যাকে জিজ্ঞেস্ কর্ব্বে, সেই দেখিয়ে দেবে। তোমার যে নধর চেহারা দেখ্‌লেই সে লুফে নেবে। অমাবস্তা পেলে সে মানুষও বলি দেয়।

নিমা। ধর্ম্মের নামে নরহত্যা! এ কি সম্ভব মশাই?

লোক। যাওনা ঠাকুর! নিজের চ'খেই দেখে এস না। আমার এখন সময় নেই, নৈলে দূর থেকে তোমায় তার আড্ডা দেখিয়ে দিতুম।

জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। ওগো বাবারা! তোমরা কারা দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছ? দেখনা গা! আমার ছাগলছানাটীকে রুদ্দুর ঠাকুরের লোকে জোর ক'রে খুলে নিয়ে যাচ্ছে! ঐ যে—দেখ না—এখনও ও মাঠটা পেরুতে পারেনি—ঐ যে যাচ্ছে—আমি যে এতটুকু বয়েস্ থেকে, ছাগল ছানাটাকে পালন ক'চ্ছি, আমার ছেলে পুলে কেউ নেই, ঐ যে আমার সব। এখনি যে—ওরা তা'কে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে! ওগো! কি হবে? কত রক্ত পড়্‌বে, কত চ্যাচাবে, দোহাই বাবা! আমায় রক্ষে কর—আমার ছাগল ছানাটীকে বাঁচাও—তোমাদের পায়ে পড়ি—

নিমা। কে এ রুদ্র যামল? কত শক্তিধর? তন্ত্রের নামে দুর্ব্বলের প্রতি এত অত্যাচার! এ অত্যাচার কি নিবারণ হবে না? [প্রকাশ্যে] চল মা! চল, আমি রুদ্র যামলের

কাছে যাব, আমায় নিয়ে চল। আমার প্রাণ দিয়েও আমি তোমার ছাগশিশুকে রক্ষা ক'র্ব্ব—

স্ত্রী। আহা! বেঁচে থাক বাবা! তোমার ভাল হ'ক্, এসো আমি তোমায় পথ দেখিয়ে দিচ্ছি—

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যে কালীমন্দির

রুদ্রযমাল উপস্থিত

রুদ্র। করাল বদনি! কালী! একি কর্ল্লে মা! দেশে-বৈষ্ণবধর্ম্ম দিন দিন বদ্ধমূল হ'চ্ছে—হরি নামে তোর ব্রহ্মময়ী তারা নাম ঢেকে যাচ্ছে—তবু তুই চুপ ক'রে আছিস্? আজ তিন দিন তোর খড়্গের যে রক্তের পিপাসা তৃপ্ত হয় নি! দে মা দে—বলির পশু এনে দে, নৈলে তোর পূজা যে অসম্পূর্ণ থাকবে।

দুইজন লোকের প্রবেশ

১ম। ঠাকুর মশাই! মার পূজো কখন হবে? আমরা যে মার পূজো দেব।

রুদ্র। মা'র পূজা যে বন্ধ হ'য়ে এসেছে, তিন দিন মা রক্ত খাননি। তোরা কি পূজো দিবি? বলির পশু এনেছিস্?

১ম। আজ্ঞে এনেছি বৈ কি।

রুদ্র। কি এনেছিস্?

১ম। আমার পরিবার অম্বলের ব্যায়রামে ভুগছিল, তা'র জন্যে পাঁচটা পাঁঠা মেনেছিলুম, তাই এনেছি।

২য়। আমার বড় ছেলের হাঁপানি হ'য়েছিল, আমি মানসিক ক'রেছিলুম—ছেলে ভাল হ'লে মাকে জোড়া মোষ দেব, ছেলে ভাল হ'য়েছে—মোষ দু'টো নিয়ে এসেছি।

রুদ্র। [সানন্দে] মা! মা! কে বলে তুই নেই! নিজের পূজো নিজেই জোগাড় করেছিস্। [লোকদ্বয়ের প্রতি] যা' তোরা পশুগুলোকে গঙ্গার জলে স্নান করিয়ে নিয়ে আয়। আমি এদিকের যোগাড় করি, আধ ঘণ্টার মধ্যে পূজো আরম্ভ হবে।

লোক। যে আজ্ঞে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

রুদ্র। [করযোড়ে] তারা! ব্রহ্মময়ী! আজ কি আনন্দের দিন! তোর বলি এসেছে! তোর ভক্তেরা তোর পূজা এনেছে—কুলকুণ্ডলিনি কালী! একবার তেম্নি ক'রে—ব্রহ্মবিম্বের উপর জাগ্ মা! সন্তানের কামনা পূর্ণ কর মা! যেন তোর জীবন্ত খড়্গো নিত্য নিত্য লক্ষবলি দিতে পারি।

বেগে লোকদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ

১ম। ঠাকুর মশাই ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—

রুদ্র। [স-চকিতে]কি—কি—কি হ'য়েছে ?

১ম। ঐ বেলগাছের তলায় পাঁঠা পাঁচটা আর বট গাছের তলায় মোষ দু'টো বাঁধা ছিল, খুঁজে পাচ্ছিনি।

রুদ্র। সে কি ?

১ম। আরে সে কি ! আমি যে অনেক খুঁজে—বেড়াডিঙ্গিয়ে আগড়কেটে ঢুকে পাঁটা গুলো যোগাড় ক'রেছিলুম, হায় ! হায় ! আমার কি হলো গো—অমন কালো কালো নধর মিষ্টি পাঁটা ; কোথা পালাল গো ! [কপালে করাঘাত]

২য়। আমি যে সুমুন্দুর গড়ের মাটী থেকে অনেক কষ্টে মোষ দু'টোকে ধরে এনেছিলুম গো !

রুদ্র। অঁ্যা, বলির পশু গেল কোথা ? নিশ্চয়ই কেউ চুরি ক'রেছে !

নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমা। কেউ চুরি করে নি ঠাকুর ! বলির পশু গাছে বাঁধা ছিল, আমিই তা'দের ছেড়ে দিয়েছি।

রুদ্র। তুমি ? বলির পশু তুমিই ছেড়ে দিয়েছ ? কেন তুমি এমন কাজ করলে ! পূজার মানসিকের জিনিষ—কেন তুমি স্পর্শ করলে ?

নিমা। জীব হিংসা মহাপাপ ব'লে।

রুদ্র। তুমি কে বাপু? আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে এসেছ—তুমি কে!

নিমা। আমি দীন হীন উদাসীন পথিক, এই আমার পরিচয়।

রুদ্র। পাষণ্ড! তোমার এত সাহস? তুমি ভিক্ষুক হ'য়ে আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে চাও?

নিম। ধর্ম্মে—হস্তক্ষেপ।

হে ব্রাহ্মণ! "ধর্ম্ম কারে বল তুমি?
জীব হত্যা "ধর্ম্ম" কোন কালে?
যিনি—জগত-জননী—
ক্ষুদ্র পরমাণু হ'তে—
ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি সন্তান যাঁহার,
সেই দয়াময়ী, সেই মায়ের সম্মুখে
নির্ম্মম হৃদয়ে, ক্ষুদ্র জীবে হত্যা করি'
ধর্ম্ম ব'লে দাও পরিচয়?
মা যে 'ব্রহ্মময়ী' মা যে "বিশ্ব প্রসবিনী"
তুমি, আমি, পশু, পক্ষী, কীট,
সবাই যে মায়ের সন্তান;
সে সম্বন্ধে পরস্পর ভাই ভাই মোরা,
ছি ছি! তবে কোন্ প্রাণে—
ভাই হ'য়ে ভ্রাতৃ হত্যা কর?

শক্তির সেবক হ'য়ে, কেন নাশ শক্তি অপরের ?
তুমি বলবান্,
ক্ষুদ্র জীব ছাগ, মেষ, মহিষ, মার্জ্জার,
দুর্ব্বল তোমার তুলনায়,
তাই বুঝি দাও বলিদান ? দেখায়ে ধর্ম্মের ভাণ ?
জীব হত্যা ধর্ম্ম—বল কোন শাস্ত্রে বলে ?
জীব হত্যা ধর্ম্ম—চণ্ডালের,
জীব হত্যা ধর্ম্ম রাক্ষসের,
জীবহত্যা—ধর্ম্ম পিশাচের ;
তুমি যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব সন্তান,
জীবহত্যা তোমার তো ধর্ম্ম নয় কভু।

রুদ্র। কি—পিশাচ ! আমায় তুমি ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে এসেছ ? জানো—আমি কে ? জানো—তুমি কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা ক'চ্ছ ? জানো—তুমি এখানে নিরাপদ নও ? যাও, বেশী কথা তোমায় বল্‌তে চাইনে, মা'র পূজার সময় উপস্থিত, বলির পশু এনে দাও,—আমি তোমার এ ঔদ্ধত্য ভুলে যাব। এখনও ব'ল্‌ছি বুঝে দেখ তুমি কতদূর অন্যায় ক'রেছ—

নিমা। তারো চেয়ে তুমি—

ক'রেছ অন্যায় কায্ হে ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ !
দেখ দেখি চেয়ে—কত রক্ত চিহ্ন মা'র মন্দির প্রাঙ্গণে !
সোপান হইতে—চত্বর অবধি,—
দেখ দেখি কি রক্তের স্রোত !

ধর্ম্মের নামেতে—
দেখ দেখি কত পশু করেছ সংহার !

রুদ্র । আরে মূর্খ ! মোহান্ধ যুবক,
শক্তির পূজার মর্ম্ম—কি বুঝিবি তুই ?
শোণিত তর্পণে—মা' আমার তুষ্টা চিরদিন—
রক্ত বড় ভালবাসে—মা আমার রক্ত পিপাসিনী ।

নিমা । ছিছি ! ভক্তি পিপাসিনী মাতা,
তা'রে বল রক্ত পিপাসিনী ?
হে ব্রাহ্মণ ! সুধাই তোমায় —
তুমিও তো মা'র গর্ভে লভেছ জনম ;
জানতো কি উদার স্নেহেতে উথলে মা'য়ের বুক খানি,
তবে যিনি জগত-জননী,—
মানবী মায়ের চেয়ে—দেখ দেখি ভেবে—
তিনি কত স্নেহময়ী ?
ক্ষুদ্র ছাগ শিশু—
তা'র মা'র কোল থেকে—
জোর ক'রে টেনে এনে—
তোমরা যে দাও বলিদান,
সে দান কি জগন্মাতা করেন গ্রহণ ?
এই রক্ত স্রোত দেখে,—এই জীব হত্যা দেখে—
মানুষেরও কেঁদে ওঠে প্রাণ,—
আমর যিনি ত্রিলোকেরমাতা, দয়ার দেবতা,

এই দৃশ্য রক্ত রাগে—বুকে তার বাজে না কি ব্যথা ?

রুদ্র। নাস্তিকের মুখে না চাই শুনিতে অত কথা,
শাস্ত্রে আছে বলিদান প্রথা ;
বলিদান—পূজার অঙ্গ,
তন্ত্রের মহিমা তুই কি বুঝিবি বল,
বলিদানে সাধকের ফলে মোক্ষফল।

নিমা। আছে শাস্ত্রে বলিদান বিধি,
জানি তাহা—হে ব্রাহ্মণ আমি।
কিন্তু, তা'র অর্থ—সমর্থ বুঝিবে কেবা ?
পশু বলিদান—ধর্ম্মের সে ভাণ,
বধিলে জীবের প্রাণ—
মোক্ষ লাভ হয় কি কখন ?
এক জনে কষ্ট দিলে—
হয় কি কাহারো ভাগ্যে শান্তির বিকাশ ?
হে ব্রাহ্মণ ! মহাজ্ঞানী তুমি,
করিয়াছ সার ও জীবনে—
তন্ত্রের বিরাট ধর্ম্ম কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে,
পড়িয়াছ বহু শাস্ত্র, কিন্তু বল দেখি,—
জান কি বলির মর্ম্ম ?
জান কি হে বলিদান কারে বলে ?
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অহঙ্কার
এই ষড় রিপু—

মানবের মহাশত্রু, বিঘ্ন সাধনার ;
এই ছয় রিপু দুর্নিবার—
জ্ঞান খড়্গে করিয়া ছেদন—
অভীষ্ট দেবের পদে—দিতে হয় বলি উপহার !
তারি নাম—"বলিদান"
এ বলি যে দিতে পারে,
শক্তি পূজা সার্থক তাহার।
নতুবা নিরীহ পশু' বধি,—
সৃজিয়া ভীষণ রক্ত নদী ;
দেবতার দয়া ভিক্ষা—পিশাচের ব্রত !
যূপ বদ্ধ পশু কণ্ঠ হ'তে—মৃত্যুকালে ওঠে যে চীৎকার—
সে চীৎকার—খুলে দেয় সাধকের নরকের দ্বার !
মরণ সময়ে—সে দুর্ব্বল পশু,
প্রাণ ভয়ে করে যে রোদন,—
সে রোদনে—
ভূলোক দ্যুলোক নাগলোক,
ব্রহ্মলোক—এমন কি, গোলোক অবধি—
হ'য়ে ওঠে বিচলিত ! কেঁপে ওঠে—
বৈকুণ্ঠের স্বর্ণ সিংহাসন,
দাম্ভিক ব্রাহ্মণ ?
মানবের মত, বাক্‌শক্তি থাকিত পশুর যদি—
তা হ'লে বুঝিতে, খড়্গাঘাতে কি যন্ত্রনা তা'র।

রুদ্র। ওরে মূর্খ! বর্ব্বর! অজ্ঞান!
সাবধান!—শাস্ত্র-কথা সাজে না ও পাপ মুখে,
করাল বদনী—লোল জিহ্বা—বিকট দশনা—
সবাসনা শ্যামা মা আমার—
ভালবাসে বড়, করিতে জীবের রক্তপান।

নিমা। রক্তপান—যে' মা ভালবাসে—
মাতা নয়, রাক্ষসী সে!
ওহো—ধর্ম্মের নামেতে—করি নীতি বিগর্হিত কায,
এই রূপে মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ।
মোহ মুগ্ধে—পারে না বুঝিতে—
জীব-জননীর কাছে—জীবহত্যা মহাপাপ অতি!

রুদ্র। আরেরে দুর্ম্মতি! এত ঘৃণা তন্ত্র শাস্ত্র প্রতি?
জানিস্‌নে, রজোগুণে রাঙা রং বিনা—
হয় না মায়ের পূজা।

নিমা। [পূজা পাত্র হইতে একটী জবাফুল লইয়া] এও
রক্তের মত— রাঙা জবা ফুল,
রজোগুণে সুষমা অতুল, এতে কি হয় না পূজা মার?
ভক্ত-হৃদি রক্ত-রাগে রাঙা—
এ পূজা কি লবে না জননী?

রুদ্র। না, না,—ওতে মা'র তৃপ্তি হয় না, মা রক্ত চান্—

নিমা। [উদ্ভ্রান্ত ভাবে] মা রক্ত চান্?
ওহো—পাষাণ মন্দিরে, পাষাণ প্রতিমা পূজি'—

তোমরাও হ'য়েছ পাষাণ ?
রাক্ষসী জননী তোমাদের, সন্তানের রক্ত করে পান।
[সহসা—রুদ্র যামলের করস্থিত খড়্গ লইয়া] ভাল,—
আজ মাকে রক্ত দিব আমি।
[কালী-মূর্ত্তি পানে চাহিয়া]
ওগো—কপালিনি! নৃমুণ্ড মালিনি!
রক্ত দন্তা—রক্ত পিপাসিনি!
জীব-রক্ত এত প্রিয় তোর ?
সন্তানের উষ্ণরক্ত—এত ভাল বাসিস্ জননী ?
মায়াবিনি! কুহকিনি! মাতৃরূপ ধরি'—
ডাকিনীর জঠর লইয়া—এসেছিস্ সন্তানের রক্তলোভে ?

[নিজ বক্ষে খড়্গাঘাতোদ্যোগ] তবে এই নে মা! রক্ত নে মা! এই নে মা! সন্তানের রক্ত—এই রক্তে মিটা মা পিপাসা—এই রক্তে—রক্ত পান তৃষ্ণা যেন তোর, ঘুচে যায় জনমের মত! এই রক্ত—শেষ রক্ত পান হ'ক্ তোর।

[বক্ষে খড়্গাঘাতোদ্যোগ সহসা—পশ্চাৎ দিকে দুর্গা
মূর্ত্তির আবির্ভাব এবং তৎকর্ত্তৃক খড়্গ ধারণ]

দুর্গা। এ কি! আত্মভোলা কেন প্রভু তুমি ?
নিজ বক্ষে করিতেছ খড়্গাঘাত কেন,
চেয়ে দেখ আসিয়াছি আমি।

নিমা। এসেছ মা ? এসো—এসো—
কিন্তু এ কি বেশে,—এসেছ মা!

রাজ রাজেশ্বরী মূর্ত্তি এযে !
দয়াময়ী—স্নেহময়ী মাতৃ-রূপ এযে !
রক্ত পিপাসিনী—নৃমুণ্ড মালিনী—
নর-কর নির্ম্মিত কিঙ্কিনী, অসি পাশ মেঘনা চপলা—
শ্যামা মূর্ত্তি—কৈ মা তোমার ?
যে মূর্ত্তিতে করিস্ জীবের রক্ত পান,
কৈ মা সে কালী-মূর্ত্তি তোর ?

দুর্গা। বৎস ! কে ব'ল্লে আমি রক্তপান ভালবাসি ?

নিমা। শাস্ত্র ব'লেছে—[রুদ্রকে দেখাইয়া] এই ব্রাহ্মণ ব'লেছে—তুই রক্ত খেতে ভাল বাসিস্; ভক্তের ভক্তির পূজায় তুই সন্তুষ্ট ন'স্। রাঙা জবায় পূজা ক'ল্লে তোর তৃপ্তি হয় না। আচ্ছা—মা ! তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সত্য ক'রে বল্—তোর যে পিপাসা মহিষাসুরের শোণিত সিন্ধুতে শান্ত হয়নি, যে পিপাসা শম্ভু নিশম্ভুর কণ্ঠ শোনিতে তৃপ্ত হয়নি, যে পিপাসা রক্ত বীজের অনন্ত রক্ত উৎস ও নিবারণ কর্ত্তে পারেনি, সে দুর্ব্বার পিপাসা কি নিরীহ ছাগ মহিষের গণ্ডুষ পরিমিত রক্তে শান্ত হয় ?

দুর্গা। বৎস ! আর আমায় লজ্জা দিওনা। দেখ' আমি সুখের শরতে রাজরাজেশ্বরী দুর্গা রূপেই আমার সন্তানদের কাছে আসি, এসে দেখি, আমার সোণার সংসার শ্মশান হ'য়ে গেছে, আমার ছেলেরা খেতে পায়না, তাদের বস্ত্র নাই, তারা রোগেজীর্ণ অভাবে শীর্ণ, সেই দেখে মনে হয়—এ রত্নালঙ্কার ভুষিতা রাজ-

রাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে আমার আসা ভাল হয়নি। তাই একপক্ষ পরে, আমি শ্মশানের উপযোগী দিগাম্বরী শ্যামা হ'য়ে দেখা দিই। আমার ছেলেরা আমার মূর্ত্তির মর্ম্ম বোঝেনা। তা'রা ভাবে আমি বুঝি রক্ত খেতেই ভালবাসি। বৎস—রুদ্রযামল! তুমি ভক্তি ভরে আমার পূজা ক'রেছ—কিন্তু তন্ত্রের রহস্য কিছু বোঝনি, তাই পঞ্চমকারের প্রলোভনে তোমার শক্তি সাধনা কলুসিত হ'য়েছে আজ থেকে শিক্ষা কর প্রেমের চেয়ে ধর্ম্ম নাই, আজ থেকে জেনে রাখ—জ্ঞান পথ ও কর্ম্ম পথের চেয়ে ভক্তি পথই শ্রেষ্ঠ। জগৎ-বাসীকে সেই ভক্তি পথটী চিনিয়ে দিতে [নিমাইকে দেখাইয়া] এই মহাপুরুষের আবির্ভাব। ইনি স্বয়ং নারায়ণ। আজ থেকে শ্যাম শ্যামার প্রভেদ ভুলে যাও। আশীর্ব্বাদ করি তোমার কামনা পূর্ণ হ'ক।

রুদ্র। [নিমায়ের পদ তলে পড়িয়া] প্রভু! প্রভু! অকৃতি অধম আমি, এতক্ষণ চিনিনি তোমায়; ক্ষম মম অপরাধ।

নিমা। ভাই! ভাই! ওঠো

মায়ের সম্মুখে করহ শপথ—
"আজ থেকে রক্তপাত করিব না আর"————
বৈষ্ণবের বিষ্ণুশক্তি মা যে—বঙ্গভূমি শ্যাম শ্যামার দেশ
শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি, সকলেই ভাই ভাই মোরা।
এসো ভাই! আলিঙ্গন করি তোমা'— জুড়াই জীবন,
[রুদ্রযামলকে আলিঙ্গন]

সকলের নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

নবদ্বীপ বটবৃক্ষতল

নিত্যা। কৈ কোথায় সোণার গৌরাঙ্গ আমার! ভাই আমার! আজ তিনদিন ধ'রে নবদ্বীপে পড়ে র'য়েছি,তবুও তোমার দেখা পেলুম না! তবে কি তোমায় দেখ্‌তে পাবনা? তবে আমায় কেন টেনে আন্‌লে? লীলাময়! তোমার এ কি লীলা? আমাকে কি চিরদিন তোমার পিছু পিছু ছোটাবে? বিশ্বের ব্রতে যুগ যুগ ধ'রে আমি তোমার সহচর— তাই কি আমায় তুমি এত কষ্ট দিচ্ছ? আমার চির আকাঙ্খিত! আমার আরাধনার দেবতা! আমার কামনার সার! সাধনার ইষ্ট মন্ত্র! আমি যে তোমার আহ্বান শুনে, এই নবদ্বীপে ছুটে এসেছি। কৈ তুমি, কোথা' তুমি, এখনও কেন দেখা দিচ্ছ না! ছি ছি! তুমি এত নিষ্ঠুর? ভাল, বাহিরে তোমায় চ'খে না দেখ্‌তে পাই,— ক্ষতি কি? তুমি আমার অন্তরেই চির বিরাজমান আছ, আমি তোমায় অন্তরে অন্তরেই অনুভব করি। এই স্নিগ্ধ শ্যামল বটতলেই— আমার সমাধি হ'ক। দেখি তোমার দয়া হয় কি না? [ধীরেধীরে ধ্যান মগ্ন হওন]

নিমাই অদ্দৈত শ্রীবাস ও হরিদাসের প্রবেশ।

নিমা। ঐ দেখ আচার্য্য! ঐ সেই প্রেমের মহাজন! আমি ও'র কথাই তোমাদের ব'লে ছিলুম। ওর চরণ স্পর্শে—নদীয়া

আজ পবিত্র হ'ল। দাদা! দাদা! আমি এসেছি। ওঠো ভাই ওঠো আমায় ক্ষমা কর—আমি বড় অপরাধী, আমায় ক্ষমাকর।

অদ্বৈত। তাইত ঠাকুর যে বাহ্য জ্ঞান শূন্য! শ্রীবাস! ভক্ত হরিদাস আর বিলম্ব কেন? এসো সংকীর্ত্তণ করি।

সকলে—

সংকীর্ত্তণ

"জয় জগতারণ, কারণ ধাম। আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ রাম॥
ডগমগ-লোচন, কমল ঢুলাওত, সহজে অথির গতি জিনি মাতোয়ার।
গৌর গৌর! বলি. ঘন ঘন ফুকরই, গৌর-প্রেমভরে চলই না পার॥
গদ গদ মধুর, মধুর বচনামৃত, লহু-লহু-হাস-বিকাশিত-গণ্ড।
পাষণ্ড খণ্ডণ. শ্রীভুজ মণ্ডণ, কনক-খচিত অবলম্বন-দণ্ড॥
কলিযুগ-কাল, ভুজঙ্গম-সঙ্গম, দগধিল স্থাবর-জঙ্গম দেখি।
জগ ভরি প্রেম, সুধারস বরিখত, ভকত কো কাহে উপেখি?"

নিত্যা। (স্বপ্তোত্থিতবৎ) গাও—ভাই! আবার গাও—তোমাদের মধুর স্বরে আমার জড়প্রাণে উন্মাদনা আসছে; আবার গাও ভাই! আবার গাও—আবার "হরি হরি" বল—তোমাদের মুখে হরিনাম শুনব ব'লে, তোমাদের সঙ্গে নদীয়ার ধূলায় গড়াগড়ি দেব ব'লে—অনেক দূর থেকে এখানে এসেছি। তোমাদের দেখে মনে হ'চ্ছে—আমার জীবন থেকে যেন তিনটী যুগ মুছে গেছে। আজ আমার সুপ্ত হৃদয় লুপ্ত গৌরবের উচ্ছ্বাসে—জেগে উঠেছে। আমার মনে হ'চ্ছে—আমাদের ধর্ম্মছিল, যে ধর্ম্ম একদিন ভগবান্‌কে মানবের বিভূতি মাখিয়েছিল।

আমাদের বল ছিল, যে বল একদিন ভীষ্মার্জ্জুনকে প্রসব ক'রেছিল আমার মনে হ'চ্ছে—আমরা রয়েছি, কিন্তু আমাদের সে সব কোথা গেল ? কিসের জন্য গেল ? কেন গেল ? এর একমাত্র উত্তর—শুধু ভক্তির অভাবে ! এযে শ্যাম শ্যামার দেশ—এযে ভক্তি প্রেমের দেশ ! দাও ভাই দাও—আমার শ্যাম শ্যামাকে এনে দাও—আমি তোমাদের কাছে ভক্তি শিখ্‌তে এসেছি, প্রেম ভিক্ষা ক'র্ত্তে এসেছি।

নিমা। [সোচ্ছ্বাসে] দাদা! দাদা! এসেছ তুমি ? কিন্তু কি দেখ্‌তে এসেছ ? আমাদের সুখ শান্তি তিতিক্ষা কলি যুগের কঠোর আবর্ত্তণে প'ড়ে—শিশিরসিক্ত উর্ণনাভের মত সংশয় পবনে ছিন্ন হ'য়ে গেছে ! চিন্তে পার কি দাদা ? একি সেই দেশ ? যে দেশের সূর্য্য কিরণ বিহগ কাকলির সঙ্গে অনন্ত উদার সামগানকে জাগিয়ে তুল্‌ত—এ কি সেই দেশ ? চিন্তে পার কি দাদা ? আমরা কি সেই মানুষ ? কামনা-সর্ব্বস্ব জগতকে নিষ্কামধর্ম্ম শিক্ষা দেবার জন্য—যে মানুষ একদিন 'বুদ্ধ' শ্রীকৃষ্ণ শঙ্কর রামানুজ হ'য়েছিল ? আমরা কি সেই জাত—যে জাতির অন্তঃপুরে একদিন সীতা সাবিত্রী গার্গী দয়মন্তী—পুণ্য শ্লোকের সহধর্ম্মিনী হ'য়ে অনাথ আতুরকে মা'র মত কোলে তুলে নিয়েছিল ? না, ভাই আমরা সে মানুষ নই। আমরা ভগবানের নূতন সৃষ্টি, চেয়ে দেখ দাদা ! পুণ্যপূত দেব দেউলের তীর্থ শিলায়—পশুরক্তের প্রবল উৎস ! মা'র নামে—তান্ত্রিকের বিরাট স্বেচ্ছাচার—লক্ষ ছাগ বলিতেও তৃপ্ত হয় না ! সমাজ রক্ষক

ব্রাহ্মণ আর সে অনন্তের ধ্যান করে না; সাধনার ক্ষেত্র আজ ব্যাভিচারে বিবৃত, তপোবনে ভোগের উদ্যান রচিত হ'য়েছে, যে দিকে দেখি—পঞ্চমকারের মোহ,—প্রেম ভক্তির দেশ—শুধু রক্তপাত! শুধু স্বর্গকামনায় শোণিত তর্পণ।

নিত্যা। আর ভয় নাই ভাই! তোমার পাশে যখন আমি এসেছি—তখন এ ভোগভূমি আবার প্রেমভূমি হ'য়ে—অনাথ আতুর দীন দরিদ্র পাপী তাপীকে কোলে টেনে নেবে। আবার এ দেশের শুদ্ধান্তঃ শোভিত কুললক্ষ্মীরা—'অন্নপূর্ণা' 'কমলা' রূপে বিরাজ কর্ব্বে। আবার এ দেশের নর নারী—'ভক্তির' মহা-সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'র্ব্বে।

নিমা। তবে এসো দাদা! এসো—ঐ দেখ চ'ক্ষের সম্মুখে —পূর্ব্ব পুরুষদের মহত্বের কঙ্কাল মূর্ত্তি! প্রেম ভক্তির মেদমাংস দিয়ে—এসো ঐ করাল মূর্ত্তি আবৃত করি। এসো—দেশের ভেদ নীতির বন্ধুর ক্ষেত্রে—ধর্ম্মের অপচার, ভক্তির চল চঞ্চল অবিরাম বাহী বন্যার স্রোতে—ভাসিয়ে দেই। আমরা বৈষ্ণব—আজ থেকে—আমরা এক প্রাণ, যেখানে রোগী তাপীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস—আমাদের কল্যান মণ্ডিত কর সেখানে অরুন্ধতীর সেবা সুশ্রুষার অবতারণা করুক। এসো আজ সকলে মিলে—জাতি-গত, বর্ণগত, ধর্ম্মগত, ভিত্তিহীন পার্থক্য ভুলে, উদাত্ত কণ্ঠে সেই মহামন্ত্র উচ্চারণ করি—"হরের্ণামৈব কেবলং"।

সকল। হরের্ণামৈব কেবলং!

[সমবেত গান]

কলুষ-কলি-যুগে, জন্ম বিফল ভেল, কবহুঁ করবি হরিনাম ।
সিন্ধুকূলে রহি, বিন্দুকো পিয়াস, ধিক্ রহু ঐছন কাম ॥
বিষয় বিষধর, অন্তর জর জর, মুগধ কাহে অবিরাম ।
সঙর অনুক্ষণ, শ্রবণ-রসায়ন, সুন্দর নটবর শ্যাম ॥
কামিনী-কাঞ্চনে, কিয়ে সুখ পাওলি, ধাওলি মরীচিকা ধাম ।
হামারি শপথি, লাগে পামর মন, তুঁহুঁ চিন্তয় তছু পরিণাম ॥

সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সমুদ্র গড় ও পাটুলীর চত্বর

প্রতাপ নারায়ণ ও একজন শৈব

প্রতা। বলেন কি? এতদূর!

শৈব। আর ব'ল্‌ব কি! জাত জন্ম আর রৈল না! বোষ্টম ব্যাটারা ধিঙ্গীপদ হ'য়েছে! অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ—আগে এরা রাত্তিরে লুকিয়ে চুরিয়ে, দরজা বন্ধ ক'রে—কেত্তন গাইত; নিমাই পণ্ডিতটে দলে ভিড়ে পর্য্যন্ত—ব্যাটারা আর কাউকে ভয় করে না। আবার আজ ক'দিন ধ'রে দেখিছি—কে একজন বোষ্টম এসেছে—তার নাম আবার "নিতাই"! একা রামে রক্ষে নেই—সুগ্রীব তা'য় মিতে; একা নিমাই পণ্ডিতের জ্বালাতেই অস্থির—তা'র ওপর আবার সঙ্গী জুটেছেন! কাল খোলের চাটিতে সমস্ত রাত চ'খ বুজিনি, মশাই!

প্রতা। তাইত! তাহ'লে, আপনারা এখন কর্চ্ছেন কি?

শৈব। কর্ব্ব আর কি! বাপপিতেমোর ভিটে—ছেড়ে তো আর কোথাও যেতে পারিনে। তাই আপনার কাছে এসেছি,

আপনি সমুদ্র গড়ের জমীদার। আপনার প্রবল প্রতাপ,—দেশ থেকে বোষ্টম ব্যাটাদের তাড়ান্, নৈলে আমরা মারা যাব। আমরা শৈব, কিন্তু বোষ্টমদের ভয়ে—শিব পূজা কর্ত্তে পারিনে। যদি পথে বেরিয়েছি—অমনি ব্যাটারা পাকড়াও করেছে!

প্রতা। আপনাদের ওপর কোন অত্যাচার করে নাকি?

শৈব। না, অত্যাচার করেনা, কেবল বলে—"ভাই একবার হরিবল"।

প্রতা। তাতে আর ক্ষতি কি? অনুরোধে প'ড়ে না হয় একবার হরিই ব'ল্লেন, তাতে তো আর জাত যাবে না। আপনারা শিব পূজা করেন, তা'রা না হয় হরি পূজা করে,– এতে আপনাদের এত রাগ কেন?

শৈব। সাধে কি রাগ হয় মশাই! ব্যাটাদের অত্যাচার দে'খে কে? বুড়ো বুড়ো মিন্সেগুণো গোঁপ কামিয়ে কাছা খুলে —মেয়ে মানুষ সাজেন! বলেন—এটা "সখীভাব!" নিমাই পণ্ডিত হ'য়েছেন কৃষ্ণ—তা'র সঙ্গে যিনি জুটেছেন—তিনি দাদা বলাই। ব্যাটাদের রঙ্গ দেখে কে? খালি খোলে চাঁটি দিচ্ছেন, জটা পাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ছেন, মাঝে মাঝে শিঙেয় ফুঁ দিচ্ছেন—আর গেরস্তের কুল মজাচ্ছেন!

প্রতা। তা' আমাকে কি কর্ত্তে বলেন?

শৈব। আপনি একজন বড় জমীদার—আপনি ব্যাটাদের ডেকে একটু শাসন ক'রে দিন। নৈলে ন'দে থেকে আমাদের বাস ওঠাতে হবে।

একজন শাক্তের প্রবেশ

শাক্ত। শুধু ন'দে থেকে কেন দাদা! এ দু'নিয়া থেকে আমাদের বাস ওঠাতে হবে। তা'র যোগাড় এই হ'য়ে এসেছে! বাড়ীতে তো আর তিষ্ঠুবার যো' নেই, আমি কেবল পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

শৈব; কেন, কেন, তোমার আবার হ'ল কি?

শাক্ত। বাড়ীর পাশে হরিসভা হয়ে'ছে! দিন নেই, রাত নেই, কেবল—"চাকুম চুকুম বুজদা বুজুম"—নবাব পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছেন, কাজেই বোষ্টম ব্যাটাদের আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে। ব্যাটারা কাউকে ভয় করে না গা! দিন রাত চেল্লানো ভালোও লাগে! কোন ব্যাটা বলে—আমি ছিদেম, কেউ বলে আমি সুবোল,—এক এক বেটা এক এক রকম!

শৈব। এখন, কি করা যায় বল দেখি?

শাক্ত। আমি তো বাবা! আর বাড়ী ফিরছিনে! আমাদের ওপরই দেখ্ছি—বোষ্টম ব্যাটাদের কিছু আক্রোশটা বেশী! আমাদের অমন তান্ত্রিক রুদ্রযামল ঠাকুর—যে রোজ একশ' পাঁটা কাটতো, একটা পাঁটা—এক্লা খেতো,—তা'কেও ব্যাটারা বোষ্টম ক'রেছে। একি কম ক্ষতি!

শৈব। আমাদের ওপর কিন্তু অমন্ন অত্যাচার আজ পর্য্যন্ত করেনি!

নেপথ্যে—হরি হরি বোল।

শাক্ত। এই যে এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'র্ল্লে দেখ্ছি! না,

টেকুতে দিলেনা দেখ্‌ছি! ঐ যে দলবল নিয়ে—মোহন চূড়ো বেঁধে বীর বলাই এই দিকেই আস্‌ছেন্—

গান গাহিতে গাহিতে নিত্যানন্দের প্রবেশ

গান

এসেছে নিতাই—
(তোরা) নাম নিয়ে যা,' কিশোরীর দোহাই।
ওসে, ঠেকে ঋণের দায়, হেথা, পাঠিয়েছে আমায়.
রাধার ঋণের দায়ে ন'দেয় এসে, বিকিয়ে গোরা যায়.
নইলে ওরে, দ্বারে দ্বারে
সাধ ক'রে কি নাম বিলাই!

শাক্ত। দোহাই বাপধন! অত দাতা হ'য়োনা, তোমার পায়ে পড়ি—তিরোভাব হও—

নিতা। তা' যাচ্ছি ভাই! কিন্তু তুমি একবার হরিবল, শুনে যাই।

শাক্ত। আমার প্রাণে অত সখ নেই সোনার চাঁদ!

নিতা। [শৈবের প্রতি] তুমি একবার হরি বল না ভাই!

শৈব। তোমার চ'ন্দপুরুষ হরি বলুক। আমরা ও নেড়া-নেড়ীর কেত্তনের ভেতর নেই।

নিতা। তোমরা ব্রাহ্মণ—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি—বর্ণের গুরু। তোমরা হরিনামে এত চটা; কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মণী—আমাদের মাতৃস্বরূপিণী—তাঁরা তো হরিনামের প্রতি অনুরাগিণী। তাঁরা নাম শুন্তে ভাল বাসেন।

শৈব। কি ব'ল্লে, আমার ব্রাহ্মণী? আমার স্ত্রী? সে হরিনাম শুন্তে ভালবাসে?

নিতা। হাঁ ভাই! সত্যই তিনি হরিনাম শুন্তে ভালবাসেন।

শৈব। বটে? তবে সে ও বোষ্টম হ'য়েছে? তা হ'লে সে ও টিকি রেখেছে? গোঁপকামিয়ে "কিষ্ট কিষ্ট" ক'র্চ্ছে? না বাবা! এ চৈতন চুট্‌কীর দেশে আর থাক্‌ছিনে। [প্রস্থান।

একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ ও তৎপশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে একজন পুরুষের প্রবেশ

স্ত্রী। কৈ, কৈ, কোথায় সে? হা নিতাই! হা গৌর! কোথায় গেলে?

পুরু। আরে ম'লো যা'—আবাগের বেটী পথেই যে বেরিয়ে প'ড়্‌ল, ওগো—কর কি, কর কি, বাড়ী চল,—শেষে যে জাতকুল সব যাবে।

স্ত্রী। যাক্ জাত, যাক্ কুল, আমি তো অকুলে ভেসেছি, অকুল কাণ্ডারী গৌর নিতাই যে আমাকে টেনে এনেছে। ওগো! তুমিও এসো, আর কেন সংসারের মায়ায় মিছে ঘোরো—চল, চল, তুমিও চল, নিতাই গৌরকে দেখ্‌বে চল—একবার সে নিতাই গৌর মূর্ত্তি দেখলে আর নয়ন ফেরাতে ইচ্ছা করবে না, মনে হবে সব কায ত্যাগ করে দোঁহাকার বদন পানে চেয়ে থাকি। গৃহে আর ফিরে যা'ব না—এস শিগ্রি এস—একবার আমার নিতাই গৌরকে দেখবে এস—

আর একজন গ্রামবাসীর প্রবেশ

পুরু। ও হে ভায়া! একবার এসো তো—মাগীটেকে ধর—চল বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাই—আমি একলা পাচ্ছিনে—

গ্রাম। আমি আর ধ'র্ব্ব কি, ঐ দেখ—আমারও কুলের ধ্বজা—নিতাই নিতাই ক'রে ছুটে বেরিয়েছেন—

একজন গ্রামবাসিনীর প্রবেশ

আবার বেরিয়েছিস্,—পাজী বেটী! ছুচো বেটী! নচ্ছার বেটী! কোলের ছেলেটা কেঁদে ককিয়ে গেল, তবুও তোর দয়া হ'ল না?—চ' ব'ল্‌ছি—বাড়ী চ'—নৈলে এক চড়ে তোকে খুন ক'র্ব্ব।

গ্রা-বা। আমায় ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে, কেন আমায় ধ'রে রাখ্‌ছ? আমার প্রাণ গৌর-নিতায়ের কাছে গেছে, আমার দেহ ধ'রে রেখে ফল কি?

গ্রাম। তবে যা'—চুলোয় যা—আর বাড়ী ঢুক্‌তে পাবিনে—

[গ্রামবাসিনীর প্রস্থান।]

চ'লে গেল, নিজের কোলের ছেলে ফেলে—চ'লে গেল? তবে আমিই বা কেন ঘরে ফিরব? কোন্ সাধে, কিসের আশায় ফিরে যাব? ছেলের মায়ায়? কার ছেলে? যাঁর ছেলে, যিনি—সে জন্মাবার আগে তা'র মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার ক'রেছিলেন, তিনিই তারে রক্ষা ক'র্ব্বেন। আমি চল্লুম—

নিতাই গৌর আমার নিখিল বন্ধন খুলে দিয়েছেন—তবে কেন আর এখানে থাকি ? হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—

স্ত্রী। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—(পুরুষের প্রতি) ওগো তুমি শুধু দাঁড়িয়ে থাক্‌বে ? একবার হরিবল, একবার হরিবল, হরিব'লে—গৌরচাঁদের কাছে ছুটে চল— [প্রস্থান।

পুরু। না বলিয়ে ছাড়্‌লিনে মাগী ! তবে বলি—"হরিবোল" ও বাবা ! একি এর ভেতোর কি একটা রকম আছে দেখ্‌ছি, আমারও প্রাণটা যে কেমন কেমন ক'রে উঠ্‌ছে। আবার যে বল্‌'তে ইচ্ছে হ'চ্ছে—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—কোথায় গৌর, কোথায় তুমি ? [প্রস্থান।

গ্রাম। একি ডাইনের মন্তর ভাই ! যত ব'ল্‌ছি—ততই যে ব'ল্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে—বল ভাই ! বল—হরি হরিবোল। হা গৌর ! হা নিতাই ! একি যাদু ক'র্লে ! [প্রস্থান।

প্রতা। (নিতায়ের প্রতি) আপনি কে ?

নিতা। দেখ্‌তেই তো পাচ্ছেন—আমি একজন উদাসীন।

প্রতা। তা তো দেখ্‌ছি। কিন্তু এ তোমাদের কি রকম ধর্ম্ম বাপু ? শৈব, শাক্ত, সৌর,—সকল সম্প্রদায়ের উপর তোমাদের আক্রমণ ! এতটা বাড়াবাড়ি কি ভাল ?

নিতা। আমরা তো কোন ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করিনি।

প্রতা। করনি ? এই যে শুন্‌ছি, তোমাদের বৈষ্ণব ধর্ম্মের নেতা—নিমাই, মা কালীর বলি বন্ধ ক'রে দিয়েছে, এটা কি শাক্তধর্ম্মের উপর আক্রমণ নয় ? একি মাতৃপূজার অপমান নয় ?

নিমায়ের প্রবেশ

নিমা। ও প্রশ্নের আমিই উত্তর দিচ্ছি—প্রতাপ। কিন্তু তা'র আগে বল—তোমাদের মাতৃপূজা কি? তোমরা যাকে চেন কি? চেন কি প্রতাপ! কি সে মহাশক্তি—যে শক্তির বিদ্যু দ্বিকাশ—এই স্বল্পাহার-শীর্ণ হিন্দু জাতিকে এমন জড়ের মত নিশ্চল ক'রে রেখেছে? কি সে পরাক্রম—যা'র হিংসা কুটিল প্রভাব—তোমাদের ঋষিরচিত সমাজকে এমন অবসন্ন ক'রে ফেলেছে? কি সে দুর্ব্বার দুর্জ্জয় সাধনা—যে সাধনা রক্ত-কলুষিত ঈর্ষা ফেনিল ধরণীর বুকে—জীব বলির প্রতিষ্ঠা ক'রেছে? এর উত্তর দিতে পার কি প্রতাপ? আমরা শাক্ত ধর্ম্মের উপর আক্রমণ কর্ব্ব কেন? তুমি, আমি, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ—সবই যে সেই মহাশক্তির আদিম প্রসব! আমরা সবাই যে সেই মায়েরই সন্তান! একবার ভাল ক'রে মাতৃ মূর্ত্তির পানে চেয়ে দেখো প্রতাপ—তোমরা যাকে মা ব'লে পূজা কর, তিনি শুধু পাষাণের পুতুল ন'ন, তিনি শুধু—তোমাদের পূজার প্রতিমা ন'ন;—তিনি শুধু শাক্তের মা ন'ন;—তিনি মৃণ্ময়ী পৃথিবী। তিনি হিন্দুর মা, বৌদ্ধের মা, জৈনের মা, মুসলমানের মা,—সকলেরই মা! এই কলুষময়ী কলিযুগে—রোগে শোকে অনাহারে—ধরণী শ্মশানে পরিণত হ'য়েছে—তাই মহামায়া কঙ্কালমালিনী করালবদনী কালী। পৃথিবীর নর সাম্য ভুলে বৈষম্যের আদর শিখেছে, তাই

ভায়ের বুকে রক্তের উৎস খুলে দিচ্ছে—তাই মা শবারূঢ়া, আপনার মঙ্গল আপনার পদতলে দলিত ক'চ্ছে'ন। মাতৃস্বরূপিণী ধরণী—বহুরূপ ধারিণী। তিনি কখনও সুজলা সুফলা-শস্য-শ্যামলা অন্নপূর্ণা, কখনও জ্ঞানবিজ্ঞানময়ী সর্ব্ব শাস্ত্রা সরস্বতী, আবার কখনও—দীনজননী পশুবল-দলনী সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী। মা যখন অভয়া বেশে দশ হাতে দশ দিক রক্ষা করেন,—তখন তাঁর দক্ষিণে ভাগ্যরূপিণী লক্ষ্মী, বামে বিদ্যারূপিণী বীণাপাণি, পার্শ্বে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণনাথ। এই রহস্য জগৎকে বোঝাবার জন্য—আর্য্যঋষি শরতের অরুণোজ্জ্বল প্রভাতে—দশভূজা দুর্গার পূজা ক'র্ত্তেন। তাঁরা মহাশক্তির সম্মুখে, ষড়্‌রিপু বলি দিতেন। তোমরা সে শক্তির পূজা ভুলে গিয়েছ,—তাই আর্য্যজাতির মনস্বীতা আজ স্বেচ্ছা-চারের পেলব স্পর্শে মৃত্যুমলীন নীলকণ্ঠের মত মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছে! সেই মৃত্যুর মহাশ্মশানে পিশাচের মূর্ত্তিতে আজ তোমরা তান্ত্রিকতার আয়োজন ক'রেছ। পঞ্চমকারের প্রবল প্রতাপ—তোমাদের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বলক্ষণ রূপে সমুজ্জ্বল! আমরা বৈষ্ণব—আমরা কেন মার পূজার নিষেধ কর্ব্ব? আমরা কেবল বলি নিষেধ ক'রেছি। পূজার উপাদান ভক্তি। বলির উপাদান হিংসা,—সেই হিংসার বিরাট লৌহাসনে তোমাদের মাতৃমূর্ত্তি নৃমুণ্ডমালিনী রক্ত পিপাসিনীরূপে বিরাজমান! মায়ের নামে দেশটাকে তোমরা কসাইখানা ক'রে তুলেছ।

প্রতা। নিমাই! নিমাই! আজ জান্‌লেম—তুমি সামান্য

মানুষ নও। সত্যই আমরা শক্তির মহিমা খর্ব্ব ক'রেছি! বল নিমাই! কি ক'র্লে আবার আমাদের দেশ উন্নত হয়? কি ক'র্লে আবার আমরা বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে সগৌরবে দাঁড়াতে পারি।

নিমা। কেবল ভগবানে ভক্তি।

প্রতা। ভগবানের প্রতি তো আমাদের ভক্তি আছেই।

নিমা। না প্রতাপ, ভগবানের প্রতি তোমাদের ভক্তি নাই। যে ভক্তিতে—মানুষ দেবতা হয়,—তোমাদের সে ভক্তি কৈ? তোমাদের ভগবানে ভক্তি, ধর্ম্মে বিশ্বাস—কেবল ভোগের উপাদান পাবার জন্য। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে, পিতৃপুরুষের পুণ্য পূত প্রাক্তনে—আজ তুমি সমুদ্রগড়ের জমীদার হ'য়েছ, রাজার সম্মান পেয়েছ, সম্রাটের ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'চ্ছ—কিন্তু যিনি সম্রাটের সম্রাট, রাজার রাজা, বাদশার বাদশা—যাঁর অসীম শক্তির কণা বিস্ফুরণে—ধরণী ভূমিকম্পে ন'ড়ে ওঠে, যাঁর মহাশক্তির আংশিক বিক্ষেপণে—বজ্রধর গিরিশিখর সৈকতরেণুতে মিশে যায়;—তাঁর কথা কি তোমার মনে পড়ে? বল প্রতাপ! আকাশের দিকে চেয়ে—এই উন্মুক্ত নীলাম্বনীল চন্দ্রাতপতলে দাঁড়িয়ে—নিজের বুকে হাত দিয়ে একবার বল,—পরকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য কখনও কি আত্ম-শক্তির সদ্ব্যবহার ক'রেছ! আভিজাত্যের গৌরবে সাধারণের চেয়ে স্বতন্ত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছ—দেবভোগ্য আহারে আপনার মেদমাংসের উপচয় সংগ্রহ ক'র্চ্ছ; অথচ তোমার প্রতিবাসী,

তোমার আশ্রিত, তোমার মুখাপেক্ষী—শত শত নরনারী—পেটের জ্বালায় অনাহারশীর্ণ ক্ষীণ হস্ত উর্দ্ধে তুলে,—তোমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভগবানের কাছে সুবিচার প্রার্থনা ক'র্চ্ছে! এই সব মথিত ব্যথিত পতিতদের জন্য—একদিনও চেষ্টা ক'রেছ কি? দীনদুঃখীর অবিরামবাহী আঁখিবারির সঙ্গে একদিনও কি নিজের অশ্রুজল মিশিয়েছ? বল প্রতাপ! বল আমার কথার উত্তর দাও।

প্রতা। ক্ষমা কর নিমাই! তোমার আবেগময় উপদেশে—আমার সুপ্ত হৃদয়ে লুপ্ত মনুষ্যত্ব আজ বুঝি জেগে উঠেছে! এখন বেশ বুঝ্‌তে পার্চ্ছি—আমরা ধর্ম্মের নামে কেবল স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছি! বল নিমাই! সে মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই? তুমি গুরু—আমি তোমার অনুতপ্ত অধম শিষ্য,—বল, কি ক'ল্লে আমার দেশের মঙ্গল হয়?

নিমা। যদি দেশের মঙ্গল চাও, তবে ভেদণীতি ভুলে যাও তুমি ব্রাহ্মণ—তোমার জীবন ঈশ্বরের মহত্তর দান। সে জীবনের গৌরব রক্ষা কর। তুমি পাঁচজনের সমবেত শক্তিতে বড় হ'য়েছ; লক্ষ জনের কল্যানের জন্য আজ আবার ছোট হও। যাও—দেখ—কে কোথায় অনাথ আতুর আছে,—তা'দের কোলে তুলে নাও; যে ক্ষুধার্ত্ত—তা'কে পেট ভ'রে খাওয়াও, যে তৃষ্ণার্ত্ত—তা'র মুখে উদার করুনার শান্তি জল দাও। যে বিপন্ন—তা'কে রক্ষা কর। এই বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম যদি গ্রহণ ক'র্ত্তে পার—তাহ'লে জেনো ভগবান তোমায় রক্ষা ক'র্ব্বেন। জগতের জীবকে প্রেমের বাঁধনে বাঁধ—মুক্তি তোমার চরণের দাসী হ'বে।

প্রতা। চন্দ্র ! সূর্য্য ! লোকপালগণ ! তোমরা সাক্ষী—আজ থেকে আমি বৈষ্ণব। আজ থেকে—ধরণীর সকল জীব আমার ভাই, আজ থেকে সকল দেশ আমার কর্ম্ম ভূমি।

শশব্যস্ত ভাবে একজন বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণব। ঠাকুর ! ঠাকুর ! সর্ব্বনাশ হ'ল। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—

নিমা। একি ! অমন ক'র্চ্ছ কেন ? কি হ'য়েছে ভাই ?

বৈষ্ণব। অদ্বৈত ঠাকুরকে নিয়ে আমরা নগর সঙ্কীর্ত্তন বার ক'রেছিলুম, পথে আস্‌তে আস্‌তে পাটুলীর কাজী সাহেব অনেক লোক দিয়ে আমাদের পথ আট্‌কেছে,—আমাদের গালাগাল দিয়েছে, খোল ভেঙ্গে দিয়েছে,—অনেককে লাটী দিয়ে মেরেছে ! কীর্ত্তনের দল—মার খেয়ে সবাই পালিয়েছে ! অদ্বৈত ঠাকুর আপনার কাছে—আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। এখন আপনি যা হয় করুন।

নিমা। বটে ? সংকীর্ত্তনে বাধা ! এ ঘটনা কোথায় হ'ল ভাই ?

বৈষ্ণ। পাটুলীর পথে।

নিমা। তা হ'লে তোমরা সংকীর্ত্তন বন্ধ ক'রেছে ?

বৈষ্ণ। প্রথমে বন্ধ করিনি। তা'রপর যখন—সবাই পালিয়ে গেল, কেবল অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ, গঙ্গাধর আর হরিদাস রৈলেন, কাজেই তখন কীর্ত্তন বন্ধ ক'র্ত্তে হ'ল।

নিমা। আচার্য্য, শ্রীবাস, হরিদাস—এঁরা এখন কোথায়?

বৈষ্ণ। আমি তাঁদের এই দিকেই আস্‌তে দেখেছি। কাজীর লোকজনেরা তাঁদের তাড়া ক'রেছে। তাঁরা আপনাকে খুঁজছেন।

নিমা। বল্‌তে পারো—কাজী এখন কোথায়?

কাজীর প্রবেশ

কাজী। এই যে তোমার সম্মুখেই উপস্থিত।

নিমা। আসুন কাজী সাহেব! আপনার কাছে আমার একটু বক্তব্য আছে। আমরা দীন হীন ভিক্ষুক, বৈষ্ণব,—ভগবানের নাম ক'রি। সে জন্য আপনার এত রাগ কেন? আপনি নাকি বৈষ্ণবদের প্রহার ক'রেছেন?

কাজী। হাঁ, আমি বোষ্টম ব্যাটাদের মেরেছি। খুব করেছি এ ক্যা তাজ্জব কা বাৎ! ভগবান কো নাম লেনে, অ্যায়সা চিল্লাতা? বাল বাচ্ছা আওরাৎ—সব কো নিদ টুট্ গিয়া! তোবা! তোবা! আরে, এ ক্যেয়া হিঁদুকা ধরম! বদ বখত্! জনোয়ার! কাফের হরদম—চিল্লায়!

নিমা। আত্মম্ভরি—হে পাঠান!

তুমি না ধর্ম্মিক মুসলমান?
তোমাদের কাছে—"কাফের" ঘৃণীত চির দিন,
কিন্তু, জান কি "কাফের" কারে বলে?
কাফেরের অর্থ, বোঝো কি যবন! তুমি?

শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈন, আদি—বহুনামে,
আর্য্য জাতি—বিভক্ত হ'য়েছে বহুকাল,
জাতিভেদ, বর্ণভেদ, ভাষা ধর্ম্ম ভেদ—
এ দেশের মজ্জাগত বিশিষ্ট লক্ষণ,
নহে এরা "কাফের" কথন।
কাফেরের অর্থ—ধর্ম্মে অবিশ্বাসী নর।
ধর্ম্ম আছে যা'র সেতো নহে কাফের তোমার
ধর্ম্ম আছে যা'র—
হ'ক না সে হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈদিক, তান্ত্রিক,
কাফের সে নয় কভু!
ধার্ম্মিক যেজন—
হ'কনা সে যে জাতি জগতে,
প্রিয়পাত্র সে,—মহম্মদের।
হিন্দু মুসলমান,—এক বিধাতার সৃষ্টি, একই আকার;
দুই ভাই এরা, এক মায়ের সন্তান!
বঙ্গ জননীর—সুধাপূর্ণ দুটী স্তন,
হিন্দু মুসলমান—দুই ভাই করিবে তা' পান।
তবে কেন এতঘৃনা কর পরস্পরে,
আমি "ম্লেচ্ছ" বলি তোমা'
তুমি বল "কাফের" আমারে,
এই কি হে ন্যায় নীতি? এই কিহে ধর্ম্ম আমাদের?
শাস্ত্র মম—বেদও পুরাণ,

তোমারও পবিত্র শাস্ত্র সরিফ্ কোরাণ,
এক সঙ্গে কর পাঠ—বিদ্বেষ জিঘাংসা দাও ছেড়ে,
দেখিবে, তাহাতে—একই সত্য,
একই নীতি, একই উপদেশ,
শুধু ভিন্ন ভাষা, নতুবা অভেদ দুই মত।
আমি' হিন্দু' অগ্রজ তোমার,
তুমি "মুসলমান" স্নেহ পাত্র অনুজ আমার।
খোদা ব'লে ডাক তুমি যাঁরে—
"নারায়ণ" নামে আমি তাঁরি করি উপাসনা।
তবে কেন কর হে লাঞ্ছনা ?
এসো ভাই ! ভেদ নীতি দিয়া বিসর্জ্জন,
ভাই ভাই মিলি, দোঁহে দোঁহা করি আলিঙ্গন !
দুই হৃদয়ের প্রেম নদী—মিশে যাক একসিন্ধু বুকে।
এসো—দুই ভায়ে মিলি, "আল্লা" "হরি" বলি'—
জগতের শুভ কামনায়, ভুলিয়া অসার দলাদলি,
প্রকৃতির পাদপদ্মে ঢালি পুষ্পাঞ্জলি,
টেনে আনি ধরায় স্বর্গের সিংহাসন !

কাজী। আরে এ কেয়া মিঠা বাত ! আরে এ তো সাচ্চা বয়েদ রে ! হামারা দিল খোস হো গিয়া ! আরে ভাই ! তুমারা আস নাই, দুনিয়া কো বেহেস্ত বানায়া ! আও মেরা—দোস্ত ! আও মেরা খোদাকা জান্ ! পাও লাগে বাপ, বুড়ঢাকো মাপ কিজিয়ে, গোড় মে রখ [চরণে পতিত]

নিমা। উঠ ভাই! আত্মগ্লানি কর বিসর্জ্জন,
ভুলে যাও— অহঙ্কার উচ্চ নীচ ভেদ,
নারায়ণ—ন্যায় পরায়ণ—
তাঁর কাছে— ছোট বড়— সবাই সমান।
আমি "হিন্দু"—তুমি "ম্লেচ্ছ"—বৃথা অভিমান!
এই ঘৃণা—ক'রেছে দেশের সর্ব্বনাশ।
এক নীতি চক্রে—উচ্চনীচ হ'তেছে শাসিত,
একই শোণিত বহে সকলের দেহে,
তবে কেন—সমাজে কঠোর নির্য্যাতন?
কেন—কেহ উন্নত ব্রাহ্মণ, কেহ শুদ্র—পশুর অধম?
পবিত্র "আর্য্যের" মূর্ত্তি,—"অনার্য্য" না পরশিতে পারে
এত ভেদ কেন এ সংসারে?
"ভক্তি" সকলের সার,
এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক ভগবান
এক মহারাজ্য স্থাপি'—বল হরি হরি!
প্রেম রাজ্য হ'ক এ ধরণী, বৈষ্ণবের ইহাই কামনা
দাও ভাই! দাও আলিঙ্গন।

[কাজিকে আলিঙ্গন]

নিতা। মহান্ অপূর্ব্ব দৃশ্য!
ধন্য ভাই! ধন্য তুমি!
প্রেমের এ দুর্ল্লভ আদর্শ—জগতে দেখেনি কেহ!
ভারতের নীতি, ভারতের সাহিত্য বিজ্ঞান,

হয়তো বিলুপ্ত হ'য়ে যেতে পারে কালে,
কিন্তু ভারতের প্রেম ভক্তি—বৈষ্ণবের আত্ম বিসর্জ্জন—
রহিবে অনন্তকাল, কাল সাক্ষী হ'য়ে !
ভারতের সব যদি যায়, প্রেম ভক্তি যাবেনা কখনো !
ভারতের নর নারী ! চেয়ে দেখ কি আনন্দ আজ।
এই প্রেম ভক্তি চিত্র,—এই গৌর মূর্ত্তি—এই
আত্মত্যাগ সযত্নে অঙ্কিত করি, পূণ্য তুলিকায়,
প্রতি গৃহে রাখ টাঙ্গাইয়া !

নিমা। চল দাদা ! কাজিকে ও প্রতাপকে ল'য়ে—
আজ আনন্দের দিনে, সকলে মিলিয়া,
শুভক্ষণে—শ্রীবাস প্রাঙ্গণে,
মাতিব বিরাট সংকীর্ত্তণে ! (সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীবাসের আঙ্গিনা

শ্রীবাস, গদাধর, অদ্বৈত, হরিদাস প্রভৃতি
ভক্তগণ উপস্থিত

ভক্তগণ। "কি কহব রে সখি ! আনন্দ ওর !
চির দিন মাধব মন্দিরে মোর ॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল।

আচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তবে হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই।
যতহুঁ আছল মম হৃদয়ক সাধ।
সে সব পূরল পিয়া পরসাদ।”

হরি! “রাধার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীত তনু ভেল শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুর’লী লইতে রাধার নাম॥
রাধার অঙ্গের বরণ সৌরভ যখন যে দিকে পায়!
বাহু পশারিয়া, মোর প্রাণ গোরা, অমনি সে দিকে ধায়।
শিশুকাল হৈতে রাধার সহিতে, পরাণে পরাণে লেহা।
না জানি কি লাগি, কো বিধি গড়ল, ভিন ভিন করি দেহা।
রাই রাই করি, ফুকারি ফুকারি পড়ই ভূমির তলে।
গোরার পিরীতি আরতি বাঢ়ল, তিতিল নয়ন জলে।”

নিমায়ের প্রবেশ

নিমা। রাই! ক্ষম অপরাধ মোর।
জনমে জনমে, তুয়া কিঙ্কর, শরণ লইনু তোর।
ও চাঁদ মুখের মধুর হাঁসনি, সদাই মরমে জাগে।
মুখ তুলি যদি ফিরিয়া না চাহ, আমার শপথি লাগে॥
তোমার অঙ্গের পরশে আমার চিরজীবী হউ তনু!
জপতপ তুঁহু, সকলি আমার, করের মোহন বেনু॥
দেহ গেহ সার, সকলি আমার, তুঁহু নয়নের তারা।
আধ তিল আমি তোঁহা না দেখিলে সব বাসি আঁধিয়ারা?

যে ছিল আমার মরমের দুঃখ সকলি করিনু ভোগ !
আর না করিব আঁখির আড় রহিব একই যোগ ॥”

ভক্তগণ। “শ্রীবাস আঙ্গিনা মাঝে—নাচত নিতাই সনে
অপরূপ গোরা নটরাজ।
প্রকট প্রেম— বিনোদ নব নাগর,
বিহরই নবদ্বীপ মাঝ !
কুটিল কুন্তল— গন্ধ পরিমল
চন্দন তিলক ললাটে !
হেরি কুলবতী লাজ মন্দির
দুয়ারে দেওল কপাটে !
অধর বান্ধুলী— বন্ধু বন্ধুর
সুমধুর বচন রসাল '
কুন্দ হাস প্রকাশ সুন্দর
ইন্দুমুখ প্রেম জাল !
করি কর জিনি বাহু সুবলনী
দোসরি গজমতি হার !
সুমেরু শিখর— উপরে যৈছন
বহই সুরধুনী ধার !”

নিমা। [সুরে] “সুন্দরি ! আর কত করবি মান !
তুহারি প্রেম স্মরি, নিশি দিশি ঝুরি'
বাতুল ভেল তুয়া কান।

রাধে কি অপরাধে— নিদয় শ্যাম চাঁদে—
বাঁধলি পাষাণে পরাণ !
তুয়া বিনা শয়নে স্বপনে নাহি জানিয়ে,
মানিনি ! কর অবধান !"
[সচকিতে] একি, আচার্য্য ! মুরারি ! হরিদাস !
আজ কেন, সংকীর্ত্তনে আনন্দ না পাই ?
শ্রীবাসের আঙ্গিনায়,—তোমাদের সনে—
নৃত্য করি, ভাবাবেশ, কেন নাহি জাগে প্রাণে আজ ?
শ্রীবাস ! হে, আরও কতদিন, তোমারই এ
আঙ্গিনায় আমি নাচিয়াছি ভক্তগণে ল'য়ে,
হরি নাম গানে, মাতিয়াছি আত্মহারা হ'য়ে—
আজ কেন—সুখ নাহি পাই,
আজ কেন, যতি তাল ভাঙে ?
কীর্ত্তন উল্লাস—কেন আজ পাই না শ্রীবাস ?

শ্রীবা। প্রভু ! ক্ষমা কর—আজ এ পামরে,
গতরাত্রে—একমাত্র তনয় আমার,
রোগশয্যা পরে—অনাদরে, ত্যজিয়াছে প্রাণ।
পতি পত্নী মিলি,—সারানিশি ক'রেছি রোদন,
কিন্তু হায়, প্রভাতে পাইনু সুসংবাদ—
আমার কুটিরে আসিবে আপনি হরি ;
ভক্তগণে ল'য়ে,—মাতিবে বিরাট সঙ্কীর্ত্তনে।
তাই, পুত্রশোক ভুলি, করিয়াছি তা'র আয়োজন।
পাছে—সংকীর্ত্তনে বাধা পড়ে,

সেই ভয়ে,—মৃতপুত্রে করিনি সৎকার।
প'ড়ে আছে—সন্তানের শব,
আঙ্গিনার এক পার্শ্বে, বসনে আবৃত।
পাছে—প্রভু! কীর্ত্তনের রস ভঙ্গ হয়,
সেই ভয়ে পুত্রশোক রেখেছি চাপিয়া।

নিমা। একি নিদ্রিত না জাগরিত আমি!
কীর্ত্তনের রস ভঙ্গ ভয়ে—পিতা হ'য়ে,
হে শ্রীবাস! পুত্রশোক ক'রেছ গোপন,—
মানুষ হইয়া—স্বর্গরাজ্য করিয়াছ জয়!
ভক্ত চূড়ামণি! ডেকে আন' পত্নীরে তোমার।
একবার দেখি—নারী মূর্ত্তি—মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা মাতা।

মালিনীর প্রবেশ

মালি। একি প্রভু! কীর্ত্তন ভাঙিলে কেন আজ?
যে কীর্ত্তন শুনিব বলিয়া,—পুত্রশোকে ক'রিনি রোদন,
যে কীর্ত্তন শুনিব বলিয়া,—
মানবীর বুকে ঢাকিয়াছি দানবীর প্রাণ,
যে কীর্ত্তন শুনিব বলিয়া,—মা' হয়েও হ'য়েছি পাষাণ,
মরমের দীর্ঘ শ্বাস চাপি,
ব'সেছিনু সন্তানের শব কোলে করি,
সে কীর্ত্তন সহসা ভাঙিলে কেন তুমি?
গাও—প্রভু! গাও—হরিনাম,

শোকানল হউক নির্ব্বান,

নিমা। মা! মা!—নারীকুলে মহাশক্তি তুই,
দেয় লোকে—ধৈর্য্য বসুমতীর উপমা—
ধৈর্য্য গরীয়সী তুই ধরণীর চেয়ে।
সন্ত পুত্র শোক চাপি,
যেঁ নারী রোধিতে পারে নয়নের জল,
তা'র চরণের ধূলা—ইন্দ্রানীরও কামনার ধন।

মালি। আর কেন প্রভু! আর কেন দাও মনে ক'রে,
সন্তানের কথা কেন দাও মনে ক'রে,
জেগে ওঠে অশান্ত কামনা, খ'সে যায় ধৈর্য্যের বন্ধন,
সপ্তসিন্ধু—ছুটে আসে এ ক্ষুদ্র নয়নে,
তড়িত কম্পনে—বুকে বজ্র গরজে ভীষণ;
মনে হয়,—বিনা ঘোর ঝটিকা তুফান,
আমার সোনার তরী সহসা ডুবেছে॥
মনে হয়—কালের কঠোর কষাঘাতে—
আধ-দেখা সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গেছে আমার,
গেছে সুখ, গেছে পুত্র, গেছে শান্তি, প্রভু।
আশা কিন্তু যায়নি এখনও।
মনে হয়—মা ব'লে সে ডাকিত আমায়,
মা ব'লে ডাকিবে পুনঃ—দুঃখিনীর কেহ নাহি আর!
ছেড়ে গেছে—সন্তান আমার!

নিমা। একপুত্র ছেড়ে গেছে,—চেয়ে দেখ ওগো স্নেহময়ি!

বৈষ্ণব রূপেতে—শতপুত্র এসেছে নিকটে আজ
দুঃখ কি মা ?—আমি তোর সন্তান হইনু আজ থেকে
প্রাণ ভ'রে, আমি তোরে ডাকিব মা ব'লে।
ধরণীতে হরিভক্ত যে যেখানে আছে—
সকলের জননী মা তুই,
সকল বৈষ্ণব—মা ব'লে পূজিবে তোরে।
তোর এই অপার্থিব আত্ম বিসর্জ্জন—
গাহিবে বঙ্গের কবি যুগ যুগ ধরি।
[ভক্তগণের প্রতি] হে বৈষ্ণবগণ !
ল'য়ে চল—জাহ্নবীর তীরে, শ্রীবাসের সন্তানের শব।
হরি হরি ব্যোমনাদে—গগনবিদারী—গঙ্গাতীরে
কর মহোৎসব। শ্রীবাসের কুটির প্রাঙ্গণ—
আজ থেকে বৈষ্ণবের মহাতীর্থ ভূমি।

(সংকীর্ত্তন)

সমন দমন এই হরিনাম, হরি ব'লে যে জন ডাকে।
নিদান কালের নিধি সে পায়,
প্রাণেতে তা'র শোক কি থাকে ?
নিলে হরির চরণ শরণ, সকল জ্বালা হয় নিবারণ,
নিখিল কারণ, বিপদ বারণ, মরণ যে তা'র ভুলিয়ে রাখে।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্দির কুটীর

নিমাই, হরিদাস, শ্রীধর ও শিবানন্দ উপস্থিত

নিমা। হরিদাস! নবদ্বীপ বাস—এই বার ফুরাল আমার,
এইবার দেশে দেশে করি পর্য্যটন,
বিলাইব হরিনাম।
আজিকার নিশি অবসানে—নীলাচল পানে—
চ'লে যাব উদাস পরাণে,
এই শেষ দেখা আজ তোমাদের সনে।
তোমরা থাকিও নবদ্বীপে, প্রেম ধর্ম্ম করিও প্রচার,
রেখ এই মিনতি আমার।

হরি। প্রভু! নবদ্বীপ ছেড়ে যাবে তুমি,
কি আশে থাকিব হেথা তবে?
সেবিব ও পা'দুখানি শুনিব ও শ্রীমুখের বাণী,
তব ভক্ত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইব,
এই আশে, এসেছি যে নদীয়ায় আমি।
নদীয়ার চাঁদ! তুমি যদি চ'লে যাবে—
কোন্ সুখে রব নদীয়ায়?
তুমিই তো বলেছ ঠাকুর—এ নদীয়া হবে বৃন্দাবন—
কৃষ্ণ অবতারে—ব'লেছিলে বৃন্দাবন ত্যজিবে না কভু,

এ নদীয়া বৃন্দাবন—কেমনে ছাড়িবে তবে প্রভু ?
শ্রীমুখের কথা—মিথ্যা হবে নাকি নারায়ণ ?
তোমার সাধের বৃন্দাবন ছেড়ে তুমি করিবে গমন ?

নিমা। ভক্ত চূড়ামণি হরিদাস !
যাব বটে নবদ্বীপ ছাড়ি, কিন্তু জেনো নবদ্বীপ মাঝে—
সর্ব্বস্ব রাখিয়া যাব মোর।
নদীয়ার চম্পক কুসুমে—রবে মোর অঙ্গের বরণ,
কোকিলের কণ্ঠে রবে মুরলীর গান,
ফুল্লফুলে—রবে হাসি, লাবণ্য রহিবে গঙ্গাজলে,
রবে নুপুরের ধ্বনি—ভ্রমরীর মুখে।
শ্রীবাস, শ্রীধর, গঙ্গাধর,
তুমি, শিবানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ—
সকলেরই প্রাণে—চিরদিন করিব বিরাজ আমি।
কেন বৎস ! হ'তেছ কাতর ?
ভক্ত আর আমি—অভেদ অন্তর নিরন্তর।
তোমরা যেখানে,—রব আমি নিয়ত সেখানে।

হরি। ভক্তাধীন—! বুঝেছি তোমার মনোভাব।
তোমার যা' কিছু—রেখে গেলে বটে নবদ্বীপে,—
কিন্তু,—অই চরণ কমলে—বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন যে রয়েছে,—
সে বজ্রও দিয়ে গেলে—ভক্তদের হৃদয়ে তোমার ?
ইচ্ছাময় ! ইচ্ছা তব হইবে পুরণ,
কে করিবে তাহা নিবারণ ?

শুধু আকিঞ্চন, দাও দাসে বর—
পুনঃ যদি নরজন্ম ধরি, হই যেন বৈষ্ণবের দাস,
জীবে দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন—
এই সনাতন ধর্ম্মে—মতি যেন থাকে অধমের।

শ্রীধর। আমি মূর্খ কাণ্ডজ্ঞান হীন—
কলা, থোড়, বেচি চিরদিন,
দীন ভাবে কাটাইয়াছি কাল,—
না জানি কি মহাপুণ্য ফলে—পেয়েছি তোমার দেখা—
তোমার চরণ পূজা—প্রাণের কামনা,
এ জীবনে আশা মিটিল না,
কর আশীর্ব্বাদ,—
সুখে দুঃখে শোকে নিরাশায়—
যখন ডাকিব-হরি ব'লে,
এইরূপে—এই ভাবে, এই হৃদয়ে হ'য়ো হে উদয়।
থোড় বেচা দরিদ্র ব্রাহ্মণ.—সকলের ঘৃণ্য অভাজন,—
তুমি তারে দেছ' প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ;
তাতেই গৌরব তার, এ গৌরব থাকে যেন হরি!

নিমা। ধর্ম্ম পথে থাকি—দীন ভাবে করিয়াছ জীবন যাপন,—
নবদ্বীপে কেহ চিনিতে পারেনি তোমা' ভক্ত শিরোমণি!
আমি কিন্তু বুঝিয়াছি সাধনা তোমার,
অন্তরে বাহিরে—হরি তব বিরাজে নিয়ত।
তাই—খেলাছলে করেছি তোমারে জ্বালাতন,

থোর কলা শাক—দেছ তুমি অঞ্জলি ভরিয়া,
আদর করিয়া, বৈকুণ্ঠের সুধা ভাবি ক'রেছি আহার !
যখনি গিয়াছি ছুটে তোমার নিকটে,—
তখনি দেখেছি—বিকিকিনি শত কোলাহলে
তা'র মাঝে থেকে—ভোলনি মধুর কৃষ্ণ নাম,
আদর্শ বৈষ্ণব তুমি,—
আমার নামের সঙ্গে—গাঁথারবে তোমারও নাম।

শিবানন্দ সেনের প্রবেশ

শিবা। প্রভু। দাসকে কি স্মরণ করেছেন ?

নিমা। হাঁ ভাই ! যাবার পূর্ব্বে, তোমাদের সঙ্গে দেখা না ক'রে গেলে আমার মন ত স্থির হবে না।

শিবা। আপনি কোথা' যাবেন প্রভু ?

নিমা। তা'র ঠিক্‌নেই। তবে এটা স্থির—আমার নদীয়ার কাজ শেষ হ'য়েছে। এর চেয়ে মহত্তর ত্যাগ স্বীকার ক'রে আমাকে আরও গুরুতর ব্রত গ্রহণ ক'রতে হবে। আমি সমস্ত বৈষ্ণব তীর্থ ভ্রমণ ক'র্ব্ব। আগে পুরুষোত্তম, তা'র পর বৃন্দাবন ভ্রমন ক'র্ব্ব—মনের এইরূপ সঙ্কল্প।

শিবা। আমরা তো আপনাকে ন'দে ছেড়ে যেতে দেব না। আপনি গেলে—এ সোণার ন'দে অন্ধকার হবে ! বৈষ্ণব সমাজ বিশৃঙ্খল হ'য়ে প'ড়বে।

নিমা ! কেন, ভাই ! তোমরা সবাই র'য়েছ,—দাদা নিত্যা-

নন্দ রয়েছেন, আচার্য্য অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীধর, বাসুদেব, মুকুন্দ শ্রীবাস, হরিদাস—এই সব মহাজনেরা র'য়েছেন, বৈষ্ণব সমাজ বিশৃঙ্খল হবে কেন ?

শিবা। এঁরা নক্ষত্র আপনি নদীয়ার পূর্ণচন্দ্র।

নিমা। সে চন্দ্রের কি অমাবস্যা নাই ? চাঁদের উদয় না হ'লে নক্ষত্রই—শতগুনে জ্যোতির্ম্মান্ হ'য়ে ওঠে। আমার বিয়োগে—অধীর হ'য়ো না শিবানন্দ! তোমরা শত শত নদী আমার বুকে এসে প'ড়ে—আমাকে সমুদ্রে পরিণত ক'রেছ ; তোমরা ছাড়া—আমার স্বাতন্ত্র্য কোথায় ? তোমাদের ছেড়ে আমি কি থাক্তে পারি ? আমার জন্য দুঃখ ক'র না। যাবার সময় —আমার একটী অনুরোধ রাখবে শিবানন্দ ?

শিবা। [সজল নয়নে] আজ্ঞে করুণ।

নিমা। শিবানন্দ! আমার ভক্তগণ, নদীয়ার বৈষ্ণবগণ— অতি দরিদ্র। দুঃখের তাড়নায় তা'রা আত্মহারা। তুমি—ধনী, তোমার অগাধ ঐশ্বর্য্য। আমার ইচ্ছা সেই ঐশ্বর্য্যের যৎসামান্য ব্যয় ক'রে—তুমি নবদ্বীপে শ্রীহরির দ্বাদশ উৎসব অনুষ্ঠান কর। দীন বৈষ্ণবগণ তা'তে কৃতার্থ হয়ে, আমার ও একটা ক্ষীণ স্মৃতি, আমার সোণার জন্মভূমির সঙ্গে গাঁথা থাকবে।

শিবা। হায় প্রভু! আপনি কি এখনো আমায় পরীক্ষা ক'র্চ্ছেন ? আমার ধন ঐশ্বর্য্য সম্পদ—সবই তো আমি শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণ ক'রেছি ; আমার স্ত্রী—বৈষ্ণবের দাসী হ'য়েছে, আমার পুত্র বৈষ্ণবের কৃতদাস,—আমি স্বয়ং বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোক্ত

ক'রে—কৃতার্থ হ'য়েছি। আশীর্ব্বাদ করুণ—আমার অহংজ্ঞানের গৌরব ধনরত্ন যা' কিছু—সমস্তই বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিত হ'ক। আমার মৃত্যুর পর—আমার আত্মা এসে—নবদ্বীপের পবিত্র ধূলি কণ্ঠ ভূষণ ক'র্ব্বে। নবদ্বীপের কোন মহোৎসবই—প্রাণহীন শূন্য হ'য়ে প'ড়্বে না।

নিমা। শিবানন্দ তুমি মহাপুরুষ! তোমার কথায় আজ আমি আশ্বস্ত হ'লেম। দাদা নিত্যানন্দের কার্য্যভূমি—গঙ্গার এ পারে, তোমার কার্য্যভূমি—গঙ্গার ও পারে। চল বৎস! আর বিলম্ব ক'র্ত্তে পারিনে। আজই সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে হবে।

শিবা। প্রভু!—আপনি কি সত্য সত্যই আমাদের ছেড়ে যাবেন? আপনি গেলে আমরা কার মুখ চেয়ে থাক্‌ব?

নিমা। শিবানন্দ! সংসার আশ্রমের কাজ আমার শেষ হ'য়েছে।—আমাকে ন'দে ছেড়ে যেতেই হবে। সে জন্য তোমরা ক্ষুন্ন হ'য়ো না। আরও আমার একটী অনুরোধ—আমি যে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'র্ব্ব—একথা যেন প্রকাশ ক'র না।

শিবা। তবে কি প্রভু! কাউকে না ব'লেই আপনি চ'লে যাবেন? একথা কি গোপন থাক্‌বে?

নিমা। আমার সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত—একথা গোপন রাখ্‌তে হবে। কেবল তুমি, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস—আর দুই চার জন অন্তরঙ্গ ভক্তই একথা জান্‌বেন। বেশী প্রচার হ'লে আর আমার যাওয়া হবে না—শিবানন্দ।

শিবা। প্রভুর যা'ইচ্ছা—কে তা'র প্রতিবন্ধক হবে? আশীর্ব্বাদ করুণ—আপনার আদেশ পালন ক'রে যেন এ জীবন ধন্য হয়।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

আলন্দ

সুপ্তোত্থিতা বিষ্ণুপ্রিয়া

বিষ্ণু। [আত্মগত] নারায়ণ! আজ একি স্বপ্ন দেখালে? তিনি আমায় ছেড়ে যাবেন? আর তাঁকে দেখ্‌তে পাব না? আর তাঁকে "আমার" ব'লে ডাক্‌তে আমার অধিকার থাক্‌বে না? এই সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে—আমার আশার আলোক নিভে যাবে? সন্ধ্যার ছায়ার মত আমার বুকেও বিষাদের গাঢ় আঁধার নেবে আস্‌বে? না, না, আর বিভীষিকা দেখিও না ঠাকুর! আমার মর্ম্মের পাষাণ মন্দির হ'তে—আমার সোনার দেবতাকে সরিয়ে দিওনা। আমার স্বামী সেবার সাধ পূর্ণ হয়নি। আমার অনলে অনিলে, শূন্যে সলিলে, ঝঞ্ঝায় ঝটিকায়, জীবনে মরণে, অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বত্রই যে তাঁরই প্রতিচ্ছবি। তাঁকে ছেড়ে আমি কি বাঁচ্‌তে পারি?

নিমায়ের প্রবেশ

নিমা। একি—বিষ্ণুপ্রিয়া! তোমার চ'খে আজ জল কেন? কখনও তো তোমায় কাঁদতে দেখিনি।

বিষ্ণু। তুমি তো আমায় কখনও কাঁদাও নি প্রভু! তোমার চরণ সেবার অধিকার পেয়ে, আমি যে জগতে সকলের চেয়ে ভাগ্যবতী। তাইত আজ—ভয়ে নিরাশায় বুক আমার ফেটে যাচ্ছে! আজ দিনের বেলায়, আমি স্বপ্ন দেখেছি—তুমি যেন আমায় ছেড়ে যাচ্ছ। বল নাথ! এ আমার অমূলক চিন্তা, বল আমার স্বপ্ন মিথ্যা।

নিমা। মিথ্যা নয়—প্রাণেশ্বরী!
উজ্জ্বল আলোকে—নিজের অদৃষ্ট লিপি কর অই পাঠ—
আজ এই শেষ দেখা তোমায় আমায়!!
দুষ্কৃতির ভারে—নিখিল সংসারে—
উঠিয়াছে অরুন্তুদ ধ্বনি—"কোথা হরি! বিপদ ভঞ্জন!"
ব্যথিত পতিত নরনারী, নির্য্যাতনে ফেলি আঁখিবারি'—
শুষ্ক কণ্ঠে দিবা নিশি করে আর্ত্তনাদ—
"কোথা হরি! অনাথের নাথ!"
সে রোদন—বাজিয়াছে বুকে,
গৃহে আর থাকি কোন্ সুখে?
মহা সিন্ধু—প্রবল পাথার,
কেবা কর্ণধার—
করিবে উদ্ধার, অসহায় জগতের জীবে?

কোন্ মহাপ্রাণ,—
পর দুঃখে দেখাবে বিরাট আত্মদান ?
তাই প্রিয়ে ভাবিয়াছি মনে,—
দেশে দেশে করিব ভ্রমণ,
পাপী তাপী যেখানে যে আছে, ছুটে গিয়ে কাছে,
কোলে তুলে লইব তা'দের।
সেবা ব্রত করিব গ্রহণ,
এই মাত্র শুধু আকিঞ্চন,
প্রিয়তমে! আসিয়াছি তাই—
তব পাশে মাগিতে বিদায়।

বিষ্ণু। নারায়ণ। হাতে হাতে ফলিল স্বপন!
হা নিষ্ঠুর! এই ছিল মনে? বঞ্চিত ক'রিলে স্বামীধনে?
[নিমাইয়ের প্রতি] হা নির্দ্দয়! কঠিন পাষাণ,
আমার সে অনন্ত প্রেমের, এই বুঝি দিলে প্রতিদান?
হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে,
মরমের ভক্তিবারি চরণে ঢালিয়ে—
পূজিতাম ও পদ দু'খানি,
দেবতা আমার! করিলে না সে পূজা গ্রহণ?
বুঝিলাম—বিধির এ বজ্র অভিশাপ !!
পূর্ব্ব জন্মে ক'রেছিনু পাপ—তাই এ দারুণ মনস্তাপ!
কুক্ষণে—তোমার সনে দেখা, কুক্ষণে সঁপিনু তোমা প্রাণ,
কুক্ষণে জনম, কুক্ষণে এ জীবন ধারণ,

রমণীর সকলি কুক্ষণে !
রমণী সর্ব্বস্ব ক'রে দান, পায় মাত্র—ভালবাসা ভাণ !!

নিমা। সতি ! সতি ! ত্যজ অভিমান,
কর্ম্মক্ষেত্র ক'রিছে আহ্বান—
আর না থাকিতে পারি হেথা।
লক্ষ্মীর প্রতিমা তুমি, মোহে কেন হও আত্ম ভোলা
ভেবে দেখ, কি সম্বন্ধ তোমায় আমায় ?
মর্ত্তধামে, তুমি, আমি,—পথের পথিক,
দু'দিনের তরে পরিচয়,—
দু'দিনের পর—হবে হেথাকার স্মৃতি লোপ।
ভুলে যাও আমায় ললনে—

বিষ্ণু। একবার চেয়ে দেখ,—প্রভু !
আমার এ 'তুমিময়' বিশ্বের মাঝারে—
ঈশ্বর, দেবতা, সরাইয়া, বিরাজে তোমারি মূর্ত্তিখানি !
সেই তুমি, তোমারে ভুলিব ?
শৈশব হইতে—যে প্রেমের উদ্ভব প্রাণেশ !
সে প্রেম কি পাশরিতে পারে প্রেমাধিনী ?
আমি নাথ অতি শিশু বালিকা যখন—
তখন আমার চ'খে সব ছিল কৃষ্ণময়,
হইয়া তন্ময়—আমি সূর্য্যমুখী, কৃষ্ণ মোর উজ্জ্বল ভাস্কর,
কভু কৃষ্ণ ভ্রাতা, আমি ভগ্নী তা'র,
কভু কৃষ্ণ সখা—আমি সহচরী তা'র,

কভু কৃষ্ণ স্বামী,—আমি তা'র চরণের দাসী,
কভু কৃষ্ণ বিষ্ণুপ্রিয়া, কভু বিষ্ণুপ্রিয়া হরি,
এই ভাবে ক'রেছিনু কৃষ্ণ উপাসনা।
কিশোর বয়সে—কে যেন বলিয়া দিল স্বপনের ঘোরে,
সেই কৃষ্ণ—তুমিই আমার।
সে অবধি—সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিছি পায় ;—
বল নাথ! ছেড়ে যাবে কোন অপরাধে ?

নিমা। শুন তবে প্রেয়সি! আমার
গৃহ বাসে থাকিব না আর,
সম্মুখে—বিশাল কর্ম্মভূমি—
ডাকিতেছে—"কোথা হরি! তুমি ;"
ধর্ম্মের বিপ্লবে—কোটিকণ্ঠে উঠিতেছে ক্ষীণ হাহাকার ;
কে করিবে তা'দের উদ্ধার ? এমন উদার প্রাণ কার ?
কে করিবে—পাপীরে নিস্তার ?
মাতৃস্নেহে—পত্নীপ্রেমে—যদি থাকি বাঁধা আজীবন,
সন্ন্যাসের আদর্শ কে করিবে স্থাপন ?
বদ্ধ জীব—মুক্তি দেবে কারে ?
পূর্ব্ব কথা ভুলেছ কি প্রিয়ে ?
ধরায় আসিয়ে, কোন্ মহত্তর ব্রত তোমার, আমার ?
তুমি—প্রতিমূর্ত্তি কমলার,
পারিবে না করিতে কি স্বার্থ পরিহার ?
জগতের হিতে, পারিবে না সঁপিতে পতিরে ?

নারী হ'য়ে, ভুলে যাবে আত্ম বলিদান ?
ভেবে দেখ'—ক'দিনের তরে এ মিলন ?
অক্ষয় অনন্তকাল ধরি, বৈকুণ্ঠের প্রেমের আসনে,
দুইজনে করিব বিহার, সে মিলনে ঘুচে যাবে ভেদ,
হবে না বিচ্ছেদ,
কোন খেদ রবে না সুন্দরী !
দাও প্রিয়ে, বিদায় আমারে।
জীব দুঃখে কাঁদে প্রাণ—পরিত্রাণ করলো আমায় ?

বিষ্ণু। যিনি জগতের স্বামী—
জগতের প্রাণে যা'র প্রাণ বিনিময়,
শক্তির আধার ক্ষমাময়,
ধর্ম্ম যাঁর পরসেবা, কর্ম্ম যাঁর সত্যের পালন,
প্রেম যাঁর জগতের জীবে, জ্ঞান যাঁর—নিষ্কাম সাধনা,
আঁখিজলে দিতে পারি বাঁধা তাঁরে কভু—
এত শক্তি আছে কি এ অবলার দেহে।
কিন্তু নাথ ! কোন্ শাস্ত্রে আছে—
পত্নী ছাড়ি করে পতি ধর্ম্ম আরাধনা ?
তুমি যাবে দুরান্তরে চ'লে,
কি সান্ত্বনা রেখে যাবে দাসীর এ গৃহে ?
কেমনে ধরিব প্রাণ—অদর্শনে তব ?
কি কাজে কাটাব নিশি দিন ?

নিমা। হায় নারি ! কেন রাখ কামনার ছায়া—

তোমার ও সরল অন্তরে ?
আমি যাব—পতিতের মঙ্গলের তরে,
তুমি রবে ঘরে—গৃহধর্ম্ম করিতে পালন।
রহিলেন—মা আমার,—অতি বৃদ্ধা পুত্র শোকাতুরা,
আমার হইয়া, করিবে তাঁহার সেবা তুমি।
অতিথি আসিলে,—অন্ন বারি দিবে তা'রে,
অনাথ আতুরে, তুলে লবে মাতৃসম বুকে।
হইয়া আমার প্রতিনিধি—
জগতে আমার কার্য্য করিবে সাধন।
এর চেয়ে কি সান্ত্বনা আছে রমণীর।

বিষ্ণু। প্রভু! স্বামি! দেবতা আমার!
সর্ব্ব কামনার সার তুমি,
তোমারি আদেশে—রব গৃহে স্মৃতি পূজাতরে।
এক ভিক্ষা মাগি শ্রীচরণে—
দিয়ে যাও পাতুকা তোমার,
সে পাতুকা—রাখিব এ হৃদয়ে সতত।
তোমার বিরহ জ্বালা—জুড়াইব পাতুকা পরশে।

নিমা। এই লও—পাতুকা সুন্দরী।
যতদিন বৃদ্ধা মাতা র'বেন জীবিতা,
গৃহধর্ম্ম আরাধ্য তোমার,
তা'র পর সাজি সন্ন্যাসিনী,
করিও গ্রহণ বিশ্বে জীব সেবা ব্রত।

শচীর প্রবেশ

শচী। কি শুনিনু—শ্রীবাসের মুখে—
নিমাইরে! তুই নাকি সাজিবি সন্ন্যাসী?
এ বৃদ্ধ বয়সে—এই ছিল অদৃষ্টে আমার?
বিশ্বরূপ গেছে চ'লে, তুইও চ'লে যাবি?
বল্ বাবা! তুই বিনে কে আছে আমার?
কতক্ষণে এসে তুই ডাকিবি মা ব'লে—
সেই আশে পথ চেয়ে ব'সে থাকি আমি।
সেই তুই—ছেড়ে যাবি চ'লে?
এই কিরে মাতৃভক্তি তোর?

নিমা। ভাগ্যবতী! জননী আমার!
কেন তুমি হ'তেছ কাতর?
তুমি কি আমারই মাতা শুধু?
নদীয়ার নরনারী যেথানে যে আছে—
সবাই মা ব'লে ডাকে, জননি! তোমায়।
এক পুত্র গেলে—কোটিপুত্র রবে মা তোমার
জগতের মাতা হবে তুমি।
পাপী তাপী—শান্তি সুখ হারা—
তা'রা কি মা! পুত্র নয় তোর?
জীবের কল্যাণ তরে—এক পুত্র করি দান,—
শত পুত্র বাঁচে যদি তোর,
তা'র চেয়ে—কি সৌভাগ্য আছে এ জগতে

আঁখি অন্তরালে যাব চ'লে—
স্নেহরূপে কোলে তোর রব অহর্নিশি।
ধরি মা! চরণ দু'টী—দিওনাক বাধা,—
কর আশীর্ব্বাদ, পূর্ণ যেন হয় মনোসাধ,
আবার আসিব ফিরে, মা ব'লে আবার—
ডাকিব মা! তোরে, করি ব্রত সমাপন।

শচী। কোথা যাবি বাবা!
ঘরে থেকে হয় নাকি ধর্ম্ম আচরণ?
শুনিয়াছি—পিতৃ পাশে তোর—
গৃহ ধর্ম্ম—সকল ধর্ম্মের সার,
মানবের মহাতীর্থ—আপনার গৃহ।

নিমা। মাগো!
গৃহ ধর্ম্ম—সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ জানি;
কিন্তু, স্বাধীনতা নাহিত গৃহীর।
জাননাকি জননি! আমার—
তীর্থ ভ্রমণের পুণ্যফল?
সেই তীর্থে যাব আমি।
এ দেশ যে নিষ্কাম ধর্ম্মের দেশ দেবি!
এ ভারত ভূমি—নহেত জীবের ভোগভূমি।
হেথা—ত্যাগ বিনা মুক্তি নাহি মিলে,
হেথা—সত্যের বিকাশ আত্মদানে।
হেথা—ধর্ম্ম শুধু পর উপকারে।

শান্তি শুধু—দরিদ্র সেবায়।
মোক্ষ লভে এদেশের নর—
ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পালন!
ত্যজ খেদ মা জননি!
ফেলোনা নয়ন জল।
বধূমাতা রহিল তোমার,—
যত দিন না আসিব ফিরে,
করিবে তোমার সেবা:
অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস,
মুকুন্দ, মুরারি গদাধর, আছে তোর অনেক সন্তান,
লবে তোর নিয়ত সংবাদ—
আমি এসে মাঝে মাঝে দেখে যাব তোরে।
সন্তান কি মা ছেড়ে থাকিতে পারে কভু?
আসি তবে, যেতে হবে বহুদূর পথ।

শচী। "মঙ্গল কদলী" গৃহে একবার চল বাবা।
বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য দিব, মাথায় তুলিয়া।

[শচী ও নিমায়ের প্রস্থান

বিষ্ণু। [গীত]

সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিহি বড় দারুণ— তাহে পুনঃ ঐছন,
দূরহি কয়ল মুরারি।

সজনি ! কিয়ে করব পরকার,
কি মোর করম ফল, পিয়া গেল দেশান্তর,
বাঢ়ল বিরহ বিকার !
হরি হরি ! কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা !
জনম অবধি হাম ওরূপ নেহারনু
নয়ন না তির পিত ভেল !
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুননু,
শ্রুতি পথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী— রভসে গোঙায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি ;
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি। [প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নদীয়ার পথ।

মুরারির প্রবেশ

মুরা। হা গৌরাঙ্গ ! হা ভক্ত বৎসল ! তোমার মনে এই ছিল ? ন'দে ছেড়ে তুমি চ'লে যাবে ? তাহ'লে তোমার ভক্তদের দশা কি হবে প্রভু ? তা'রা যে তোমা বই জানে না ? তা'দের যে তোমা বই গতি নেই ! দাঁড়াও প্রভু ! দাঁড়াও—আমি তোমার সঙ্গে যাব। [দ্রুত প্রস্থান

গদাধরের প্রবেশ

গদা। বিরাট বিশাল বিশ্ব! স্থাবর জঙ্গম!
তরুলতা! পশু পক্ষী কীট! পতঙ্গম!
জান কি হে—কোথা গেল গৌরাঙ্গ আমার?
হে আকাশ! কাল সাক্ষী তুমি,
পবন! সর্ব্বত্র গামী তুমি,
ব'লে দাও—ব'লে দাও—এই পথে দেখেছ কি তাঁরে?
দীন হীন সন্ন্যাসীর বেশে—গেল চ'লে হৃদয়ের ধন,
অস্ত গেল—নদীয়ার পূর্ণ শশধর!
সোনার নদীয়া হ'ল আঁধারে আবৃত।
হা প্রকৃতি! একি বিড়ম্বনা!
বৈষ্ণবের মহাশক্তি গ্রাসি, সর্ব্বনাশি!
মৃত্যুর করাল যবনিকা—কেন দিলি নবদ্বীপে ফেলে?

মুকুন্দের প্রবেশ

মুকু। গদাধর! ভাই গদাধর!
তুমি ছিলে প্রভুর যে প্রাণের দোসর,
কি অনন্ত স্নেহ ছিল তোমার উপর,
পারিলে না রাখিতে ধরিয়া,—প্রাণের আরাধ্য দেবতারে?
প্রেমময় গৌরাঙ্গ সুন্দর,—নদীয়ার নীল নটবর,
রূপে যাঁর মুগ্ধ চরাচর,—
তাঁরে ছেড়ে কেমনে রহিব নদীয়ায়?

ভাই ! ভাই ! বুক ফেটে যায়,
ব্রজ ছেড়ে শ্যামচাঁদ গেল মথুরায়,
কি উপায় হবে আমাদের ?

গদা। মুকুন্দরে ! নদী যবে ধায় সিন্ধুপানে—
কার সাধ্য রোধে তা'র গতি ?
হারাইয়া চিন্তামণি,—নদীয়ার পুরুষ রমণী—
মণিহারা ফণিনীর প্রায়, ধূলায় লুটায়—
উভরায় কাঁদে সবে,
তবুও সে ছেড়ে চ'লে গেল !
উন্মাদিনী—শচীমাতা উচ্চৈঃস্বরে কতই কাঁদিল,
তবু তা'র দয়া না হইল, ফিরে না চাহিল মুখ পানে।
কি নিষ্ঠুর প্রাণ তা'র,—
পাষাণের করুণা সঞ্চার,—হয় কি কখনও ভাই ?
ভেঙ্গেছে কপাল আমাদের।

মুকু। চল ভাই ! ছুটে চল যাই—
দেখি যদি পারি ফিরাইতে।

মুরারির পুনঃ প্রবেশ

মুরা। এই যে গদাধর ! মুকুন্দ ! তোমরা এখানে। আমি তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। শুনেছ তো নদীয়ায় আজ কি সর্ব্বনাশ হ'তে বসেছে। ঠাকুর ন'দে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন। তিনি নিত্যানন্দকে ব'লেছেন—বৃন্দাবন দর্শনে যাবেন। অদ্বৈত

ঠাকুর, ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়েন নি। তিনি আর নিত্যানন্দে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রেছেন ঠাকুরকে ভুলিয়ে রাখবেন। তবে ঠাকুর নদেতে তো থাকবেন না, তাই—উভয়ে যুক্তি ক'রেছেন গৌরাঙ্গ প্রভুকে আপাততঃ গঙ্গা পার ক'রে শান্তিপুরে নিয়ে যাবেন। তাঁকে বোঝাবেন—শান্তিপুরই বৃন্দাবন। চল ভাই! চল—শ্রীবাস ঠাকুর তোমাদের ডাক্‌ছেন।

[প্রস্থান

জগাই ও মাধায়ের প্রবেশ

জগাই। মেধো! মজা দেখ্‌লি,—নিমাই পণ্ডিতটে গোঁড়া বোষ্টম হ'য়ে উঠ্‌লো। ব্যাটারা যেন ভেলকী দেখিয়ে দিলে। ন'দেটাকে মাটী ক'ল্লে! আচ্ছা, এর ভেতর কি এমন মজা আছে যে—লোক অমন পাগল হয়? আমি তো বাবা! বোষ্টমদের বুজরুকি কিছু বুঝ্‌তে পাল্লু'ম না।

মাধাই। মজা আছে বৈ কি, নৈলে অমন দিগ্‌গজ পণ্ডিত নিমাই ঠাকুর,—মজা না থাক্‌লে কি ও ভোলে?

জগাই। মজা আমি বুঝে নিয়েছি,—দিব্যি দিস্তে দিস্তে মালপো,—ভোগ, আর নাদুস্ নুদুস্ সেবাদাসীর যোগাযোগ। ঐ লোভেই ত ন'দের সব ব্যাটা পটাপট্ বোষ্টম্ হ'য়ে উঠ্‌ল। নিমাই পণ্ডিটের চ্যাংড়া বয়েস, নিশ্চয়ই কোন বোষ্টমীর পাল্লায় প'ড়েছে।

মাধাই। নারে, নিমাই পণ্ডিতটার ও রোগ নেই, ছোঁড়া

বড় ভালমানুষ—মেয়েমানুষের দিকে নজর নেই। দেখ্‌লিনে,—ঘরে অমন সুন্দরী যুবতী মাগ—ত'ার দিকেই তাকালে না।

জগাই। তাইত ভাই! আশ্চর্য্যি। নিমাই পণ্ডিতটে যেন আমাদের মত মানুষ নয়, সে যেন দেবতা।

মাধাই। এই মরেছে রে! তো শালারও দেখ্‌ছি ভাব লেগেছে! দেখিস্‌ যেন, রোগে ধরে না।

জগাই। তুই ঠাট্টা ক'র্চ্ছিস্‌, কিন্তু ভেবে দেখদেখি—নিমাই পণ্ডিতের মনটা কত উঁচু। কত পয়সা, কত বিষয় আশয়, কত শিষ্যিসেবক,—কত দেশদেশান্তর থেকে বিদায়ের চিঠি আস্‌ত, কত নাম ডাক, যশ,—ঘরে বুড়ো মা,—সুন্দরী বউ—সব কি না এক কথায় ছেড়ে দিলে? তুই আমি কি অমন পারি?

মাধাই। এঃ—তা'হলে দেখ্‌ছি তোরও হ'য়ে এসেছে! তুই এবার বোষ্টম হবি।

জগাই। নারে না, বোষ্টম হব না। আমরা যে পাপী, আমরা কি বোষ্টম হ'তে পারি?

মাধাই। কেন পার্ব্ব না? যদি পেলারাম বাবাজীর মতন একটা নাদুস্‌ নুদুস্‌—সেবাদাসী পাই, আমি এক্ষুনি বোষ্টম হ'তে রাজি। আহা দিব্যি বোষ্টুমিটা! বেটী যেন কালীপূজোর মাল্‌সাবাজী। বোষ্টম হওয়ায় মজা আছে জগাই!

জগাই। কি মজা?

মাধাই। দিনরাত 'কিষ্ট কিষ্ট' কর—আর ফুর্ত্তি লাগাও।

মাল্‌পো মাল্‌সাভোগ পেসাদ পাও। আর যদি ঢং ঢাং গুলো শিখে নিতে পারা যায়, তাহ'লে আর পায় কে?—তা'হলে —ধুম্‌সী নেড়ী বেটীরে এসে ভক্তিভরে রাব্‌ড়ীর বাটী মুখে তুলে ধরে। দেখিস্‌নে, তাইতে কাঁড়াদাস বাবাজী ব্যাটারা— তু দিনেই কুঁদো চেহারা হ'য়ে উঠে!

বোষ্টম হওয়ার বড় মজা—বড় ফুর্ত্তি ওরে দাদা!
মাল্‌পোর লোভে—দয়াল প্রভু, ব'য়ে ছিলেন নন্দের বাধা।
আস্‌তো যত গোপ বধূ,
কানু, বিধু, সিধু, সদু,
তাদের প্রেম শিখাতেন প্রাণের বঁধু,
খাইয়ে দিতেন ছোলা আদা।
(পেয়ে) জটীলে কুটিলের তাড়া,
হ'তেন প্রভু পাড়া ছাড়া,
পেলে আয়ান ঘোষের সাড়া, চ'খে দেখ্‌তেন গোলক ধাঁধা।
বাজ্‌তো প্রভুর বাঁশের বাঁশী—সারে গামা ধানি পাধা,
নিসা সারে সানি পাধা, মামা গাধা, মামী রাধা।

জগা—তুই বোষ্টম হ'—খুব ফুর্ত্তি পাবি ওরে খুব ফুর্ত্তি পাবি!

নিত্যানন্দের প্রবেশ

নিত্যা। ঠিক্ ব'লেছ ভাই! অমন মজা—অমন স্ফুর্ত্তি আর কিছুতে নেই,—তোমরা তো অনেক স্ফুর্ত্তি ক'রেছ—তাতে কি আশা মিটেছে? একবার বোষ্টম হ'য়ে দেখ—আর আশায়

আকাঙ্ক্ষায় জ্বলে মর্ত্তে হবে না। যা চাবে, তাই পাবে। তোমরা কি চাও? রূপ? সেই বিশ্বরূপের চেয়ে রূপ কার? চাও গুণ? ত্রিগুণ তাঁর চরণে পুঞ্জীভূত, তিনি গুণাতীত গুণময়। চাও ঐশ্বর্য্য? তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী—রাজার রাজা। বল ভাই! যিনি বিশ্বরূপ, তিনি কেন তোমাদের বিষ স্বরূপ? এ নদীয়ার পশুপক্ষী পর্য্যন্ত হরিনামে মেতে উঠেছে,—তোমরা কেন বাকি থাক? একবার হরি বলে ডাক। বড় ইচ্ছা হয়েছে—তোমাদের মুখে আমি হরিনাম শুনব।

মাধাই। বাঃ বাঃ বীর বলাই! বেশ বক্তিমে ঝাড়ছ? তুমি খুব রসিক দেখ্‌ছি। তোমরা ক ব্যাটা জুটে নদেটাকে ডোবালে যে সোনার চাঁদ! নিমাই পণ্ডিতটেকে বিগ্‌ড়ে দিলে, দেশ থেকে পাঁটার মাস খাওয়া উঠিয়ে দিলে! তোমাদের মুখ দেখলেও পাপ!—দেশটাকে যাদু বানিয়ে ছাড়লে,—তোমরা কে বাবা?

নিত্যা। আমরা দীন বৈষ্ণব।

জগাই। তা' তোমার চেহারা দেখেই বোঝা গেছে—তোমরা বোষ্টমই বটে, আমাদের শাস্ত্রে ব'লেছে—

তিনিই হ'চ্ছেন বোষ্টম, যিনি ফোঁটা তেলক কাটেন।
আর তিনিই হ'চ্ছেন নবাব—যিনি ঘাড়ের চুলটী ছাটেন।
সেই ভদ্রলোক, যে লুকিয়ে মদটা আস্‌টা টানে।
সেই ধার্ম্মিক, যে মদ আর মাংসের আস্বাদ জানে।
রসিক সেই—যা'র বুড়ো বয়সে আছে তৃতীয়পক্ষ।

তিনিই কাজের লোক, যার চব্বিশ ঘণ্টাই হুকো উপলক্ষ।
সেই বিদ্বান যে বিয়ে ক'রে পায় হাজার টাকা পণ।
সেই মেয়েমানুষ সুখী—যাকে ক'র্ত্তে হয় না রন্ধন।

আর বকিও না বাবা! তিরোভাব হও—তোমরা মূর্ত্তিমান ব্যোম, আসল অযাত্রা।

নিত্যা। তোমার মুখে হরিনাম না শুনে আমি তো কোথাও যাব না ভাই!

মাধাই। তবে এই কলসীর কাণা মেরে তোমাকে তাড়াচ্ছি। ব্যাটা বুজরুক! ন্যাকামি পেয়েছিস্?

[নিকটস্থ খর্পরখণ্ড তুলিয়া নিতায়ের ললাটে আঘাত ও রক্তপাত]

জগাই। এই মেধ! কি ক'রিস্? ঠাকুরের গায়ে হাত? তোর দেখ্ছি মরণ বাড় বেড়েছে! জানিস্—বামুনের শাপে মানুষের সর্ব্বনাশ হয়।

মাধাই। তুই থাম্—আহাম্মক! আজ আমি বীর বলায়ের কেষ্ট বলা ঘোচাচ্ছি। আজ আমি ওকে মার্ব্ব।

জগাই। অত বাড়াবাড়ি ভাল নয় মেধ! ঠাকুরের অপমান ক'র্লে,—তোর ভাল হবে না।

মাধাই। দুত্তোর ঠাকুর! [নিত্যানন্দকে প্রহার] কেমন হয়েছে? ব্যাটা—পাঁঠার রক্ত দেখ্লে প্রাণ কেঁদে ওঠে যে, এইবার নিজের রক্ত দেখ্—

নিত্যা। নারায়ণ! এ অবোধের অপরাধ ক্ষমা কর। [মাধাইএর প্রতি] আমায় মেরেছ, বেশ করেছ,—তাতে তো

তোমার আনন্দ হ'য়েছে ভাই? সেই আনন্দের ঘোরে—আজ একবার হরি হরি বল। তোমাদের মুখে—হরিনাম না শুন্‌লে, আমি যে আর কোথাও যেতে পার্ব্ব না।

হুসেন শাহের প্রবেশ

হুসে। এই যে দস্যুদ্বয় দিবাভাগেই—লোকের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছে। কারাবাস, বেত্র দণ্ড—লাঞ্ছনা—কিছুতেই এদের চৈতন্য হ'ল না। কিছুতেই এদের স্বভাব শোধরাল না। জানি না এরা মানুষ না রাক্ষস? একি অবধূত নিত্যানন্দ! আপনি ধর্ম্মপ্রচারক সন্ন্যাসী—কে আপনাকে আঘাত কর্লে? এই দুই দস্যু বুঝি? কে আছিস্?

দুইজন পাইকের প্রবেশ

ওরে! শীঘ্র তোরা এই দুই পাষণ্ডকে বন্দী কর। আমি নদীয়ার শাসনকর্ত্তা,—আমার রাজ্যের রাজপথে, প্রকাশ্যেই এরা নরহত্যা কর্ত্তে অগ্রসর! এদের এতদূর স্পর্দ্ধা। আজ আমি স্বয়ং এর বিচার ক'র্ব্ব। এ দুরাত্মাদের অনেক অত্যাচারের কথা আমি অনেক দিন হতে শুনে আস্‌ছি। আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। আমি এদের জল্লাদের হাতে দেব না। মাংসলোলুপ কুক্কুর দিয়ে খাওয়াব।

নিত্যা। নবাব! নবাব! এদের ছেড়ে দাও,—আমার এ আঘাত—আমার কর্ম্মফল! আমার আঘাত গুরুতর নয়। এদের ছেড়ে দাও—এদের কোনও দোষ নেই।

হুসে। অবধূত! তুমি আমার পুত্রকে—অধঃপতনের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছ। তোমার উপদেশে—সে নবাব বংশের যোগ্য বংশধর হ'য়েছে। তোমার ঋণ আমি পরিশোধ ক'র্ত্তে পার্ব্ব না। তোমার আদেশেই আজ আমি এই দুরাত্মাদের ছেড়ে দিলেম, কিন্তু জেনো এরা যদি আর কোনও অপরাধ করে—তা হ'লে এদের দণ্ড অনিবার্য্য। (পাইকদের প্রতি) এদের এখন তোমরা ছেড়ে দাও।

[নবাব ও পাইকদ্বয়ের প্রস্থান]

নিত্যা। যাও মাধাই! যাও জগাই! তোমরাও চ'লে যাও। নৈলে আমার এ রক্তপাত কোন বৈষ্ণবের চ'খে পড়্‌লে তারা হয়ত উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌বে। এ কথা গৌরাঙ্গের কর্ণ-গোচর হ'লেও—তোমরা বিপদে পড়্‌বে। তোমরা এখান থেকে চ'লে যাও—হরি তোমাদের মঙ্গল করুণ।

মাধাই। (স্বগতঃ) এ কি! এত দয়া! আমরা দোষী,—রাজরোষ থেকে আমাদের রক্ষা কর্ব্বার জন্য—এত অনুনয়! (প্রকাশ্যে) ঠাকুর! ঠাকুর! আমি মহাপাপী—আমাকে রক্ষা করুন। উপদেশে, শিক্ষায়, রাজদণ্ডে, আমরা স্বভাব ছাড়িনি। পাপ থেকে ফিরিনি, আপনি ক্ষমায় আমাদের জয় করেছেন। আপনি দেবতা! দোষীর প্রতি এমন আচরণ মানুষে পারে না। মা'র কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে আমরা সে ছেলেকে খুন ক'রেছি,—তাতে এ প্রাণ কাঁদে নি। আজ তোমার দয়া দেখে—আমার যেন কান্না আস্‌ছে—ঠাকুর তুমি কে?

জগাই। ঠাকুর! অনেক পাপ ক'রেছি,—পাতকের বোঝা ভারি হ'য়ে উঠেছে—তবুও নিরস্ত হইনি। নরহত্যা, দস্যুতা, চুরি, বাটপাড়ী, সতীত্বহরণ—কিছুই বাকি রাখিনি। ঠাকুর! ঠাকুর! আমাদের কি হবে? কিসে আমরা মুক্তি পাব?

নিত্যা। একবার প্রাণ ভ'রে বল হরি হরি!—
মুক্তিপাবে—মুক্তিদাতা হরির কৃপায়।
আছে শাস্ত্রে উপদেশ—
"হরিনাম ব্যর্থ নয় গণিকারও মুখে।"
শ্রীহরির শ্রীমুখের বাণী—
"পাপাত্মাং তারয়িষ্যামি যো মাং ভজতি নারদ!"
হরি হরি বল ভাই জগাই! মাধাই!
এ নামের তুলনা যে নাই,—
এক নামে—কোটি জনমের পাপ ঘোচে।
অন্তে হয় বিষ্ণুলোকে স্থান।

মাধাই। জগা! জগা! তবে হরি বল্?

জগাই। শুধু নিজে ব'ল্লে হবে না—আমাদের মতন যা'রা মহাপাপী আছে—তা'দের বলাতে হবে! যা হ'ক ঠাকুর! তোমরা বুজরুক বটে,—আমরা ব'লবনা ভেবেছিলুম, তুমি বলালে তবে ছাড়্লে। দাও—পায়ের ধুলো দাও—মেধো হরি বল্।

সক। হরি হরি বোল।

নিত্যা। যাও—যাও জগাই মাধাই
অহোরাত্র গৃহে বসি জপ হরিনাম—

মাতৃপদে বহু অপরাধ করিয়াছ দুই সহোদর
আঁখিবারি তাঁর অবিরত বহিছে নয়নে—
চরণ ধরিয়া দোঁহে মাগ গিয়া ক্ষমা
সর্ব্বপাপ হতে মুক্তি পাবে মাতৃ আশীর্ব্বাদে—
বাক্য মোর হবে না অন্যথা।
তড়িৎ গতিতে যাও মাতৃ-সন্নিধানে—
আনন্দে বিহ্বল হবে তোমা দোঁহে হেরি
পাপকর্ম্ম ত্যজি,
স্নেহের এ জগাই মাধাই
হরিনামামৃত পানে হয়েছে বিভোর।
যাও,—শীঘ্র করহ গমন।

সকলে। হরিবোল—হরিবোল।

নিমায়ের প্রবেশ।

নিমা। যেতে যেতে—হরিনাম শুনে—
ফিরিলাম এ পথে আবার।
পায়ে যেন বাঁধিল শৃঙ্খল!
বল্ তোরা—হরি হরি বল্,
মনপ্রাণ হ'ক সুশীতল,
হরিনাম শেষের সম্বল,
হরি বিনা—জনম বিফল।

(সহসা নিত্যানন্দের ললাটদেশে রক্তরাগ দেখিয়া)

এ কি ! দাদা ! ললাটে তোমার রক্ত চিহ্ন কেন হেরি ?
কে করিল শ্রীঅঙ্গে আঘাত ? এ সাহস কার ?
কোন্ মূর্খ ঝাঁপাইল জ্বলন্ত আগুনে ?
শার্দ্দুল কবলে—নিজ শির কে রে আজ করিল অর্পণ ?

জগাই। ঠাকুর ! ঠাকুর ! ক্ষমা কর—
অবোধ মাধাই, না শুনে আমার কথা,
কলসীর কানা ছুঁড়ে—মেরেছে কপালে।
পায়ে ধরি, দয়াময় ! ক্ষমাকর অপরাধ তা'র।

নিমা। (সরোষে) এ কি শুনি,—পিশাচের হাতে—
ভক্তের এ অপমান ! !
চক্র ! চক্র ! কোথা—আর্ত্তত্রাণ সুদর্শন,
দেরে, ওরে, কে আছিস, দেরে চক্র মোরে—
ছিন্ন করি পাষণ্ডের শির,
সেই রক্তে ধরণীর ধূলিকণা মাখি—
নূতন গঠনে—নূতন ব্রহ্মাণ্ড আজ করিব সৃজন !
নিত্যানন্দ—প্রাণের দোসর,
তা'র অঙ্গে—করে যে প্রহার,—
পরিত্রাণ কোথা তা'র,
যদি সে লুকায় সিন্ধুনীরে—
ক্রোধ মম—প্রবল বাড়বানল হ'য়ে—
গ্রাসিবে সে নরাধমে,

যদি সে পিশাচ—পশে ভয়ে গহন কাননে,—
ক্রোধ মম "দাবানল" হ'য়ে—ভস্মশেষ করিবে পামরে।

নিত্যা। ভাই! ভাই! এ কি ভাব হেরি?
আত্মভোলা কেন হও আজ?
ভুলেছ কি, প্রতিজ্ঞা তোমার?
প্রেমধর্ম্ম-করিতে প্রচার—হে চৈতন্য! অবতার তুমি?
কেন চক্রে করিছ স্মরণ?
প্রণয় কি প্রলয়ে করিবে পরিণত?
গাহিতে প্রেমের জয়,—জন্ম আমাদের,
ভুলেছ কি সে কথা এখন?
চক্রপাণি! এ যুগেত চক্রের নাহিক প্রয়োজন।
জগাই-মাধাই—মহাপাপী দুই ভাই,—
এরা যদি উদ্ধার না হয়, অসম্পূর্ণ রবে ব্রত তব।
ক্ষমাকর—অপরাধী জনে,
চাহিয়া আমার মুখ পানে, মূর্খ এরা কিছুই না জানে,
অজ্ঞানে করেছে অপরাধ,
দাও ভাই, এ দোঁহারে প্রেমের প্রসাদ।
অবোধ মাধাই—প্রহারেতে উদ্যত যখন,—
জগাই ক'রেছে নিবারণ,—এ আঘাত নহে নিদারুণ—
অনুরোধ—ত্যজ ক্রোধ—প্রেমময় হরি!

নিমা। আয়—আয়—আয়রে জগাই!
তোরে আলিঙ্গন করি জীবন জুড়াই।

তোর উদারতা গুণে—
বাঁচিয়াছে প্রাণাধিক নিত্যানন্দ মোর।
কি দিয়ে শুধিব ঋণ তোর ?
নিত্যানন্দে রক্ষাকরি, প্রেমে তুই বাঁধিলি আমায়।
আয় ভাই! আয় কোলে আয়। [আলিঙ্গন]

জগাই। এ কি! কোথা আমি? স্বর্গে না ভূতলে?
দয়ার দেবতা! এত দয়া শরীরে তোমার?
পিশাচেরও চেয়ে ঘৃণ্য মোরা দুই ভাই,—
নরকের কীটসম মগ্ন ছিনু কলুষের কূপে,—
হিংস্র পশু—তারাও না আসিত নিকটে,—
শুনিনি জীবনে-মানুষের মুখে কোন আদর সম্ভাষ,—
এ জগতে কোন দিন,
কারো কাছে পাইনি সদয় ব্যবহার।
হেন মহাপাপী জনে, কোল দিলে দয়াময় হরি!
মাধাই! মাধাই! আর কিরে ভয়?
কেটে গেছে জীবনের পাপ,—
আয়, আয়—লুটে পড়ি দয়ালের পায়।

মাধাই। দয়াময়! ক্ষমাকর মোরে—
অনুতাপে ফেটে যায় বুক, স্থান দাও অভয় চরণে।

নিমা। ক্ষমা চাও—যাঁর কাছে অপরাধী তুমি।

মাধাই। [নিত্যানন্দের চরণে পড়িয়া] ঠাকুর! ঠাকুর!
মহাপাপী আমি দুরাশয়—

কোন্ মুখে—মাগিব মার্জ্জনা।
বল দয়াময়! দিবে না কি চরণে আশ্রয়?

নিত্যা। ওঠো ভাই! না চাহিতে ক্ষমা,
করিয়াছি আমি তোরে ক্ষমা।
(নিমায়ের প্রতি) ভাই! আর কেন কর ছল,—
তুমি না করিলে ক্ষমা—এদের কি গতি হবে?
এ দোঁহারে করহ উদ্ধার, এদের পাপের ভার,
লব আমি শিরে।

নিমা। জগাই! মাধাই! ধন্য আজ তোরা দুই ভাই!
আর ভয় নাই,—সদয় তোদের প্রতি—
নিতাই প্রেমের অবতার।
আজ থেকে—অতীত জীবন
মুছে ফেলে—দিয়ে নিজ হাতে,
বিবেকের ফুলময় পথে—সাধু হ'য়ে কর বিচরণ
ভুলে যারে পরস্ব হরণ, পরের পীড়ন,
পরহিংসা দেরে বিসর্জ্জন,
পরদার মাতৃসম ভাবি, পাবি তৃপ্তি—বিক্ষুব্ধ অন্তরে!
যেথা রোগী, সেথা ছুটে যাবি,—
প্রাণ দিয়া সেবিবি আতুরে,
ক্ষুধাতুরে খেতে দিবি উদর পূরিয়া.
দু-বাহু তুলিয়া—গাহিবি মধুর হরিনাম।
তোদের লীলার তীর্থধাম—আজ থেকে হ'ল এ নদীয়া।

উভয়ে। জয়! জয়! হরি দয়াময়!
জয় জয়! করুণা নিলয়! পাতকী তারণ! নারায়ণ!
ছিঁড়ে গেছে—মোহের বন্ধন,—
তোমারি শ্রীচরণ কৃপায়।
কোটি জন্মকৃত পাপ—ঘুচে গেল আজ আমাদের।
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু!
ভক্তাধম প্রতি কি উদার করুণা তোমার!
জগতের জীব! শিক্ষা কর আমাদের দেখে—
জগতে যে হরিব'লে ডাকে,—
পাপ নাহি থাকে দেহে তার,
চোর দস্যু লম্পট দুর্জ্জন, ব্যাভিচারী—ব্রহ্মহত্যাকারী,
করুক যতই পাপ,—হরিনামে মুক্তি তাহাদের।
[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কাটোয়া—ন্যগ্রোধতল

(কেশব ভারতী ও নিমাই)

কেশ। তরুণ যুবক! ও কামনা কর পরিহার।
"সন্ন্যাস" কঠিন ধর্ম্ম—
গৃহী তুমি, বৃদ্ধামাতা রয়েছেন ঘরে,
যুবতী রমণী—লক্ষ্মী রূপে আলো ক'রে আছে অন্তঃপুর;

মাতৃভক্তি—পত্নীপ্রেম ভুলি,
কি আশায় সাজিবে সন্ন্যাসী ?
এখন "গৃহস্থধর্ম্ম" পাল' কিছুদিন,
গঙ্গাজলে মাতৃঅস্থি কর আগে দান.
পিতৃঋণ পরিশোধ তরে—কর বংশধর উৎপাদন,
তা'র পর, ক'রো বৎস ! এ ব্রত গ্রহণ।

নিমা। হে সন্ন্যাসি ! প্রলোভন না দেখাও আর,
কামিনী-কাঞ্চন—সাধনার বিঘ্ন চিরদিন,
জীবন্মুক্ত তুমি—কি না জানো মহাভাগ,
সংসারে বিরাগ—বহুপুণ্যে লভে নর ,
আছে কি ত্যাগের চেয়ে ধর্ম্ম এ জগতে ?
সামান্য যে পশু—সেও করে মাতৃস্তন পান,
নারীপ্রেমে সেও মগ্ন রয় মোহ কূপে,
রতি আশে—সেও থাকে লালসা-বিহ্বল,
ধরনীর শ্রেষ্ঠ জীব নর,—সে কি নয় পশু হ'তে বড় ?
তা'র যদি না থাকে সংযম,
সে যদি বিস্মৃত হয় ত্যাগের মহিমা,
অন্য জীব হ'তে কিসে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হবে তা'র ?
আমি দীন ব্রাহ্মণ সন্তান—আমার সাধনা—'ব্রহ্মজ্ঞান,'
ভগবান ! কর মোরে সন্ন্যাসে দীক্ষিত।

কেশ। ভাল, বৎস ! আশা তব করিব পূরণ।
গৃহধর্ম্ম যদি তুমি দিবে বিসর্জ্জন,—

গৃহস্থের সর্ব্বনীতি হইবে ছাড়িতে।
পিতৃমাতৃ দত্ত নাম—তাও হবে ছাড়িতে তোমায়।
সন্ন্যাসীর নামে—এবে তুমি হবে পরিচিত।
বল বৎস! কোন্ নামে করিব তোমায় সম্বোধন।

(দৈববাণী—"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে")

কর আজ—এঁরে সম্বোধন।
হে সন্ন্যাসী কেশব ভারতি!
আজ তব 'সাধনার সিদ্ধিলাভ হবে।
যে বিষ্ণুর নাম তু'ম জপ অহর্নিশি,
সেই বিষ্ণু—হের আজ সম্মুখে তোমার,
বিষ্ণুরে দীক্ষিত কর তুমি,
ভাগ্যবান, কেহ নাই তোমার সমান।
এ যুবক—স্বয়ং নারায়ণ—

কেশ। মিটে গেল সকল সংশয়!
হরি দয়াময়! হ'য়েছ উদয়—
আজ তুমি শিষ্যরূপে মোর।
দ্বাপরের প্রেমঋণ এসেছ করিতে পরিশোধ—
"শ্রীকৃষ্ণ" তোমার নাম তাই, শ্রীকৃষ্ণের অবতার তুমি,
কলির মানব হ'য়ে—ত্যজি ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন—
ত্যজি যশঃ কীর্ত্তি, গৃহ কামিনীর মোহ—
করিতেছ সন্ন্যাস গ্রহণ,—

"চৈতন্যের" প্রতিমূর্ত্তি তুমি,
আজ থেকে—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে—
ডাকিবে তোমায় জীবগণ।
চল বৎস! জাহ্নবীর তীরে—
করিব সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত তোমায়।
মস্তক মুণ্ডন করি, গৈরিক বসন পরি,
দণ্ড কমণ্ডলু ধরি—মহামন্ত্র হরি হরি করি উচ্চারণ—
লভ—সাধনায় সিদ্ধি, নূতন জীবন।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্য পথ

(আলুলায়িত কুন্তলা বিষ্ণুপ্রিয়া)

বিষ্ণু। (উদ্ভ্রান্তভাবে) এই পথ দিয়ে প্রভু আমার চ'লে গেছেন, এই যে পথের ধূলায় রাঙ্গা চরণের চিহ্নগুলি অঙ্কিত রয়েছে, এখনও মিলিয়ে যায়নি! এখনও সে চরণ চিহ্ন নদীয়ার পথ আলো ক'রে র'য়েছে! কে বলে প্রভু আমায় ছেড়ে গেছেন? কে বলে প্রভু নদীয়ার মায়া কাটিয়েছেন?—আমার অধরে তাঁরই হাসি, আমার জীবনে তাঁরই নিঃশ্বাস, আমার

হৃদয়ে তাঁরই প্রাণ, মরমে তাঁরই ছবি! তাঁর সবই যে আমার দেহে। নদীয়ার চাঁপাফুলে তাঁর দেহের বর্ণ রয়েছে, ভ্রমরের গুঞ্জনে তাঁর নূপুরের ধ্বনি মিশেছে,—ঊষার অরুণাকাশে তাঁরই অধরের তাম্বুলরাগ; অপরাজিতায় তাঁর আঁখির শোভা,—গঙ্গাজলে তাঁর ঢল ঢল লাবণ্য, কোকিলের কণ্ঠে তাঁর কণ্ঠস্বর, চাঁদের জ্যোৎস্নায় তাঁর করুণা! তিনি কি তাঁর সাধের নদীয়া ছাড়তে পারেন? তাঁর চরণে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ছিল—সে অঙ্কুশ, সে বজ্র—তিনি আমারই বুকে দিয়ে গেছেন! তবে কেন আমি কাঁদি? তাঁর এই পায়ের ধূলোয়—আমার শ্যামল যৌবন ঢেকে—তাঁর গৃহে থেকে আমি তাঁরই কাজ ক'র্ব্ব। তাঁর ভক্তি নিয়ে আমি বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা ক'র্ব্ব, তাঁর স্নেহে অনাথ আতুরকে কোলে নেব, তাঁর প্রেমে গরীব দুঃখীর সেবা ক'র্ব্ব। প্রভুর আদেশ পালন—এই ত দাসীর কাজ। স্বামীর স্মৃতির পূজা—এই ত নারীর পুণ্য ব্রত। তিনি যোগী সেজেছেন, আমি যোগিনী হব। কোথাও কোন স্বর্গ নাই—যা'র জন্য আমি সাধের নদীয়া ছাড়্‌তে পারি। কোথাও কোন শচী নাই,—যা'র জন্য আমি তাঁকে ভুলতে পারি! প্রভু আমার—দেবতা আমার—স্বামী আমার—আমার এই ত্বদর্পিত জীবন, তন্ময় আশক্তি, বুকজোড়া আকাঙ্ক্ষা—আবার তোমায় আমার কাছে ফিরিয়ে আন্‌বে, এই আশায় আমি বেঁচে থাকব। তুমি কি আমায় ভুল্‌তে পার? [প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতট

অদূরে নৌকা—অবস্থিত। তাহারই নিকটে ভাবোন্মত্ত
গৌরাঙ্গদেব। তাঁহার দক্ষিণে নিত্যানন্দ
সম্মুখে ঠাকুর অদ্বৈত দণ্ডায়মান।

গৌর। আচার্য্য! আমায় বৃন্দাবনে নিয়ে চল। অনেক দিন আমি বৃন্দাবন দেখিনি। আমার সব যেন ওলট পালট হ'য়ে গেছে। কৈ আচার্য্য! আমার শৈশব-স্মৃতি ঘেরা, শত সাধনার বৃন্দাবন কৈ? আর কতদূর যেতে হবে।

অদ্বৈত। এই যে প্রভু! আমরা যমুনা-তীরে এসে পড়েছি,। ঐ যমুনার ওপারে—দূর বিসর্পি শ্যামল শোভাময় বৃন্দাবন দেখা যাচ্ছে। ঐ স্থানেই আমরা যাব। নদী পার হ'তে হবে।

গৌর। (গঙ্গার প্রতি চাহিয়া) মরি মরি! নীলসলিলা-যমুনা, আজ তুমি বীচি বিক্ষোভ বিহ্বলা হ'য়ে, মহাসিন্ধুর পানে ছুটে চ'লেছ। আমি তোমার তীরে দাঁড়িয়ে সে শোভা চেয়ে দেখ্‌ছি। আচার্য্য! কেমন ক'রে পার হ'ব?

অদ্বৈ। এই যে প্রভু! ঘাটে নৌকা বাঁধা রয়েছে,—এই যে মাঝী এই দিকেই আস্‌ছে—

একজন মাঝীর প্রবেশ।

মাঝী। কি গো মশাই তোমরা পারে যাবা না কি ?

গৌর। হাঁ পারে যাব। মাঝী! শীঘ্র আমাদের পার ক'রে দাও।

মাঝী। ঠাকুর! এক কাহন কড়ি লাগবে।

গৌর। আমি যে বড় গরীব, কড়ি কোথা পাব ?

মাঝী। তবে সাঁৎরে পার হও।

গৌর। আমি যে সাঁতার জানিনে।

অদ্বৈ। (আত্মগত) না, তুমি সাঁতার জান না, কিন্তু লোক বিশেষকে অগাধ জল থেকে ডাঙ্গায় তুলে আন্‌তে পার।

মাঝী। সাঁতার জান না, তবে আর কি ক'রে পার হবে ? এ নদীর বড় তুফান, দেখ্‌ছো না ?

অদ্বৈ। (আত্মগত) ভবনদীর তুফান এর চেয়েও বেশী রে মাঝী।

গৌর। মাঝী! দেরী ক'র্চ্ছ কেন ভাই ? পার ক'রে দাও।

মাঝী। তোমার কড়ি কৈ ?

গৌর। মাঝী! দীনহীনকে দয়া ক'র্লে তোমার অনেক পুণ্য হবে। আমায় তুমি অম্নি পার ক'রে দাও।

মাঝী। সে হ'চ্ছে না ঠাকুর! অম্নি পার ক'র্ত্তে পার না।

নিত্যানন্দ। জগৎবাসী নরনারি! আজ তোমরা এই নাবিকের কাছ থেকেই শিক্ষাকর—পারের কড়ি না থাকলে, মাঝি কাউকে অম্নি পার করে না! সম্বল না থাকলে

যখন এই সামান্য নদীই পার হওয়া যায় না, তখন ভেবে দেখ দেখি—কেমন ক'রে জীব—সেই তরঙ্গভঙ্গ ভীষণ ভব-সাগর পার হবে? মোহান্ধ জীব! এই পারের কষ্ট দেখে এখনও সতর্ক হও—এখনও সম্বল রাখ'—দিন থাক্তে পারের কড়ি যোগাড় কর। ভবনদীর কাণ্ডারী হরি, চরণতরী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; কিন্তু তিনিও অম্নি পার করেন না। সম্বল চাই। সে সম্বল—মধুর হরিনাম! একবার প্রাণ খুলে, বদন ভোরে, হরি হরি বল্‌তে পার্লে—আর তোমাদের পারের ভাবনা থাকবে না।

গৌর। নিত্যানন্দ! মাঝী যে পার কর্ত্তে চায় না।

নিত্যানন্দ। কেন চাইবে? কেমন ঠাকুর! পারের কষ্ট এবার টের পেয়েছ ত? দেখো, জগতের জীব যখন পার হ'তে চাইবে, তা'দের প্রতি একটু দয়া ক'রো।

গৌর। তুমি ওকে ব'লে পার ক'রে দাও।

নিত্যানন্দ। আচ্ছা ব'লে দেখি। মাঝী! এঁকে পার ক'রে দাও না।

মাঝী। কড়ি পেলেই পার ক'র্ব্ব।

অদ্বৈ। সেকি হে! তোমরা নিজের স্বজাতের কাছেও কড়ি নাও না কি?

মাঝী। উনি হ'লেন বামুণ, উনি আমার স্বজাত কিসে?

অদ্বৈ। কিসে? তাও ব'লে দিতে হবে? তোমার ব্যবসা পার করা, ওঁর ব্যবসাও পার করা। তা হ'লেই উনি তোমার

স্বজাতি হ'লেন না? উনি তোমার স্বজাতি—কুটুম্ব নারায়ণ—স্বজাতির কাছে ত' কড়ি তোমরা নাও না, তবে আর ভোগাচ্ছ কেন? ওঁকে এইবার চিনে'ছ ত?

মাঝী। এতক্ষণ চিনিনি। এইবার চিনেছি। এসো দয়াময়! এসো, তোমায় পার করি। আর তোমাকে পারের কড়ি দিতে হবে না। কেবল এই ক'র,—আমার আনাগোনা যেন ঘুচে যায়। [অদ্বৈতের প্রতি] এসো ঠাকুর! তোমাদেরও পার করি। তোমরাও তো আমার স্বজাত।

অদ্বৈ। [কৃত্রিম কোপে] আমরা তোমার স্বজাত হলুম কিসে? আমরা ব্রাহ্মণ আর তুমি অতি নীচ—জেলে মালা।

মাঝী। না ঠাকুর! আর আমি নীচ নই। যখন তোমাদের চিনিনি, তখন আমি নাচ ছিলুম। এখন আমি তোমাদের পেয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছি। এখন দেবতারাও এসে আমার সঙ্গে কোলাকুলি ক'র্ব্বে। আমায় তুমি নীচ ব'লছ কি? সব চেয়ে নীচ জাত হ'চ্ছে চণ্ডাল, সেই চণ্ডালকেই যে তোমাদের এই ঠাকুরটী মিতে ব'লে কোল দিয়েছিল!

অদ্বৈত। [সোচ্ছ্বাসে] ধন্য নাবিক! ধন্য তোমার সাধনা। এস ভাই! তোমার পবিত্র দেহ একবার আলিঙ্গন করি।

গৌর। অদ্বৈত! আর কেন, চল, বেলা ব'য়ে যাচ্ছে।

অদ্বৈ। তোমার আবার বেলা অবেলা কি? বেলা ব'য়ে যাচ্ছে—আমাদের। আমরাই অকূল ভবসমুদ্রের কূলে ব'সে দিশেহারা হচ্ছি। মাঝী! তুমি পার ক'রোনা।

মাঝী। তা' আর ব'লতে ঠাকুর! আমি হচ্ছি ছোট নদীর ছোট মাঝী, আর উনি হচ্ছেন—ভবনদীর বড় মাঝি। আগে উনি আমাকে পার করুণ, তবে ওঁকে পার কর্ব্ব।

গৌর। আচ্ছা! তোমার ভার আমি নিলুম।

মাঝী। শুধু আমার ভার নিলে হবে না। সেই সঙ্গে সকলের ভার নিতে হবে। যা'রা নীচ, পতিত, ঘৃণীত—তাদের যে তোমা বই গতি নেই প্রভু।

অদ্বৈ। সে জন্য আমি ওঁর জামিন্ রৈলুম মাঝী! পাপী তাপী, দীন দরিদ্র, নীচ পতিত, মুর্খ পশু,—ভক্তিভরে যে একবার গৌরনিতাই ব'লে ডাকৃবে সে নিশ্চয়ই মুক্ত হবে! এসো—প্রভু! এইবার নৌকায় উঠি। [সকলের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন

গঙ্গার পরপারে—শান্তিপুর গ্রাম

গৌরাঙ্গ ও অদ্বৈত প্রভু।

গৌর। এ আমায় কোথায় আন্‌লে অদ্বৈত ?

অদ্বৈ। এই তো বৃন্দাবন প্রভু !

গৌর। এ যদি বৃন্দাবন, তবে আমার মা যশোদা কৈ ? রসবতী রাধা কৈ ? নিকুঞ্জ বিলাসিনী বৃন্দে কৈ ? যমুনা কৈ ? কদম্বমূল কৈ ? গিরিগোবর্দ্ধন কৈ ? আমি যে—আমার লীলা-নিকেতন বৃন্দাবনে বাস ক'র্ব্ব ব'লে এসেছি, অদ্বৈত।

অদ্বৈত। গান

বৃন্দাবনে বাস— যদি অভিলাষ—
এসো পীতবাস ! পতিতপাবন !
আমারি হৃদয়— ওহে দয়াময়,
তোমার কৃপায় হবে "বৃন্দাবন !"
[আমার] স্নেহ হবে তোমার "মাতা যশোমতী"
[আমার] ভক্তি হবে প্রভু ! "রাধা রসবতী"
[আমার] কামনা হইবে "সখী বৃন্দেদূতি"
"প্রাণ হবে তোমার নিকুঞ্জ কানন।"

[আমার]　বেগবতী "প্রেম-যমুনার কূলে,
দাঁড়াইও—আশা কদম্বের মূলে,
[আমি]　ছুটে যাব নাথ ! এ সংসার ভুলে,
[তুমি]　বিবেক বাঁশরী বাজাবে যখন।
[আমার]　পাপ-ভার রূপ "গিরি গোবর্দ্ধন,"
করাঙ্গুলে হরি ক'রোহে ধারণ,
কাম কংসাসুরে করিও নিধন—
ওহে কালরূপী কালীয় দমন !
[আমার]　কুমতি "রজকে" বধ চিন্তামণি !
বুদ্ধি যে আমার "কুবুজা" রূপিণী,
[আমার]　আশক্তি হইয়ে "সুদামা মালিনী"
পরাবে তোমায় মালা ও চন্দন !
[আমার]　দেহ-কারাগারে "জীবাত্মা" দেবকী,
বদ্ধ হ'য়ে আছেন, ওহে কমল আঁখি !
নয়ন নীরে তঁার অন্ধ দু'টী আঁখি,
মুক্ত কর তাঁর কঠোর বন্ধন !
(উভয়কে উভয়ের আলিঙ্গন)

যবনিকা।